গুপ্তরত্নোদ্ধার

বা

প্রাচীন কবি-সঙ্গীত সংগ্রহ।

দক্ষিণেশ্বরনিবাসী

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক

সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা ৫৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ "সরস্বতীযন্ত্রে"

শ্রীক্ষেত্রমোহন ন্যাযরত্ন দ্বারা মুদ্রিত।

গুপ্তরত্নোদ্ধার

বা

প্রাচীন কবি-সঙ্গীত সংগ্রহ।

দক্ষিণেশ্বরনিবাসী

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক

সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

১৩০১ সন।

মূল্য ১৷৵০

কলিকাতা ৫৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট "সরস্বতীযন্ত্রে"

শ্রীক্ষেত্রমোহন ন্যায়রত্ন দ্বারা মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

সার্দ্ধশত বর্ষ পূর্ব্বের লুপ্তপ্রায় কবি-কীর্ত্তি বহু আয়াসে সংগ্রহ করিয়া জনসমাজে প্রকাশ করিলাম। যে কারণে "চসারের" গ্রন্থ আজিও ইংলণ্ডে এত আদরের বস্তু, অন্ততঃ সেই কারণেও উন্নতিশীল বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারে এই প্রাচীন কীর্ত্তি স্থান পাইবার আশা করিতে পারে। বঙ্গভাষার অতি শৈশব অবস্থায় সামান্যশিক্ষিত ও অশিক্ষিত কবির এরূপ সরস, সুন্দর ও সরল রচনা বাস্তবিকই অসাধারণ কবিত্বের পরিচায়ক। এক্ষণে সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণ ইহার মৌলিকতা, সুললিত-শব্দ-বিন্যাস, রসমাধুরী, ভাব ও উপস্থিত রচনাশক্তির পরিচয় পাইয়া ইহাকে বঙ্গবাসীর গৌরব ও শ্লাঘার সামগ্রী বলিয়া আদর করিলেই শ্রম সার্থক বিবেচনা করিব।

রাসু, নৃসিংহ, রঘুনাথ দাস, হরুঠাকুর ও লালুনন্দলাল, ইহারাই কবিগীতির সৃষ্টিকর্ত্তা। পরে নিত্যানন্দ বৈরাগী, ভবানীচরণ বণিক ও নীলুদাস মালাকার, হরুঠাকুরের বিপক্ষে দল করেন; কিন্তু তৎকালে এক দলের প্রশ্ন অপর দলের আসরে বসিয়া উত্তর রচনার প্রথা ছিল না; প্রতিপক্ষের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া পূর্ব্বেই তাহা রচিত হইত। রামবসুই আসরে বসিয়া উত্তররচনার-প্রথা প্রবর্ত্তন করেন।

কবি-সঙ্গীতে প্রথমে চিতান ও পরে মহড়া গীত হইয়া থাকে, তজ্জন্য সূচীপত্রে প্রত্যেক গীতের চিতানের প্রথম কথাগুলি, আভিধানিক ক্রমে দেওয়া হইল।

অসাবধানতা প্রযুক্ত দুই একটী গীত পুস্তকমধ্যে দুইবার মুদ্রিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে যে যে পৃষ্ঠায় তাহারা অভ্রান্তরূপে সন্নিবিষ্ট, সূচীমধ্যে সেই সেই পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া হইল।

দক্ষিণেশ্বর
১৩০১ সাল। } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূচীপত্র।

আভিধানিক ক্রমে সূচী।

অ।

এ।

চিতান পৃষ্ঠা।

চিতান | পৃষ্ঠা।

য।

র।

ল।

ব।

	পৃষ্ঠা।
চিতান	
বসন্ত আগমনে	২৯০
বসন্ত ঋতু এসে	২০৮
বসন্তকালে ব্রজে	২০৬
বসন্ত সামন্ত	১৫০
বসন্তে শ্রীকান্তে	২৮৬
বয়স প্রথমে	১৬৬
বঁধু কোন ভাবে	১৫৮
বংশীধারী কহে	১৮৮
বাঞ্ছাফলদাত্রী	৩৪
বালিকা ছিলাম	৩০১
বিধাতা সাজালেন	১৮১
বিধিমতে প্রাণনাথে	১৬১
বিরহিণী আমি	১৩৪
বিরহিজনার	১৬৪
বিসখা শোকাকুলা	২০০
বৃন্দাবন হতে	২৪৪
বৃন্দে গো কৃষ্ণে কয়	২২৯
বৃন্দে বিরহে কাতরা	২১৪
বৃন্দে সভামধ্যে	২৯১
বৃক্ষডালে বসি	১৭৬
ব্রজেতে মধুর ভাব	২৮৯
শ।	
শশীর কিরণে	১৭৫
শিশির নিশির যন্ত্রণা	১৭২
শীত বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা	২৪৫
শুন গো সখি	২৯৩
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি	১৭৯
শ্রীকৃষ্ণের আশায়	২৪৮

অবতরণিকা।

আজ বিংশতি বৎসরেরও অধিক হইল, তখন আমার বয়ঃক্রম নয় বৎসরমাত্র। পিতৃদেব কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়া অন্তিম-প্রতীক্ষা যেন ক্লেশদায়িনী বোধে অসুস্থতাকে আহ্বান করিয়াছেন। অহরহ বহির্ব্বাটীতেই থাকেন ; সহচর-মধ্যে কবির গান ও গুড়ুক, ইহারাই প্রিয়। মধ্যে মধ্যে গানে বিভোর হইয়া আমাকে বলিতেন "এ জিনিসের দাম নেই, এত মজা আর কিছুতে নেই।" আবার কখন কখন আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, "এ সব আর শুন্‌তে পাওয়া যাবে না ; এমন জিনিস দেশ থেকে গেলে, বড়ই অসুখের দিন আসবে।" পরে দেহ-ত্যাগের ছয় সাত দিন পূর্ব্বে আমাকে একখানি খাতা দিয়া বলিলেন, "দেখ, আমার কিছুই নাই, সম্বলের মধ্যে এইখানি। ইহা যত্ন করিয়া রাখিও, পরে অনেক আমোদ পাইবে।" আমিও তাহা আমার বন্ধনশূন্য গলিতপত্র পুস্তকপুঞ্জের মধ্যে সরস্বতীর সমাধিমন্দির সদৃশ সেকেলে এক বিসদৃশ দন্তহীন বাক্সে রক্ষা করিলাম। কর্ত্তব্যবোধ তখন যথেষ্ট ; খাওয়া আর খেলা, ইহারাই কর্ত্তব্যের মধ্যে প্রধান ; সুতরাং সে খাতার আর

খোঁজ রহিল না। বিশেষতঃ সে বাক্সটী আমার সাবেক তোষা-খানা, তন্মধ্যে যিনি একবার প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহারই অগস্ত্য-গমন হইয়াছে, অথবা সচ্ছন্দ ও প্রকৃত অবস্থায় কেহ প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। সম্ভবতঃ খাতাখানি ক্রমে "ভাঙ্গা ছাতা ও পুরা-তন কাগজ ক্রেতার" হস্তে ন্যস্ত হইয়া বিশেষ সমাদৃত হইয়া থাকিবে।

সে যাহা হউক, ত্রয়োবিংশতিবৎসর বয়ঃক্রমকালে আমি কবির গানের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারিলাম ও তখন ব্যাকুল হইয়া সেই খাতার অনুসন্ধান করিলাম; আক্ষেপের বিষয়, তাহার চিহ্নমাত্রও পাওয়া গেল না। এত অনুতপ্ত হইলাম, যেন পিতার আজ্ঞালঙ্ঘনের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল। সেই দিন হইতেই কবির গানসংগ্রহের ইচ্ছা বলবতী হইল। ক্রমে দুই বৎসরের চেষ্টায় যাহা পাইলাম তাহাও সম্পূর্ণ নহে ও তাহা লইয়া আশ্বস্ত বা সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। ভাবিলাম, বুঝি ভাল জিনিষমাত্রেই ভবে নিরাকার; তাই বুঝি জোড়া তাড়া দিয়া কষ্টে কাটাম কল্পনা করিতে গেলেই অদ্ভুত সৃষ্টি হইয়া পড়ে।

হতাশ হইলাম বটে, কিন্তু তখনও চেষ্টা রহিল। কিছুদিন পরে পীড়িত হইয়া স্বাস্থ্যপরিবর্ত্তনার্থ মিরট যাই। তথায় শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত মহাশয় থাকিতেন। ইনি "প্রভাকর" সম্পাদক,

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের অতি প্রিয়পাত্র এবং নিজেও একজন কবি ছিলেন। কথায় কথায় আমার বাসনার আভাষ পাইয়া তিনি অতি আগ্রহের সহিত আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এ সকল সংগ্রহ করিয়া কি করিবে?" আমি বলিলাম "যদি ইহাকে রত্ন বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে যত্ন করিয়া প্রচার করিব।" অপেক্ষা না করিয়া তিনি সত্বর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন ও আনন্দোচ্ছ্বসিত বদনে দুইখানি অতি জীর্ণ খাতা আনিয়া বলিলেন "ইহা গুপ্ত মহাশয়ের নিজের সংগ্রহ, তিনি আমাকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনায় ইহা প্রদান করেন, কিন্তু আমি গঙ্গাতীর ত্যাগ করিয়া এই মেড়ুয়াবাদীর দেশে পড়িয়া থাকায়, ইহারাও আমার সহিত অসদ্গতি প্রাপ্ত হইয়া পতিত হইয়া রহিয়াছে। আমি আর কয় দিন; ইহাদিগকে আমি তোমারই হস্তে সমর্পণ করিলাম; আশা করি, তোমা দ্বারাই ইহাদের উদ্ধার হইবে। এগুলি গুপ্ত মহাশয় দ্বারা বহু যত্নে সঙ্কলিত। তিনি নিজে কবির গীত বাঁধিতেন বলিয়া এগুলি প্রচার করেন নাই। এ যে কি বস্তু, আরো একটু বয়স না হইলে তুমি বুঝিতে পারিবে না।" এই বলিয়া অনেকগুলি পড়িয়া ফেলিলেন ও পাণ্ডিত্য, রস ও ভাবের সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। বোধ হইল যেন তাঁহার দশমুখ হইলে তিনি

সুখ্যাতি করিয়া কথঞ্চিৎ সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন। আমিও রচনার মাধুর্য্যে ও গুণপনায় গলিয়া গেলাম ও দরিদ্র অচিন্ত্য-পূর্ব্ব রত্নরাশি লাভে যেরূপ সুখী হয়, তদ্রূপ অবস্থায় "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" এই প্রাচীন উক্তির যথার্থতা উপলব্ধি করিতে করিতে বাসায় আসিলাম।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত মহাশয়ের নিকট হইতে রামনৃসিংহ, হরুঠাকুর ও রামবসু এই তিনজন বিখ্যাত কবির কীর্ত্তি সংগৃহীত হইল ও শুনিলাম যে নৃত্যানন্দ, লালু নন্দলাল, সাতুরায়, কৃষ্ণ-ভট্ট ও গদাধর মুখো, ইহাঁরাও প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন, ইহাঁদের রচনা সংগ্রহ করিয়া তবে প্রকাশ করা উচিত। পরে দেশে আসিয়া অবকাশ মত তাহাই অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলাম।

শুনিলাম, বালীনিবাসী শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অত্যুৎকৃষ্ট সংগ্রহ সকল আছে। পূর্ব্বে ইহাঁর কবির গানে বিশেষ শক থাকায় বহু অর্থব্যয়ে সেগুলি সংগ্রহ করেন। ৺অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি সাহিত্যক্ষেত্রের খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ তাহা শ্রবণে মোহিত হইয়া সেগুলি প্রকাশার্থ যত্ন করেন, কিন্তু ভগবতীবাবু তাহাতে সম্মত হয়েন নাই। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাচিলাম প্রকাশ করায় তিনি

বলিলেন "এক্ষণে আমার বার্দ্ধক্য উপস্থিত, ইচ্ছা ছিল আমি স্বয়ংই এ সকল প্রকাশ করিব ও তজ্জন্য অনেককে ক্ষুন্নও করিয়াছি, কিন্তু আর আমার সে উৎসাহ ও শক্তি নাই ; তুমি যদি এ বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থাক, তাহা হইলে প্রতি রবিবার আমার বাটীতে আসিও, আমি তোমাকে সাধ্যমত সাহায্য করিতে সম্মত আছি।" আমিও সেই মত রবিবার রবিবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গদাধর মুখোপাধ্যায়, সাতুরায় ও কৃষ্ণভট্টের গীত সকল সংগ্রহ করিলাম। দেখিলাম, ভগবতীবাবু যে কেবল গীত সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহার সুরবোধ ও ভাবুকতা বিলক্ষণ আছে। তাঁহার নিকট হইতে আমি যত সাহায্য পাইয়াছি, এত সাহায্য আর কোথাও পাই নাই, এমন কি তিনি অনুগ্রহ না করিলে আমার এ কার্য্য সম্পন্ন হইত না।

বড়কাঁটালেনিবাসী শ্রীযুক্ত নীলমাধব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার পিতৃব্য ৺কালীকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সংগৃহীত লালু নন্দলাল, নৃত্যানন্দ বৈরাগী ও কৃষ্ণদাসের গীত সকল আমাকে দিয়া বিশেষ উপকৃত ও বাধিত করিয়াছেন। আড়িয়াদহনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও অনুগ্রহ করিয়া আমাকে অনেক সাহায্য করিয়াছেন।

পূর্ব্বাপর না ভাবিয়া আমি এই কঠিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি, তজ্জন্য আমাকে বিবিধ বিঘ্ন বিপত্তি অনুভব করিতে হইয়াছে। বস্তুতঃ আমি এ গুরু ব্রত সাধনের উপযুক্ত পাত্র নহি। অনেক স্থলে আমাকে দয়াবান্ কীট কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত জীর্ণ চোতা ও গতস্মৃতি পূর্ণকাল বৃদ্ধগণের সাহায্য লইতে হইয়াছে; সুতরাং কোন কোন গীত-সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। আবার কবির ইতিহাস ও কবিদিগের জীবনী সংগ্রহ ততোধিক দুরূহ। সে কালের লোক সহজে শাদার উপর কালি চড়াইতেন না, কাজেই শোনা কথার উপর বিশ্বাস করিতে হয়; কিন্তু তাহাও আবার দুই জনের মুখে একপ্রকার শুনিতে পাওয়া যায় না। পূর্ণ এক বৎসরকাল বৃথাই সে চেষ্টায় বিলম্ব করিলাম। এক্ষণে কার্য্যতঃ বাধ্য হইয়া এই সংস্করণে দুই চারিজনের বিষয়, যাহা কিছু কাগজে কলমে পাওয়া যায় ও বিশ্বাস্য বলিয়া জানা যায়, তাহাই দিয়া নিরস্ত হইতে হইল।

সংগ্রহ করিতে গিয়া অপরাপর অনেক কবির কীর্ত্তি সকল হস্তগত হয়, কিন্তু তাহা পূর্ব্বতন কবিগণের ভাবগ্রহণে ও ছায়াবলম্বনে রচিত হওয়ায়, স্বগুণসম্পন্ন নহে বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। তবে অতি উৎকৃষ্ট কবিত্বের লহর ও খেঁউড় আছে বটে, এমন কি তাহার মূল্য নাই, কিন্তু আক্ষেপের

বিষয় এই যে আধুনিক শীলতার সীমা অতিক্রম করিতে হয় বলিয়া, এই সংগ্রহের সহিত তৎপ্রকাশে নিরস্ত হইতে হইল। যদি রসগ্রাহী পাঠক ও ভাবুকগণের আগ্রহ দেখিতে পাই, তাহা হইলে ভবিষ্যতে সে সকল যতদূর সম্ভব প্রকাশে যত্ন করিব ও সেই সঙ্গে এই বারের অসম্পূর্ণতা-দোষ ক্ষালন করিবার চেষ্টা পাইব।

গীত গাইবার সময় কথাগুলি যেরূপে উচ্চারিত হইলে সুর বজায় থাকে, মুদ্রাঙ্কনে সেইরূপ বানানই ব্যবহার করা হইয়াছে।

পুস্তকখানির "লুপ্তরত্নোদ্ধার" নাম দিয়া মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ করা হয়, পরে জানা গেল যে শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐ নামে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং নামটী পরিবর্ত্তন করিয়া "গুপ্তরত্নোদ্ধার" করা হইল। পূর্ব্বেই মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া পুস্তকমধ্যে এবার "লুপ্তরত্নোদ্ধার" নামই রহিয়া গেল, কেবল মলাটে "গুপ্তরত্নোদ্ধার" দেওয়া হইল।

এক্ষণে এই প্রাচীন-কবিকীর্ত্তি সাহিত্যসমাজে আদর পাইলেই সুখী হইব।

দক্ষিণেশ্বর।
বৈশাখ, ১৩০১ সাল। } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাসু ও নৃসিংহ।

—(০)—

রাসু ও নৃসিংহ, ইহাঁরা দুই সহোদর ছিলেন ও ফরেসডাঙ্গার সন্নিকটস্থ গ্রামে বাস করিতেন। ইহাঁরা কায়স্থ-কুলোদ্ভব ও সুকবি ; কিন্তু উভয় ভ্রাতাই কবি ছিলেন কি না, অথবা কোন্‌টী কবি ও কোন্‌টী সুরজ্ঞ ছিলেন তাহা নির্ণয় করা যায় না; যেহেতু ইহাঁরা সার্দ্ধশতবর্ষ পূর্ব্বের কবি এবং হরুঠাকুর ও রামবসুরও পূর্ব্ববর্ত্তী। একশতপঞ্চাশ বর্ষ পূর্ব্বের রচনা দেখিলে রচয়িতাকে বিশেষ সুখ্যাতি করিতে হয়; মধ্যে২ ভাব সৌন্দর্য্যও বিলক্ষণ আছে। যথা, সখিসংবাদে—

"শ্যাম, প্রদীপের আলো, প্রকাশ পাইল,
চন্দ্রমা লুকাল গগনে ;
ওহে, গো-খুরেরি জল, জগতো ব্যাপিল,
সাগর শুকাল তপনে।"

বিরহ।

"আমি এসেছি বিবাগে, মনেরি বিরাগে,
প্রীতি-প্রয়াগে, মুড়াব মাথা।"

———

১২৬১ সালে "প্রভাকর" সম্পাদক তাঁহার ১লা মাঘ সংখ্যায় ইঁহাদের বিষয় এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন ;—"ইঁহাদের বিরচিত সুর ও গীত শ্রবণে প্রধান প্রধান পণ্ডিত ও বিশিষ্ট সন্তান মাত্রেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও সুখী হইতেন। উক্ত উভয় সহোদরের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি গীত ও সুর রচনায় নিপুণ ছিলেন, তদ্বিষয়ে আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই। যাহা হউক, দুই জনের ভিতর এক ব্যক্তি সুকবি ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহাঁরা সখিসংবাদ ও বিরহ গান যাহা যাহা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাই অতি উৎকৃষ্ট, অতিশয় শ্রুতিসুখকর ও সর্ব্ববিষয়েই যশোযোগ্য।"

হরুঠাকুর।

হরুঠাকুরের প্রকৃত নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ি; কিন্তু জাতিতে ব্রাহ্মণ ও রচনায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া, ঠাকুর নামে খ্যাত। ইনি বাঙ্গালা ১১৪৫ সালে কালিকাতা সিমুলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম কালীচন্দ্র দীর্ঘাড়ি। তাদৃশ সঙ্গতিপন্ন না হইলেও সমাজে প্রতিপত্তি থাকায়, হরুঠাকুর সখের লোক ছিলেন ও বিনা পুরস্কারে অপরাপর কবিওয়ালাদিগের দলে গান বাঁধিয়া ও গাইয়া তাহাদিগের গৌরববৃদ্ধি করিতেন।

শুনিতে পাওয়া যায়, কোন এক পর্ব্বোপলক্ষে রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে পেশাদারী কবি হইতেছিল; হরুঠাকুর সখ করিয়া তাহাতে গাইতে ছিলেন। রাজা তাঁহার গান শ্রবণে মোহিত হইয়া তাঁহাকে পারিতোষিকস্বরূপ একজোড়া শাল প্রদান করেন। তাহাতে হরুঠাকুর অপমান বোধ করিয়া শাল জোড়াটী তৎক্ষণাৎ ঢুলির মস্তকে নিক্ষেপ করেন। এইরূপ ব্যবহারে নবকৃষ্ণ বাহাদুর কুপিত হইয়া তাঁহাকে ধরাইয়া আনেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ জানিয়া দণ্ড দিতে নিরস্ত হন ও পরিচয়-গ্রহণানন্তর সমাদর করিতে ত্রুটি করেন নাই। এমন কি

অবশিষ্ট জীবনকাল উভয়ে পরম সুহৃদ্ভাবে অতিবাহিত করেন।

রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের অনুরোধ, যত্ন, উদ্যোগ ও সাহায্যে হরুঠাকুর পেশাদারী দল করেন, ও রাজার মৃত্যুর পর দল ও গাওনা পরিত্যাগ করেন। অনেক সম্ভ্রান্ত লোকে তাঁহাকে পুনর্ব্বার দল করাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু হরুঠাকুর কাহার ও অনুরোধ রক্ষা করেন নাই।

হরুঠাকুর রচনা অভ্যাসকালে প্রাচীন কবিওয়ালা রঘুনাথ তন্তুবায়ের নিকট হইতে গীতগুলি সংশোধিত করিয়া লইতেন, সে কারণ কৃতজ্ঞতাবদ্ধ থাকায় গুরুর গৌরবরক্ষার জন্য স্বরচিত গানের শেষে নিজনামের পরিবর্ত্তে ওস্তাদের নামে ভণিতা দিতেন। ইহা তাঁহার মহত্ত্বের পরিচায়ক। তদ্ব্যতীত নবকৃষ্ণ-প্রদত্ত পারিতোষিক অগ্রাহ্য করা ও তাঁহার মৃত্যুর পর অপরাপর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অনুরোধ উপেক্ষা করত ধনলাভের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া দলত্যাগ তাঁহার মত অবস্থার লোকের পক্ষে নিতান্ত সহজ কর্ম্ম নহে; বিশেষতঃ সে সময়ে হরুঠাকুরের দল সর্ব্ব-প্রধান ও তাহাতে আয়ও বিলক্ষণ ছিল।

হরুঠাকুর আজও একজন খ্যাতনামা কবি বলিয়া পরিচিত। ইহাঁর রচনা সরল, ভাব সুন্দর ও মধুর। সার্দ্ধশত বর্ষ পূর্ব্বে

ইনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা যথার্থই আদরের বস্তু। আজি কালি সে ভাব অতি বিরল। যথা, সখিসংবাদ—

"কোন্ রন্ধ্রে পুরে ধ্বনি,
রাধায় কর উদাসিনী,
সাক্ষাতে বাজাও শুনি,
আমার মাথা খাও।"

—

"সই, খেদে ফাটে হিয়ে, কারো মুখ চেয়ে,
রহিব অবলা জনা,
আমি শ্যাম অন্বেষণে, পাঠালাম মনে,
তারো সঙ্গে কেন প্রাণ গেলনা।"

—

বিরহ।

"হায় পিরিতের কিবা সৌরভ আছে,
সে সৌরভ মম অঙ্গে বয়,
কলঙ্ক-পবনে, লইয়ে সে বাসো
ব্যাপিল জগতো ময়।"

—

১২৬১ সালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় তাঁহার ১লা পৌষের "প্রভাকরে" হরুঠাকুরের গানসম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন।

"এই সমস্ত গানে, মিলের ও শব্দের যে কিঞ্চিৎ গোলযোগ আছে তাহা কেহ ধর্ত্তব্য করিবেন না, কেবল ভাব, অর্থ ও মর্ম্ম গ্রহণ করিবেন। ১০০ বৎসরের অধিককাল পূর্ব্বে এরূপ যাহা হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ শুদ্ধ দৈবশক্তির বলে অশিক্ষিত জনের দ্বারা এমন উত্তম রচনা হওয়াতে কে না শ্লাঘার ব্যাপার বলিয়া গ্রাহ্য করিবেন।"

রামবসু।

রামবসু শালীখাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ও ৪২ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া বাঙ্গালা ১২৩৬ সালে লোকান্তরিত হয়েন। কবিওয়ালাদিগের মধ্যে "বিরহ" রচনায় ইনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন। রচনামধ্যে তাঁহার ভাব ও বাক্যবিন্যাস অতি সহজ ও সরস সামান্য কথায় এমন ভাবপূর্ণ সুন্দর সমাবেশ আর কাহারও রচনায় দেখিতে পাওয়া যায় না। যথা—

"সেই গেলে প্রাণ আসি ব'লে,
এই কি সেই আসি।"

"পীরিত ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে তায় লজ্জা কি,
এমনত প্রেম ভাঙ্গা ভাঙ্গি অনেকের দেখি।"

"কথায় কথায় ক'রে অভিমান,
তিলে কোরে বোসো তাল,
ও ধনি, না জানি কেমন
পুরুষের কপাল।"

"উত্তমেরে তেজ্য কোরে অধমে যতন,
নারী বারি দুই জনারি নীচ পথে গমন।"

"ঢেউ দিওনা কেউ এ জলে" বলে কিশোরী,
দরশনে দাগা দিলে হইবে সুই পাতকী।
তীরের ছায়া নীরে লেগে হোলো বা এমন,
সুকিতে দেখিতে আমার জুড়াল দুটী আঁখি।
কত শত অনুভব হয় ভাবিয়ে,
শশী কি ডুবিল জলে রাহুর ভয়ে?
আবার ভাবি সে যে শশী কুমুদবান্ধব,
হৃদয়কমল কেন তা দেখে হবে সুখী।"

"বাঁচিত' বসন্ত পাব, কান্ত পাব পুনরায়,
যৌবন জনমের মত যায়;
সেত আশা পথ নাহি চায়।"

কেহ কেহ রামবসুর "বিরহকে" স্বার্থপূর্ণ বলেন, কারণ তাঁহার নায়কনায়িকারা বিরহে কাতর হইয়া পরস্পর পরস্পরকে

বাক্যবাণে যন্ত্রণা দিতে কসুর করে নাই। পরস্পরেরই নিজ সুখে লক্ষ্য নিঃস্বার্থ ভাব নাই। যথা—

"যাও প্রাণনাথের কাছে বিচ্ছেদ এক বার ;
যাতে বদ্ধ আছে বঁধুর প্রাণ,
হানগে তায় বিচ্ছেদ বাণ,
যদি জ্বালায় জোলে, আমার বোলে,
মনে পড়ে তার।
বিচ্ছেদ ব্যথার ব্যথা কিছু তায় দিও বিশেষে,
নারীর প্রাণে কত ব্যথা জানে যেন সে ;
তারে জ্বালাতে পার না, আমায় দাও যাতনা,
ছিছি অবলা বধিলে নাহি পৌরুষ তোমার।"

"বলো কার অনুরোধে ছিলে প্রাণ ?
ছিলে আমার বশ, কি যৌবনের বশ,
কি প্রেমের বশে, প্রেমো রসে, তুষ্তে প্রাণ ;
রাখিতে হে অধিনীর সম্মান।
অভিমানী হতেম হে তোমায়,
কার সোহাগে, অনুরাগে,
ধোর্তে আমার পায় ?

তুমি আমি যে সেই আছি,
তবে কিসে গেল সে সম্মান ?"

"কথা কবার নয়, কইতে ফাটে হিয়ে.
পূজ্য ছিলেম, ত্যজ্য হ'লেম
যৌবন গিয়ে।
দৈব দেখা প্রাণনাথ, হ'তো হে পথে,
আপনা আপনি ভুলিতে * * *
এখন'ত সেই পথে দেখা হয় ;
লজ্জাতে মুখ ঢাক' যেন ঠেকেছ কি দায়,
প্রেম গেছে যৌবন গেছে,
শেষে তুমি করিলে প্রস্থান ?"

এইরূপ সরস ও প্রকৃত ভাবপূর্ণ লেখা বলিয়া, আধুনিক প্রেমিকদের মধ্যে তাঁহাকে বড় কুণ্ঠিত ও জখম থাকিতে হইয়াছে, কারণ তাঁহারা রামবসুর লেখায়

"আমার মনবেদনা কভু জানায়োনা তায়,
শুনিলে আমার দুঃখ সে পাছে বেদনা পায় ;

না বাসে না বাসে ভাল, ভাল থাকে সেই ভাল,
শুনিয়া তার মঙ্গল, তবুত প্রাণ জুড়ায়।"

এরূপ ভাব দেখিতে পান না। না থাকিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই, কারণ ও ভাবটী স্বর্গীয়, মর্ত্ত্যে উহা না থাকাই সম্ভব, থাকে ভালই। কিন্তু যেটা দেখিতে পাওয়া যায় ও যেটা প্রকৃত, ঘটিয়া থাকে, রামবসু তাহারই পক্ষপাতী এবং তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন; অনুভবচিকিৎসার উপর নির্ভর করিতে পারেন নাই। তিনি যাহা লিখিয়াছেন, অনুরাগের অভিমান ঐরূপই হইয়া থাকে। বোধ হয় রাধিকার প্রেম অপেক্ষা উচ্চ প্রেম খুঁজিতে গেলে নিরাশ হইবারই সম্ভাবনা; তাঁহারই মানভঞ্জনে শ্রীকৃষ্ণকে পায়ে ধরিতে হইয়াছিল।

রামবসুও স্থানে স্থানে লিখিয়া গিয়াছেন—

"বসন্তেরে সুধাও ও সখি,
আমার নাথের মঙ্গল কি?"
পতি, পতি-মুক্তি অবলার,
সুখ, মোক্ষ, সেই গো আমার,
তাঁহার কুশল শুনে, কুশলে প্রাণ রাখি।"

তবে কবির বাঁধনদারেরা নির্জ্জন কুটীরে বসিয়া মুনসিয়ানা দেখাইবার অবসর অল্পই পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রায়ই সহস্র

লোকের মধ্যে চারি জোড়া ঢোল ও ৪ খানা কাঁশির গগনস্পর্শী গোলযোগে প্রতিবাদীর ভয় রাখিয়া, অল্প সময়মধ্যে গীত রচনা করিতে হইত; সুতরাং এই সকল বিঘ্নবিপত্তিমধ্যে থাকিয়া যে রামবসু নির্দ্দোষ কবি হইবেন তাহাও সম্ভব নহে।

রামবসু সম্বন্ধে গুপ্ত কবি তাঁহার ১২৬১ সালের ১লা আশ্বিন সংখ্যার "প্রভাকরে" যাহা লিখিয়াগিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"রামবসু ভবানীবিষয়, সখিসংবাদ, বিরহ, খেঁউড়, লহর, সপ্তমী, শ্যামা বিষয়ের রণবর্ণনা, ও টপ্পা প্রভৃতি সমুদায় গান উত্তম রচিতেন। তন্মধ্যে সপ্তমী ও বিরহ তুলনারহিত। এই দুই গানেই তিনি অধিক প্রশংসিত হয়েন।

"যেমন সংস্কৃত কবিতায় কালিদাস, বাঙ্গালা কবিতায় রাম-প্রসাদ ও ভারতচন্দ্র, সেইরূপ কবিওয়ালাদিগের কবিতায় রামবসু।"

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

—•••—

ঈশ্বরচন্দ্র পিতার দ্বিতীয় পুত্র। তিনি বাঙ্গালা ১২১৮ সালে ২৫ শে ফাল্গুন শুক্রবার কাঁচড়াপাড়াগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দুগ্ধপোষ্যাবস্থার পরই বিশাল-বুদ্ধিশালিতা ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত প্রখরা ছিল, একবার যাহা শুনিতেন তাহা আর ভুলিতেন না। ১১।১২ বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই অভ্রমে অত্যল্প পরিশ্রমে ঈদৃশ মনোরম বাঙ্গালা গান প্রস্তুত করিতে পারক হইয়াছিলেন যে সখের দলের কথা দূরে থাকুক, উক্ত কাঞ্চনপল্লীতে বারোইয়ারী প্রভৃতি পূজোপলক্ষে যে সকল ওস্তাদি দল আগমন করিত, তাহাদের সমভিব্যাহারী ওস্তাদলোক উত্তরগান ত্বরায় প্রস্তুত করিতে অক্ষম হওয়াতে ঈশ্বর বাবু অনায়াসে অতি শীঘ্রই অতি সুশ্রাব্য চমৎকার গান পরিপাটী প্রণালীতে প্রস্তুত করিয়া দিতেন।

তিনি যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সাহায্যে, উৎসাহে এবং উদ্যোগে সাহসী হইয়া সন ১২৩৭ সালের ১৬ মাঘে "সংবাদ

প্রভাকর” প্রচারারম্ভ করেন। এই “প্রভাকর” ঈশ্বর গুপ্তের অদ্বিতীয় কীর্ত্তি। বাঙ্গালা সাহিত্য উক্ত “প্রভাকরের” নিকট বিশেষ ঋণী। মহাজন মরিয়া গেলে খাতক আর বড় তার নাম করে না। ঈশ্বর গুপ্ত গিয়াছেন, আমরা আর সে ঋণের কথা বড় একটা মুখে আনি না। কিন্তু একদিন “প্রভাকর” বাঙ্গালা সাহিত্যের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন।

তাঁহার কবিত্ব এবং রচনাশক্তি দর্শনে, আন্দুলের জমীদার বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক ১২৩৯ সালে ১০ ই শ্রাবণে “সংবাদ-রত্নাবলী” প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই পত্রের সম্পাদক হয়েন। ১২৫৩ সালে ঈশ্বরচন্দ্র “পাষণ্ডপীড়ন” নামে একখানি পত্রের সৃষ্টি করেন। পরে ১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে তিনি “সাধুরঞ্জন” নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন।

নগর এবং উপনগরের সখের কবি এবং হাফ্ আকড়াই দল সমূহের সংগীতসংগ্রামের সময় তিনি কোন না কোন পক্ষে নিযুক্ত হইয়া সংগীত রচনা করিয়া দিতেন। সখের দলসমূহ সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই হস্তগত করিতে চেষ্টা করিত, তাঁহাকে পাইলে আর অন্য কবির আশ্রয় লইত না।

তিনি মৃত কবি ভারতচন্দ্র রায়ের জীবনী এবং তৎপ্রণীত অনেক লুপ্তপ্রায় কবিতা এবং পদাবলী পুস্তকাকারে প্রকাশ

করেন। ক্রমে "প্রবোধপ্রভাকর", "বোধেন্দুবিকাশ", "হিত-প্রভাকর", 'নীতিহার' প্রভৃতি প্রকাশিত হয়।

১২৬৫ সালের মাঘ মাসের "প্রভাকর" সম্পাদনের পর ঈশ্বরচন্দ্র শ্রীমদ্ভাগবতের বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন। মঙ্গলাচরণ এবং পরবর্ত্তী কয়েকটী শ্লোকের অনুবাদ করিয়াই তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়ন করেন, ও ১২ই মাঘ সোমবার 'প্রভাকরে' ঈশ্বরচন্দ্রের অনুজ রামচন্দ্র লেখেন—

'সংবাদ প্রভাকরের' জন্মদাতা ও সম্পাদক, আমার সহোদর পরম পূজ্যবর ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহোদয় গত ১০ই মাঘ শনিবার রজনী অনুমান দুই প্রহর এক ঘটিকা কালে ৺ভাগীরথী-তীরে নীরে সজ্ঞানে অনবরত স্বীয়াভীষ্ট দেব ভগবানের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক এতন্মায়াময় কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকে পরমেশ্বর সাক্ষাৎকারে গমন করিয়াছেন।

মিষ্টভাষিতা এবং সরলতা দ্বারা গুপ্ত মহাশয় সকলেরই হৃদয় হরণ করিতেন। অর্থের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র মমতা ছিলনা, পাত্রাপাত্র ভেদজ্ঞান না করিয়া সাহায্যপ্রার্থী মাত্রকেই দান করিতেন। তাঁহার বাটীর দ্বার অবারিত ছিল, দুই বেলাই ক্রমাগত উনান জ্বলিত, যে আসিত সেই আহার পাইত। তিনি স্বয়ংই লিখিয়া গিয়াছেন—

'লক্ষ্মীছাড়া যদি হও, খেয়ে আর দিয়ে,
কিছুমাত্র সুখ নাই, হেন লক্ষ্মী নিয়ে।
যতক্ষণ থাকে ধন, তোমার আগারে,
নিজে খাও, খেতে দাও, সাধ্য অনুসারে।
ইথে যদি কমলার, মন নাহি সরে,
প্যাঁচা লয়ে যান মাতা, কৃপণের ঘরে।'

রহস্য এবং ব্যঙ্গ তাঁহার প্রিয় সহচর ছিল। কপটতা, ছলনা, চাতুরী জানিতেন না। তিনি সদালাপী ও লোককে হাসাইতে বিলক্ষণ পটু ছিলেন। শক্ররাও তাঁহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইত। তিনি মেকির উপর বড় চটা ছিলেন। অন্যায় বা ভাণ দেখিতে পারিতেন না।

গুপ্ত মহাশয় একজন খাঁটী বাঙ্গালা কবি ছিলেন। তাঁহার লেখা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার বিশেষ আবশ্যকতা দেখি না। তিনি কবির গান বাঁধিতেন বলিয়া যে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন আহা নহে, তিনি একজন প্রকৃত কবি ছিলেন।

রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর মহাশয় তাঁহার জীবনী সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিলেই সমস্ত জ্ঞাত হওয়া যায়। আমিও উপরোক্ত বিবরণ তাহা হইতেই উদ্ধৃত করিলাম।

গুপ্ত মহাশয় প্রায়ই তীব্র ব্যঙ্গ ও রঙ্গরহস্য লইয়াই থাকি-
তেন, তাঁহার রচনাতেও সেই পরিচয়ই অধিক পাওয়া যায়।

গুপ্তরত্নোদ্ধার।

ভবানী বিষয়।

এণ্টনী সাহেবের দল।

চিতেন।

জয়া যোগেন্দ্রজায়া, মহামায়া মহিমা অসীম তোমার।

পরচিতেন।

একবার দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে, যে ডাকে মা তোমার,
তুমি কর তায় ভবসিন্ধু পার।

ফুকো।

মা তাই শুনে এ ভবের কূলে,
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে, বিপদকালে,
ডাকি দুর্গা কোথায় মা. দুর্গা কোথায় মা :

মেলতা।

তবু সন্তানের মুখ চাইলেনা মা,
আমায় দয়া কোরলেনা মা,
পাষাণে প্রাণ বাঁধলি উমা, মায়ের ধর্ম্ম এই কি মা ?
অতি কুমতি কুপুত্র ব'লে,
আপনিও কুমাতা হ'লে—আমার কপালে ;
তোমার জন্ম যেমনি পাষাণ কুলে,
ধর্ম্ম তেমনি রেখেছ ;—

মহড়া।

দয়াময়ী আজ আমায় দয়া কোরবে কি মা,
কোন্ কালে বা কারে তুমি দয়া ক'রেছ।
জানি তোমার চরণ সাধন করি
ব্রহ্মা হ'লেন ব্রহ্মচারী—দণ্ডধারী ;
দেখ সকল ফেলে, ক্ষীরোদজলে ভাসলেন শ্রীহরি ;
আবার শূন্য ক'রে সোণার কাশী, ওগো শ্যামা সর্ব্বনাশী,
শিবকে ক'রে শ্মশানবাসী, সন্ন্যাসী তায় সাজিয়েছ।

খাদ।

নাম কেবল করুণাময়ী, করুণাশূন্য হয়েছ।

২য় ফুকো।

মা, তুমি দক্ষরাজকুমারী, দক্ষযজ্ঞে গমন করি,
যজ্ঞেশ্বরী যজ্ঞ হেরি নয়নে ;
শিব বিহনে, শিব অপমানে,
মা সেই অভিমানে,
এমন সাধের যজ্ঞে ভঙ্গ দিলি
দক্ষরাজায় নিদয় হলি,—
আপনি মলি, তারেও মেলি,
পিতার দুঃখ ভাব্‌লিনে।

২য় মেলতা।

তখন যার অপমান শুনে কাণে,
প্রাণ তেজেছ বিষাদ মনে,—দক্ষভবনে,
আবার আপনি উমা কঠিন প্রাণে
তার বুকে পা দিয়েছ।
তুমি তার' তার' তার', মা তার' মা তার',
আপনার গুণে তোরবো ;
দুর্গানাম তরি, মস্তকেতে করি;
যতন করিয়ে রাখ্‌বো ;

আমার অন্তে শমন এলে, অজপা ফুরালে
দুর্গা দুর্গা ব'লে ডাকবো ॥

২য় চিতেন।

মা অসাধ্য তোমার সাধন, কোরলে সাধন,
কেবল তার নিধন হ'তে হয়।

২য় পরচিতেন।

একবার তারা ব'লে যে ডেকেছে, সেই ডুবেছে,
তারা তোমার ধারাত' মায়ের ধারা নয়।

৩য় ফুকো।

মা রাবণরাজা অন্তিম কালে, রঘুনাথের রণস্থলে,
দুর্গা ব'লে ডেকেছিল বদনে ;
তবু তার পানে ফিরে চাইলিনে, তার দুঃখ ভাবলিনে,
তারে ধ্বংস ক'রে ভগবতী, নিদয় হ'লি ভক্তের প্রতি,
শেষকালে তার বংশে বাতি,
—দিতেও কারে রাখলিনে ॥

৩য় মেলতা।

আগে ছিল না তার কোন শঙ্কা,

বাজাত জয়কালীর ডঙ্কা,—অতি তেজ ডঙ্কা,

আবার ছল কোরে, তার সোণার লঙ্কা

দগ্ধ কোরে এসেছ।

নীলমণি পাটনীর দল।

—০০—

চিতেন।

মা হরারাধ্যা তারা তোমার নাম, মোক্ষধাম,

তন্ত্রে শুন্‌তে পাই।

তাইতে তারা, তোমায় তারা, তারা তারা তারা বোলে,

ডাক্‌ছি মা সদাই।

তুমি তারা, ত্বং ত্রিগুণধরা, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তারা,

তোমায় ধরা, যেত' বিষম দায়।

তারা গো মা, কেবল ভক্তির ফল সাধনার ফলে,

ডাকি দুর্গা দুর্গা বোলে;

ধোরেছিল ব্যাধের ছেলে,

কালকেতু তোমায়।

মেলতা।

এবার বেঁধেছি মন আঁটা আঁটি, কোরেছি মন খুব খাঁটী,

তারা গো মা, এবার ধোরেছি পাষাণের বেটী,

আর পালাতে পার্‌বিনে।

মহড়া।

তারা গো, আজ তারাধরা ফাঁদ পেতেছি মা,

হৃদয়কাননে ॥

আমায় বোলেছে সেই মহাকাল,

আছে গুরু-মহা-মন্ত্র-জাল,

সাধনপথে সেই জাল পেতে থাক্‌বো কিছু কাল ;—

এখন ভক্তি ডোর কোরেছি হাতে,

তারা যদি যাস্ সে পথে,

ধোর্‌বো মা তোর হাতেনতে বাঁধবো দুটী চরণে ॥

খাদ।

মন–কারাগারে, তোমায় রাখ্‌বো মা অতি যতনে।

দোলন।

তোমায় লোকে দেয় নানা পূজা, ষোড়ষোপচারে পূজা,

তেমন পূজা কোথা পাব বল্,

তারা গো মা কেবল গঙ্গাজল অঞ্জলি কোরে,

মানসে নৈবেদ্য কোরে, দিব মা তোর চরণ ধোরে,

নির্ম্মল গঙ্গাজল ;

মেলতা।

আমি কোথা পাব অন্য বলি, মহিষাদি অজাবলি,
দিব ছয় রিপুকে নরবলি, দুর্গা বোলি বদনে।

অন্তরা।

মা এবার পলাবার পথ তোমার নাই,
উপায় নাই, সন্ধান নাই।
তারা ধোর্‌বো বোলে তারা, মুদিয়ে পাপ চক্ষের তারা,
রেখেছি জ্ঞান চক্ষের তারা প্রহরী সদাই।

পর চিতেন।

মা কে জানে তোমার লীলে,
কি ছলে কোন্ ভাবেতে রও;
কোরে যতন বহু যতন,
ধন ধান্য নানা রতন, দিলেও তুষ্ট নও
তোমায় রাবণ সেই লঙ্কাপুরে, অতি যত্নে যত্ন কোরে,
পূজা কোরে সবংশেতে যায়।
তারা গো আবার শ্রীমন্তে প্রসন্ন হোয়ে,
বিনা পূজায় আপনি গিয়ে, মশানেতে অভয় দিয়ে,
রক্ষা কোর্‌লি তায়।

মেলতা।

এখন পরমার্থ পরম ধনে, আছিস্ মা তুই পরমধনে,

তারা গো, তোমায় যে ভজেছে, সেই পেয়েছে,

ব্যাস লিখেছেন পুরাণে॥

নীলুঠাকুরের দল।

চিতেন।

বাঞ্ছা-ফলদাত্রী, ভূধাত্রী, ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্রী আপনি।

পর চিতেন।

ব্রহ্মরূপিনী, ব্রহ্মার জননী, ব্রহ্মরন্ধ্রবাসিনী।

ফুকো।

হয় ব্রহ্মজ্ঞানী যারা সব,

তাদের নিরাকার তুমি ব্রহ্ম, মা তুমি ধর্ম্মাধর্ম্ম,

তারা কি মর্ম্ম জানে তার ;

মেলতা।

হয় যে মন্ত্রে যে জন দীক্ষে, সেই মন্ত্র তারি পক্ষে,

হে দুর্গে আমি এই ভিক্ষে চাই।

মহড়া।

যেন ভক্তি থাকে তোমার রাঙ্গা পায়,

আমার মুক্তি-পদেতে কাজ নাই॥

আমি শুনেছি শিব উক্তি, সেবিব শিবশক্তি,

কোরেছি মনে মনে যুক্তি তাই।

খাদ।

ভবের ভাব্য ধন, শিবের সেব্য চরণ,

যেন জন্ম জন্মান্তরে পাই॥

২য় ফুকো।

চন্দনাক্ত রক্ত জবা ল’য়ে,

কোরে শ্রীমন্ত্রে অভিষিক্ত, জাহ্নবীজলযুক্ত,

দিব আরক্ত পদদ্বয়ে।

২য় মেলতা।

বলে নির্ব্বাণে কি আর হবে,

বিজ্ঞান দেহি যে শিবে,

সজ্ঞানে এই ভবে আসি যাই।

অন্তরা।

ওমা অলসনাশনা, রসনার বাসনা,

ঘোষণায় ঘুষি তব নাম;

ওমা শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণে,

দুর্গা বোলে ডাকি অবিশ্রাম।

২য় চিতেন।

ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ উপেক্ষ, দুর্গানাম উপলক্ষ যার।

২য় পর চিতেন।

নিত্য যেই জন, সত্য আচরণ,
তীর্থ পর্য্যটন কি কার্য্য তার।

৩য় ফুকো।

গয়া গঙ্গা ব্রজ বারাণসী,
হয় ভ্রমণে ভ্রম তীর্থ, কাবেরী কুরুক্ষেত্র,
ঐ পদে যত তীর্থরাশি।

৩য় মেলতা।

স্মরণ করিয়ে তারা, মুদিয়ে নয়নতারা,
বদনে তাঁরা তারা গুণ গাই।
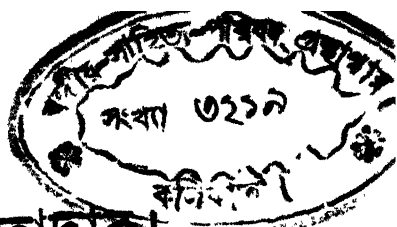
লুপ্তরত্নোদ্ধার।

রাসু ও নৃসিংহ।

সখীসংবাদ।

মহড়া।

ইহাই ভাবিহে গোবিন্দ সঘনে.
আঁখি হাসে পরাণো পোড়ে আগুনে।
কি দোষ বুঝিলে, রাধারে তেজিলে,
কুঁজীরে পূজিলে কি গুণে॥

চিতেন।

জগতো সংসারো, ভুলাইতে পারো,
তোমারো বঙ্কিম নয়নে।
ওহে কুঁজী অবহেলে, বসিয়ে বিরলে,
তোমারে ভুলালে কি গুণে॥

অন্তরা।

শ্যাম্, রূপে গুণে পূর্ণ, সকলি সুধন্য,

অতুল্য লাবণ্য রাধারো।

ইহাই ভেবে মরি, কুবুজাবিহারি,

কিসুখে হোয়েছ নাগরো॥

চিতেন।

শ্যাম্, রূপেরো বিচারো, যদি মনে করো,

মজেছ যাহার কারণে।

ওহে লক্ষ্য কুবুজারো, রূপেরো ভাণ্ডারো,

শ্রীমতী রাধারো চরণে॥

অন্তরা।

শ্যাম্, গুণেরো গরিমে, কি কহিব সীমে,

আগমে যাঁহারো প্রমাণো।

যার গুণো গেয়ে, মুরলী বাজায়ে,

নাম ধরো বংশীবদনো॥

চিতেন।

শ্যাম্, যার গুণাগুণো, করিতে সাধনো,

সনাতনো গেল কাননে।

ওহে এ বড় বেদনো, তেজিয়ে সে ধনো,

অধনে রেখেছ যতনে॥

অন্তরা।

শ্যাম্, আপনারো অঙ্গ, যেমনো ত্রিভঙ্গ,

কালিয় ভুজঙ্গ কুটিলে।

কুবুজারো অঙ্গ, রসেরো তরঙ্গ,

তাহাতে শ্রীঅঙ্গ ডুবালে॥

চিতেন।

শ্যাম্, এই ভূমণ্ডলে, আধো গঙ্গাজলে,

রাধাকৃষ্ণ বলে নিদানে।

এখন কুঁজীকৃষ্ণ বোলে, ডাকিবে সকলে,

ভুবনো তরাবে দুজনে॥

অন্তরা।

শ্যাম্, তেজিলে শ্রীমতী, তাহাতে কি ক্ষতি,

যুবতী সকলি সহিলো।

ভুজঙ্গমাণিকো, হোরেনিলো ভেকো,

মরমে এ দুখো রহিলো॥

চিতেন।

শ্যাম, প্রদীপেরো আলো, প্রকাশো পাইলো,

চন্দ্রমা লুকালো গগনে।

ওহে গোখুরের জলো, জগতো ব্যাপিলো,

সাগরো শুকালো তপনে॥

মহড়া।

প্রাণনাথো মোরো, সেজেছেন শঙ্করো,

দেখসিয়ে প্রিয়ে ললিতে।

অপরূপো দরশনো, আজু প্রভাতে।

বুঝি কারো কাছে, রজনী জেগেছে,

নয়ন লেগেছে ঢুলিতে॥

চিতেন।

পার্ব্বতীনাথেরো, অর্দ্ধ শশধরো,

সবিতা অর্দ্ধ কপালেতে।

আমার নাগরো, সেজেছেন সুন্দরো,

চন্দনো সিন্দুর ভালেতে॥

অন্তরা।

হায়! মথনেরো বিষো, ভখিয়ে মহেশো,

নীল কণ্ঠদেশে নিশানা।

নীলকণ্ঠ নাম, অতি অনুপম,

জগতে রোয়েছে ঘোষণা॥

চিতেন।

আমার নাগরো, গিয়েছিলেন্ কারো,

কলঙ্ক-সাগরো মথিতে।

ফুরায়ে মন্থনো, এসেছেন্ নিশোনো,

আঁখির অঞ্জনো গলাতে॥

অন্তরা।

হায়! সে যেমনো ভোলা, তাহাতে উজ্জ্বলা,

গলে অস্থিমালা ছড়াতে।

মুখে কৃষ্ণ নাম, শিঙ্গায় বলে রাম,

বিশ্রাম কুচনীপাড়াতে॥

চিতেন।

পোহায়ে রজনী, এই গুণমণি,

এয়েছেন্ মন ভুষিতে।

গুঞ্জছড়া গলে, মুখে সুধা ঢালে,

রাধা রাধা বলে বাঁশীতে ॥

অন্তরা।

হায়! ত্রিলোচনো হরো, জগতে প্রচারো,

এক চক্ষু যারো কপালে।

কৃষ্ণপ্রেমে ভোরা, পাগলের পারা,

ধুতুরা শ্রবণযুগলে।

চিতেন।

ইহারো সেইমতো, সপত্র সহিতো,

কদম্ব শ্রবণযুগেতে।

ত্রিলোচনচিহ্ন, দেখ দীপ্তমানো,

কপালে কঙ্কণো আঘাতে ॥

মুহড়া।

শ্রীমতীর মনো, মানেতে মগনো,

ওখানে এখনো যেও না।

মানা করি কলহ আর বাড়াও না।

বিষাদের বাতি, জ্বেলেছেন্ শ্রীমতী,

তাহাতে আহুতি দিও না।

চিতেন।

নিবেদন করি, ফিরে যাও হরি,

দুয়ারে দাঁড়ায়ে থেক না।

কত নারীর সঙ্গে, কোরেছ কি রঙ্গ,

শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গ ছুঁও না॥

অন্তরা।

শ্যাম্, নিতি নিতি তবো, দেখি হে যে ভাবো,

তথাচ সে সবো পাসরি।

এ বারে তোমারো, রাধা পাওয়া ভারো;

যে ভাবে বোসেছেন্ কিশোরী॥

চিতেন।

জিনি মেরুগিরি, মানভরে ভারি,

মরিবার ভয় করে না।

যদি গিরিধারী, হোতে চাহ হরি,

মনে করি রাধা পাবে না॥

অন্তরা।

শ্যাম্, কার ভাবে ভুলে, কহ কোথা ছিলে,

মোজে ছিলে কার প্রেমেতে।

প্রভাতে কেমনে, আইলে এস্থানে,

নিলাজো বদনো দেখাতে ॥

চিতেন।

সুখের নিশিতে, এখানে আসিতে,

তোমারো মনেতে ছিল না।

বিপক্ষ হাসাতে, এসেছো প্রভাতে,

করিতে কপটো ছলনা ॥

অন্তরা।

শ্যাম্, শরমে কি করে, বলিহে তোমারে,

শ্রীমতী রাধার কথাটি।

এবারে মাধবে, যে আনি মিলাবে,

সে খাবে রাধার মাথাটি ॥

চিতেন।

দিয়ে পদ ছুটি, মাড়াবে যে মাটি,

শ্রীমতী তো সেটি ছোঁবে না।

তুলিয়ে সে মাটি, দিবে ছড়া ঝাঁটি,

শ্রীরাধার এটি কট্ কেনা ॥

মহড়া।

সখি, এ সকল প্রেম প্রেম নয়।

ইহাতে মজিয়ে নাহি সুখেরো উদয়।

সুহৃদ্ভঞ্জনো, লোকগঞ্জনো,

কলঙ্কভাজনো হোতে হয় ॥

চিতেন।

এমনো পীরিতি করি, যাতে তরি, দুদিকো।

ঐহিকো আর পার্থিকো।

শ্রীনন্দনন্দনো, দুখভঞ্জনো,

সদা রাখি মনো তাঁরি পায় ॥

অন্তরা।

অমিয় তেজে, গরলে মোজে, উপজে কি সুখো।

কলঙ্ক ঘোষণা জগতে, মরণো হোতে অধিকো ॥

চিতেন।

হৃদয়মন্দিরমাঝে, রসরাজে বসায়ে,
দেখিব আঁখি মুদিয়ে।
বিকায়ে সে পদে, বাঁধিব হৃদে,
কলঙ্ক বিচ্ছেদে নাহি ভয়॥

অন্তরা।

মনেরে কোরে চাতকপাখী, রাখিব বিশেষে।
জলং দেহি জলং দেহি ডাকিব প্রেমেরপ্রয়াসে॥

চিতেন।

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশো, পদ, সে নীরদ হইতে,
জাহ্নবী হোলেন্ যাহাতে।
সেই কৃপা জলে, মনো ডুবালে,
কালেদে করিব পরাজয়॥

অন্তরা।

কমলজ জনো, সেবিত ধনো, অরুণো চরণো।
মনেরো তিমিরো বিনাশে, পাইলে কিরণো॥

চিতেন।

হৃদে আছে শতদলো, সে কমল ফুটিবে,
প্রেমপীযূষো ঘটিবে।
মনো মধুব্রত, হোয়ে যেন রত,
সেই নামামৃত সুধা খায়॥

অন্তরা।

অমিয় আর গরলো, দুই রাখিয়ে সাক্ষাতে,
নয়ন দিয়েছেন বিধাতা, দেখিয়ে ভখিতে।
তেজিয়ে এ সুধা রসো, কেন বিষো ভখিবো,
কলুষো কূপে ডুবিবো।
থাকিতে নয়নো, অন্ধ যেই জনো,
[illegible] প্রেমধন সে হারায়॥
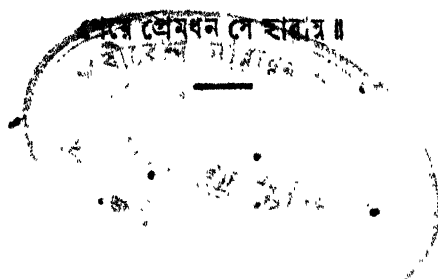
বিরহ।

—:•:—

মহড়া।

কহ সখি কিছু প্রেমেরি কথা।
ঘুচাও আমারো মনের ব্যথা।
করিলে শ্রবণো, হয় দিব্য জ্ঞানো,
হেন প্রেমধনো, উপজে কোথা।
আমি এসেছি বিবাগে, মনের বিরাগে,
প্রীতিপ্রয়াগে, মুড়াব মাথা॥

চিতেন।

আমি রসিকেরো স্থানো, পেয়েছি সন্ধানো,
তুমি নাকি জানো, প্রেমবারতা।
কাপট্য তেজিয়ে, কহ বিবরিয়ে,
ইহারো লাগিয়ে, এসেছি হেথা॥

অন্তরা।

হায়! কোন্ প্রেম লাগি, প্রহ্লাদো বৈরাগী,
মহাদেবো যোগী, কেমন প্রেমে।

কি প্রেম কারণে, ভগীরথ জনে,
ভাগীরথী আনে, ভারতভূমে ॥

চিতেন।

কোন্ প্রেমে হরি, বোধে ব্রজনারী,
গেল মধুপুরী, কোরে অনাথা।
কোন্ প্রেমফলে, কালিন্দীর কূলে,
কৃষ্ণপদ পেলে, মাধবীলতা ॥

মহড়া।

রসিক হইয়ে এমনো কে করে।
কাণ্ডারী হইয়ে, তরঙ্গে ডুবারে.
রঙ্গ দেখ গিয়ে, দাঁড়ায়ে দূরে ॥

চিতেন।

প্রাণ, তুমি হে লম্পট, নিতান্ত কপট,
প্রকাশিলে শঠ খল আচারে।
নহে কেবা কোথা, এত নিষ্ঠুরতা,
কোরেছে সর্ব্বথা নিজ জনারে ॥

অন্তরা।

প্রাণ, আরো একো শুনো, বচনে তোমারো,

দাঁড়ালেম্ কুলের বাহিরে।

প্রাণ, তুমি জেনে শুনে, বিরহতুফানে,

ভাসালে এজনে, ছলনা কোরে॥

চিতেন।

তোমার চরিত, পথিক যেমত,

হোয়ে শ্রান্তিযুত, বিশ্রাম করে।

শ্রান্তি দূর হোলে, যায় সেই চোলে,

পুন নাহি চায় ফিরে॥

হরুঠাকুর।

সখীসংবাদ।

মহড়া।

ও সখিরে,

কই বিপিনবিহারী বিনোদ আমার এলো না।

মনেতে করিতে সে বিধুবয়ান,

সখি, এ যে পাপ প্রাণ, ধৈরজ না মানে,

প্রবোধি কেমনে তা বল না॥

চিতেন।

সই, হেরি ধারাপথ থাকয়ে যেমত,

তৃষিত চাতক জনম।

আমি সেই মত হোয়ে, আছি পথ চেয়ে,

মানসে করি সেরূপ ভাবনা॥

অন্তরা।

হায়, কি হবে স্বজনি, যায় যে রজনী,

কেন চক্রপাণি এখনো।

না এলো এ কুঞ্জে, কোথা সুখ ভুঞ্জে,

রহিল না জানি কারণো॥

চিতেন।

বিগলিত পত্রে, চমকিত চিত্তে,

হোতেছে স্থির মানে না।

যেন এলো এলো হরি, হেন জ্ঞান করি,

না এলো মুরারি, পাই যাতনা॥

অন্তরা।

সই, রবিকিরণের প্রায় হিমকর,

এ তনু আমারো দহিছে।

শিখি-পিক-রব, অঙ্গে মোর সব,

বজ্রাঘাত সম বাজিছে॥

চিতেন।

সই, করিয়ে সঙ্কেত, হরি কেন এত,

করিলেকো প্রবঞ্চনা

আমি বরঞ্চ গরল, ভকি সেও ভাল,
কি ফল বিফলে কালযাপনা॥

অন্তরা।

সই, দেখ নিজ করে, প্রাণপণ কোরে,
গাঁথিলাম্ এ কুসুমহার।
একি নিরানন্দ, বিনে সে গোবিন্দ,
হেন মালা গলে দিব কার॥

চিতেন।

সই, খেদে ফাটে হিয়ে, কারো মুখ চেয়ে,
রহিব অবলা জনা।
আমি শ্যাম অন্বেষণে, পাঠালাম্ মনে,
তার সঙ্গে কেন প্রাণ গেল না॥

মহড়া।

কদম্বতলে কে গো বংশী বাজায়।
এতদিনো আসি যমুনাজলে,
আমি এমন মোহন-মূরতি কখন,
দেখিনি এসে হেথায়॥

চিতেন।

অঙ্গ অগৌরচন্দনচর্চ্চিত,
বনমালা গলায়।
গুঞ্জ বকুলের মালে, বাঁধিয়াছে চূড়া,
ভ্রমরা গুঞ্জরে তায়॥

অন্তরা।

সই, সজল নবজলদ বরণ,
ধরি নটবর বেশ।
চরণ উপরে থুয়েছে চরণ,
এই কি রসিক শেষ॥

চিতেন।

চন্দ্র চমকে চলিতে চরণ, নখরের ছটায়।
আমার হেন লয় মন, জীবন যৌবন,
সঁপিব ও রাঙ্গাপায়॥

অন্তরা।

হায়, অনুপমরূপমাধুরী সখি,
হেরিলাম কি ক্ষণে।

প্রাণ নিলে হোরে, ঈষতো হেসে,

বঙ্কিম নয়নে।

চিতেন।

মন্দ মধুর মুচকি হাসি চপলা চমকায়।

কুলবতীর কুলো, শীলো গেল্যো গেলো,

মন্ মজিলো হেরে উহায়॥

অন্তরা।

সই, অলকা আবৃত বদন, তাহে মৃগমদ তিলক।

মনোহর সাজ, নাসাগ্রেতে গজ-

মুকুতার ঝলক॥

চিতেন।

বিম্ব অধরে অর্পে বেণু, সে রবে ধেনু চরায়।

কিবে সুন্দর সুঠাম, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম,

রূপে ভুবন ভুলায়॥

অন্তরা।

সই, বেষ্টিত ব্রজবালক সবে,

কি শোভা আমরি হায়।

গগনেতে তারাগণমাঝে,
চাঁদ যেন শোভা পায় ॥

চিতেন।

সই, কেন বা আপনা খেয়ে,
আইলাম যমুনায়।
হেরে পালটিতে আঁখি, নাহি পারি সখি,
রঘু কহে একি দায় ॥

—:•:—

মহড়া।

কি কাজ আর ব্রজভুবনে,
হায়! সে নীলরতন, দরশন বিহনে।
রোয়ে রোয়ে চিত, হয় চমকিত,
কেঁদে কেঁদে প্রাণ উঠে সঘনে ॥

চিতেন।

হায়! যদবধি হরি, গ্যাছে মধুপুরী,
অনাথিনী করি গোপীগণে।
সেই হোতে হায়, আছি মৃতপ্রায়,
পরাণ গিয়াছে তাহারি সনে ॥

অন্তরা।

হায়! কোথা গেলে পাব, সে প্রাণ মাধব,
কিরূপে মিলিব তার চরণে।
গৃহ পরিবার, সকলি অসার,
সেই মনোহর, নাগর বিনে॥

চিতেন।

হায়! রজনী কি দিন, হোয়ে জ্বালাতন,
এই আরাধন, করি গো মনে।
হোয়ে বিহঙ্গম, যাই সেই ধাম,
দেখি গিয়ে শ্যাম বংশীবদনে॥

অন্তরা।

হায়! যে শ্যামসোহাগে, যার অনুরাগে,
আমি সোহাগিনী সকল স্থানে।
যে শ্যামের গুণ, দেব ত্রিলোচন,
সদা করেন গান, পঞ্চ বদনে॥

চিতেন।

হেন প্রাণেশ্বর, ছেড়ে গ্যাছে মোর,
কি কাজ এ ছার দেহ ধারণে

চল সবে মিলি, হোয়ে গলাগলি,
ঝাঁপ দিব যমুনাজীবনে ॥

অন্তরা।

হায়! এই যে সুখের, গোকুলনগর,
হোয়েছে আঁধার, শ্যাম কারণে।
কদম্বের তল, বিহারের স্থল,
হেরে আঁখিজল, বহে সঘনে ॥

চিতেন।

হায়! ঘটায়ে প্রমাদ, গিয়েছে বিনোদ,
এ খেদ সম্বরি রহি কেমনে।
হে যদুনন্দন, বিপদভঞ্জন,
দিয়ে দরশন, বাঁচাও প্রাণে ॥

মহড়া।

যদি শ্যাম না এলো বিপিনে,
তবে কি হবে স্বজনি।
লম্পটস্বভাব তায় জানি।

ওগো বৃন্দে এই সন্দ হয়,

সে গোবিন্দ যে আমারো বাধ্য নয়।

বুঝি কারো সহবাসে পোহায় রজনী ॥

চিতেন।

ছিলো যে সঙ্কেত হরি আসিবে নিশ্চয়।

বিলম্ব দেখে তায় হতেছে সংশয়।

বহু শ্রমে কুসুমেরি হার।

গাঁথিলাম সাধ গলে দিব কার।

যদ্যপি বিস্মৃত হোয়ে থাকে গুণমণি ॥

অন্তরা।

কৃষ্ণপ্রাণা আমি, আমার অনন্য গতি।

বোলে কি জানাব তোমায়, তুমি কি জাননা দূতি ॥

চিতেন।

ক্রমেতে হোতেছে যত নিশি অবশেষ।

শ্যাম বিনে ততই বাড়িতেছে ক্লেশ।

আসারো আশয়ে এতক্ষণ।

রয়েছি করিয়ে পথ নিরীক্ষণ।

মাধব না এলে যদি, এসে দিনমণি ॥

মহড়া।

শ্যাম, তিলেক দাঁড়াও, হেরি চিকণ

কাল বরণ।

শ্যাম, তিলেক দাঁড়াও।

এ অধীনীর মনের মানস পূরাও।

সাধ মম বহু দিনের, আজ্ পেয়েছি অঙ্গনে,

চন্দ্রাননে হাসি হাসি, বাঁশীটি বাজাও॥

চিতেন।

নির্জ্জনে এমন না পাব দরশন।

যায় নিশি যাক্, জানুক গুরুজন।

তাহাতে নহি খেদিত, শুন ওহে ব্রজনাথ,

ও বংশীরো গুণ কত, বিশেষে শুনাও॥

অন্তরা।

শ্যাম, শুন শুন, যাও কেন, রাখহে বচন।

তোমার বাঁশীর গান আমি করিব শ্রবণ॥

চিতেন।

কোন্ রন্ধ্রে পুরে ধ্বনি, কুলবতীর মন,

কুলসহিতে হে করিলে হরণ।

কোন্ রন্ধে্ পুরে ধ্বনি, রাধায় কর উদাসিনী
সাক্ষাতে বাজাও শুনি, আমার মাথা খাও

মহড়া।

আগে যদি প্রাণসখি জানিতেম্।
শ্যামের পীরিত, গরলমিশ্রিত,
কার মুখে যদি শুনিতেম্।
কুলবতী বালা, হইয়া সরলা,
তবে কি ও বিষ ভকিতেম্॥

চিতেন।

যখন মদনমোহন আসি, রাধা রাধা বোলে বাজাতো বাঁশী,
যদি মন তায় না দিতেম্।
সই, আমিও চাতুরী, করিয়া সে হরি,
আপন বশেতে রাখিতেম্॥

অন্তরা।

হইয়ে মানিনী, যতেক গোপিনী,
বিরহজ্বালাতে জ্বলিতেম।

সই ষড় জাল সম, সে বঙ্ক নয়ন,
জানিলে কি তায়, এ কোমল প্রাণ,
সমর্পণ করিতেম্ ॥

চিতেন।

আগে গুরুজন, বুঝালে যখন,
তা যদি গ্রহণ করিতেম্।
রিপুগণ বশে, রহিত অনায়াসে,
মনের হরিষে থাকিতেম্ ॥

মহড়া।

হরি ব্রজনারী চেনি না এখন।
রাধার প্রাণধন।
প্রভাসতীর্থে দরশন।
পাইয়ে কৃষ্ণেরে, অভিমানভরে,
কহে করে ধোরে গোপীগণ ॥

চিতেন।

নাহি পীত ধটি মুরলী,
গোচারণের সে ভূষণ।

এবে যদুপতি, হোয়েছ ভূপতি,

দ্বারকাপতি সোণার ভবন ॥

অন্তরা।

যদুনাথ, আর কেন দুখিনীগণে, স্মরণ হবে।

গিয়েছে সে সব, ব্রজের সে ভাব,

মজেছ গৃহভাবে ॥

চিতেন।

রুক্মিণী আদি রাজসুতা, বশতা, সবে সেবে ও চরণ।

রাধা কুরূপিণী, গোপের রমণী,

বনবাসিনী কি লাগে মন ॥

অন্তরা।

ওহে শুনেছি, দ্বারকাতে তব,

সে সুখবিলাস।

মহিষীগণের, বিবিধপ্রকার,

পূরাতেছ অভিলাষ ॥

চিতেন।

সত্যভামার মান রাখিলে,

রোপিলে পারিজাতের কানন।

তাহে আছ বাঁধা, সাধো প্রিয়সাধা,

ভুলেছ রাধার প্রেমধন ॥

অন্তরা।

তোমারে, অকিঞ্চনজননাথ কৃষ্ণ,

জগজনে কয়।

এই হেতু নাথ, অকিঞ্চন যত,

ওপদে আশ্রয় লয় ॥

চিতেন।

সে নামে কলঙ্ক রাখিলে, তেজিলে,

যখন শ্রীবৃন্দাবন।

আর ও চরণ, না লবে শরণ,

দুখে গেলে প্রাণ, দুখিজন ॥

অন্তরা।

শুনহে বহুকালান্তরে, প্রাণবঁধু,

পেয়েছি দেখা।

জীবনে মরণে, হরি তোমা বিনে,

আর নাহিক সখা।

চিতেন।

সুখ দুখ কৃষ্ণ তব হাত, রঘুনাথ,

করি হে নিবেদন।

চল হে নিলাজ, গোপিকাসমাজ,

ব্রজরাজ নন্দের নন্দন॥

মহড়া।

ইহাই কি তোমারি, মনে ছিল হরি,

ব্রজকুলনারী বধিলে।

বলনা কি বাদ সাধিলে।

নবীন পীরিত, না হইতে নাথ,

অঙ্কুরে আঘাত করিলে॥

চিতেন।

একি অকস্মাত, ব্রজে বজ্রাঘাত,

কে আনিল রথ গোকুলে।

অক্রূরসহিতে, তুমি কেন রথে,

বুঝি মথুরাতে চলিলে॥

অন্তরা।

শ্যাম্. ভেবে দেখ মনে, তোমারি কারণে,

ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী।

নাহি অন্য ভাব, শুন হে মাধব,

তোমারি প্রেমের প্রয়াসী ॥

চিতেন।

শ্যাম্, নিশিভাগ নিশি, যথা বাজে বাঁশী,

তথা আসি গোপী সকলে।

কিসে হলেম্ দোষী, তা তোমায় জিজ্ঞাসি

কি দোষে এ দাসী তেজিলে ॥

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

মহড়া।

যদি চলিলে মুরারি, তেজে ব্রজপুরী,

ব্রজনারী কোথা রেখে যাও।

জীবন উপায় বলে দাও

হে মধুসূদন, করি নিবেদন,

বদন তুলিয়ে কথা কও ॥

চিতেন।

শ্যাম্, যাও মধুপুরী, নিষেধ না করি,
থাক হরি যথা সুখ পাও।
একবার সহাস্যবদনে, বঙ্কিমনয়নে,
ব্রজগোপীর পানে ফিরে চাও ॥

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

মহড়া।

পুন হরি কি আসিবে বৃন্দাবনে গো,
সখি, কও শুভ সমাচার।
জীবন জুড়াও রাধার।
মথুরানগরে, মাধবের দেখে
এলে কিরূপ ব্যবহার।

চিতেন।

না হেরে নবীন, জলধররূপ,
আকুল চাতকী জ্ঞান।
দিবা নিশি আমার সেই শ্যাম ধ্যান।

জীবন যৌবন, ধন প্রাণ,

হরি বিনে সকলি আঁধার ॥

অন্তরা।

হায়, ভূপতি নাকি হয়েছে হরি,

মধুপুরসুখবিলাসী।

স্বরূপ কহনা, সেখানে রাজার,

কে রাজমহিষী।

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

মহড়া।

ঐ আসিছে কিশোরি. তোমার কৃষ্ণ কুঞ্জেতে।

সুখে বঞ্চিল না জানি কোথা, কারো সহিতে।

বঁধু ঘুমে ভূমে ঢোলে পড়ে নারে চলিতে।

শুখায়েছে বিম্বাধরো, শ্যামচাঁদেরো, বঁধুর

এলায়েছে পীতবাস, নারে তুলে পরিতে ॥

চিতেন।

যাহার লাগিয়ে নিশি করিলে প্রভাত

ওই সই, সেই প্রাণনাথ।

প্রভাতে অরুণ সহ উদয় আসি,
বঁধুর হোয়েছে অরুণ আঁখি,
নিশি জাগরণেতে ॥
(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

মহড়া।

আমারে সখি ধর ধর।
ব্যথার ব্যথিত কে আছে আমার।
পথশ্রান্তে নহি গো কাতর।
হৃদে নবঘন-দলিতাঞ্জনবরণ,
উদয়ে অবশ শরীর ॥

চিতেন।

অঙ্গ থর থর, কাঁপিছে আমার,
আর না চলে চরণ।
সেই শ্যামপ্রেমভরে, পুলক অন্তরে,
সম্বরা যে ভার অম্বর ॥

অন্তরা।

হায়, সে যে কটাক্ষের, অপাঙ্গভঙ্গিম,

বয়ান করে তা কি কব।

লেগেছে যাহারে, প্রবেশি অন্তরে,

সেই সে বুঝেছে ভাব॥

চিতেন।

কুল শীল ভয়, লজ্জা তার যায়,

না রাখে জীবন আশ।

তার জলে বা, স্থলে বা, অন্তরীক্ষে কিবা

সন্দেহ নাহি মরিবার॥

মহড়া।

ওহে উদ্ধব, আমার এই রাজধানী মনে ধরে না,

মনে সে প্রেম পাসরে না।

যখন ভাবি ব্রজপুরী, ধ্যাইয়ে কিশোরী,

উপজয়ে কত ভাবনা॥

চিতেন।

আমার মনে যে কি ভায, উদয় উদ্ধব,

তাত তুমি বুঝ না।

আমার এ মনোমন্দির, সদা শূন্যাকার,

বিহনে সেই ব্রজাঙ্গনা॥

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

মহড়া।

সখিরে রসের অলসে।

গত দিবসের রজনীশেষে।

অচেতন হোয়ে সুখ আবেশে।

শ্যামের অঙ্গে পদ থুয়ে, শ্যামেরে হারায়ে,

কেঁদে ছিলাম কত হুতাশে॥

চিতেন।

যে বিচ্ছেদডরে, পরাণ শিহরে,

তাই ঘটেছিলো, সই।

অমনি কম্পান্বিত হৃদি, হেরে শ্যামনিধি,

হোরে নিল বিধি কি দোষে॥

অন্তরা ।

রাই অত্যন্ত কাতরা, নয়নেতে ধারা,
বহিছে কহিছে ওহে শ্যাম্ ।
তব দরশন, আকাঙ্ক্ষী যে জন,
তার প্রতি কেন হলে বাম্ ॥

চিতেন ।

কোন সখী কহে, হেথা থাকা নহে,
এ বন অতি দুর্গম ।
আনি সুশীতল বারি, কোন সহচরী,
বদনে দিতেছে হুতাশে ॥

মহড়া ।

মানিনী, শ্যামচাঁদে, কি অপরাধে,
হোয়েছ রাধে ।
ঠেকিলাম আজু একি প্রমাদে ।
ম্লান শশিমুখ কেন গো রাই,
হেরি গো আজু এত আহ্লাদে ॥

চিতেন।

এই দেখে এলেম্ শ্রীকৃষ্ণ সহিতে হাস্য কৌতুকে।
ছিলে গো রাই দোঁহে অতি পুলকে।
ইতিমধ্যে বিচ্ছেদ অনল্, উঠিল কি বাদানুবাদে॥
(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

মহড়া।

বোঝা গেল না।
হরি কেমন তোমার করুণা।
মরি হে কি বিবেচনা।
দিয়ে রাধার প্রেমে ডুরি, এলে মধুপুরী,
পূরাতে কুবুজার মনোবাসনা॥

চিতেন।

সংকলি বিস্মৃত্ত, কি ব্রজনাথ,
হোলে এককালে।
ভেবে দেখ হে গোকুলে, হোলো কি কি লীলে,
তাকি তোমার মনে পড়ে না॥

অন্তরা।

শ্যাম্, নন্দ উপানন্দ, সুনন্দ আরো,
রাণী যে যশোমতী।
হা কৃষ্ণ যো কৃষ্ণ, কোথা প্রাণকৃষ্ণ,
বোলে লুটায় ক্ষিতি॥

চিতেন।

আরো শুন হরি, নিবেদন করি,
ব্রজের সমাচার।
ব্রজগোপিকা সকলের, নয়নের জলে,
কেবল প্রবল হেরি যমুনা॥

মহড়া।

এমন সুখদ সময়ে কোথা হে,
তেজিয়ে এ সুখবৃন্দাবন।
দুখিনী রাধায় মদন করে দগ্ধ হে মদনমোহন।
এ সময়ে সখা, দেও হে দেখা,
নিরখি তোমার চন্দ্রানন॥

চিতেন।

একেত সহজে এ ব্রজধাম সদা সুখের আস্পদ।
তাহে কাল্ গুণেতে পূর্ণ সুখ সম্পদ।
রসিক নাগর, তোমা বিনে আর,
কে করে এ রসের উদ্দীপন॥

অন্তরা।

প্রতি কুঞ্জে কুঞ্জে কিবে সুশোভন,
মুঞ্জরিল তরুগণ।
পুনর্ব্বার যেন, এ ব্রজধাম, ধরিল নব যৌবন॥

চিতেন।

মুকুলে মুকুলে কোকিলজাল, করে কুহু কুহু রব।
কুসুমে কুসুমে, গুঞ্জরে অলি সব।
আমরি আমরি, এই শোভা হেরি,
হইলে কি সবো বিস্মরণ॥

মহড়া।

আজ্ বাঁধ্‌বো তোমায় বনমালি।
করিয়ে সখীমণ্ডলী।

নাগরালি তোমার যত, কোর্ব হত,
দিয়ে অঙ্গেতে ধূলি।
গোরসের অবশেষ, দিব মস্তকে ঢালি ॥
(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

মহড়া।

আছে চন্দ্রাবলীর ঘরে।
দেখে এলেম্ তোমার শ্যামচাঁদেরে।
শুয়ে কুসুমশয্যাপরে।
নিশির শেষের অলসে অচেতন।
কারো অঙ্গে নাহি বসন ভূষণ।
ভুজে ভুজে বাঁধা, যুক্ত অধরে অধরে ॥

চিতেন।

তুমি রাধে, অতি সাধে করেছ প্রণয়।
সে লম্পট কভু নয় সরলহৃদয়।
তোমারে সঙ্কেত জানায়ে,
শ্যাম্ বিহরিছে অন্যরে লোয়ে।
দেখিবে তো এস রাধে, দেখাই তোমারে ॥
(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

মহড়া।

এ সময় সখা দেখা দাও হে।
তব অদর্শনে, ব্রজনাথ, আমার আঁখি মন
সদাই দয় হে।
হরি তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ যায়, হায় হায় হায় হে॥

চিতেন।

গ্রীষ্ম বরষা হিম শিশিরে, যত দুখ দেয় হে।
সব সম্বরণ করেছি কৃষ্ণ,
বসন্তযাতনা প্রাণে না সয় হে॥

অন্তরা।

প্রায় ব্যাধজাল হোয়ে, ঘিরেছে আমায়,
কোকিলের স্বরজাল।
তাহে পোড়ে আমি, হরিণী সমান,
ডাকি হে তোমারে নন্দলাল॥

চিতেন।

জীবন যৌবন, ধন প্রাণ হরি,
সঁপেছি সব তোমারে হে।

বিপত্তে মধুসূদন, আমা প্রতি কেন,

নিদয় জনার্দ্দন হে ॥

মহড়া ।

এসেছ শ্যাম্ কোথা নিশি জাগিয়ে,

শূন্যদেহ লইয়ে ।

এলে কারে প্রাণ সঁপিয়ে ।

এখন্ কি হইল মনে, শ্রীমতী বলিয়ে ।

কি ভাবিয়ে রাধানাথ, এখন্ হোলে উপনীত,

কোথা করিলে প্রভাত, শ্রীরাধারে তেজিয়ে ॥

চিতেন ।

কোন্ প্রাণে তোমারে দিলে হে বিদায় ।

তুমি বা কেমনে ভেজে আইলে হেথায় ।

বিদঁরে আমার বুক তব মুখ হেরিয়ে ॥

বিরহ।

—:•:—

মহড়া।

তোমার আশাতে এ চারিজন্।
মোর মন প্রাণ শ্রবণ নয়ন্।
আছে অভিভূত হোয়ে সর্ব্বক্ষণ
দরশ পরশ, শুনিতে সুভাষ,
করিতেছে আরাধন্॥

চিতেন।

অন্য রূপ আঁখি না হেরে আর।
শ্রবণ প্রাণ তুমি জুড়াবার।
শয়নে স্বপনে, মন ভাবে মনে,
কবে হইবে মিলন্॥

অন্তরা।

প্রাণ, ইহার কি বল উপায়।
অমি যে ঠেকিলাম বিষম দায়॥

চিতেন।

অস্থির হোলো এ চারি জনে।
প্রবোধি প্রবোধ নাহি মানে।
ইহার বিহিত, যে হয় ত্বরিত,
কর প্রিয়সি এখন্॥

অন্তরা।

প্রাণ, জীবন যৌবন ধন।
এতো চিরপদ নহে জান॥

চিতেন।

এ তুমি শুনেছ জানতো প্রাণ
অনুগতের রাখ সম্মান।
ও মৃগলোচনি, ও বিধুবদনি,
কর সুধাবিতরণ॥

অন্তরা।

প্রাণ, এরূপ আশ্বাস কথায়।
বল কি ফল আছে তায়॥

চিতেন।

প্রতি দিন আসি বিমুখে যাই।
নিবৃত্তি না হয় এ আশা বাই।

তুরিতে সান্ত্বনা, কর সুলোচনা,

আর না সহে যাতনা ॥

মহড়া।

ওহে বার বার আর কেন জানাও আমায়।

বুঝিয়াছি তোমার যে মনের আশয়।

তুমিতো আমারি আছ গিয়েছ কোথায় ॥

চিতেন।

সুখে থাক, মন রাখ, এখন্ এই চাই।

তবু গুণ গাই, কোথাও না যাই।

তুমি যত ভাল বাস ভাবে বুঝা যায় ॥

অন্তরা।

ওহে তোমার ও গুণ প্রাণ,

থাকুক তোমায়।

ও বাতাস যেন হে না লাগে কার গায় ॥

চিতেন।

তব সম, প্রিয়তম, কোথা পাব আর।

হেন অসামান্য গুণ আছে কার।
বিবিধ রূপেতে আমি জেনেছি তোমায় ॥

অন্তরা।

যদি নারী হোয়ে করে কেউ প্রেম অভিলাষ।
তোমার মতন্ রসিকি পেলে, পুরে তার আশ ॥

চিতেন।

যেরূপ সুখে সে ভাসে, বিধি বিধানে।
কব কেমনে, শুধু, সেই জানে।
এক মুখে তব গুণ, কোয়ে না ফুরায় ॥

অন্তরা।

ওহে যত দিন, দেহে প্রাণ,
থাকিবে আমার।
ঘুষিব ঘোষণা নিয়ত তোমার ॥

চিতেন।

তুমি যেমন, সুজন, রসিকের শেষ।
জানি সবিশেষ, নাহি দোষলেশ।
তোমার রীত, চরিত, জাগিছে হিয়ায় ॥

অন্তরা।

তুমি ঘৃণাগ্রেতে জাননাক শঠতা কেমন্।
আহা মরি মরি তব, কি সরল মন্॥

চিতেন।

রঘুনাথ বলে কেন, ও বিধুমুখি।
কি দোষ দেখি, হোয়েছ দুখী।
কেন হেন বাক্যবাণ, হানিছ উহায়॥

মহড়া।

ধিক্ ধিক্ ধিক্ তার জীবন যৌবন।
এমন প্রেমের সাধ করে যেই জন।
সে চাহে না আমি তার যোগাই মন॥

চিতেন।

যেখানেতে না রহিল, মানিজনার মান।
সে কেমন্ অজ্ঞান্, তারে শঁপে প্রাণ।
সেধে কেঁদে হয় গিয়ে কলঙ্কভাজন॥

অন্তরা।

একি প্রণয়েরি রীতি সই, শুনেছ এমন।
কেহ সুখে থাকে, কেহ দুখে জ্বালাতন ॥

চিতেন।

শয়নে স্বপনে মনে, যে যারে ধ্যায়ায়।
সে জন তাহায় ফিরে নাহি চায়।
তথাপি না পারে তারে হোতে বিস্মরণ ॥

অন্তরা।

সখি, পীরিতি পরম ধন, জগতেরি সার।
সুজনে কুজনে হোলে, হয় ছারে খার ॥

চিতেন।

সামান্য খেদের কথা একি প্রাণ সই।
কারেই বা কই, প্রাণে মোরে রই।
ঘরে পরে আরো তাহে করয়ে লাঞ্ছন ॥

অন্তরা।

যারে ভাবিব আপন সই, তার এ বোধ নাই।
এমন প্রেমের মুখে, তাগো মুখে ছাই ॥

চিতেন।

হেন অরণ্যরোদনে, ফল আছে কি।
এ হোতে সুখী একা যে থাকি।
যোরে বেঁধে করা কিনা প্রেম উপার্জ্জন॥

অন্তরা।

যার স্বভাব লম্পট সই, তার কি এ বোধ।
আছে কি করিবে তব প্রেম অনুরোধ॥

চিতেন।

অতি দৃঢ় উভয়েতে হওয়া একমন।
এরূপ মিলন, না দেখি কখন।
রঘু বলে কোথা মিলে দুজনে সুজন॥

মহড়া।

রহিল না প্রেম গোপনে।
হোলো প্রকাশিতে ভাল দায়।
কুলকলঙ্কী লোকে কয়।
আগে না বুঝিয়ে, পীরিতে মজিয়ে,
অবশেষে দেখো প্রাণ যায়॥

চিতেন।

আমি ভাবিলাম আগে, যে ভয় অন্তরে,
ঘটিল আমার সেই ভয়।
গৃহের বাহির, না পারি হইতে,
নগরের লোকগঞ্জনায়॥

অন্তরা।

হায়! কত জনে কত, বোলেছে নাথ,
মোরে থাকি মরমে।
বদন তুলিয়ে কথা নাহি কই সরমে॥

চিতেন।

হায়! কি পুরুষ নারী, করে ঠারাঠারি,
যখন তারা দেখে আমায়।
ভাবি কোথা যাব, লাজে মোরে যাই,
বিদরে ধরণী যাই তায়॥

অন্তরা।

হায়! হৃদয়মাঝারে লুকায়ে,
সদা রাখি প্রেমরতনে।

কি জানি কেমনে সখা,
তথাপি লোকে জানে ॥

চিতেন।

হায়! পীরিতের কিবা সৌরভ আছে,
সে সৌরভ মম অঙ্গে বয়।
কলঙ্কপবনে লইয়ে সে বাস,
ব্যাপিল ভুবনময় ॥

মহড়া।

এত দুঃখ অপমান, সাধের পীরিতে প্রাণ।
নিতি নিতি প্রাণ, নূতন আগুন
উঠে, না হয় নির্ব্বাণ ॥

চিতেন।

অতি সমাদরে, জুড়াবার তরে,
কোরেছিলেম্ পীরিতি।
আমার সে সকল গেল, শেষে এই হোল,
সদা ঝোরে দুনয়ান ॥

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

মহড়া ।

যার স্বভাব যা থাকে প্রাণনাথ,
তাকি ঘুচাতে কেহ পারে ।
নিদর্শন তোমারে ।
শুনেছ কখন, অঙ্গারে মলিন,
ঘুচে কি দুধে ধুলে পরে ॥

চিতেন ।

নিম্বতরু যদি রোপণ হয়, শতভার শর্করে ।
সে মিষ্টরস না হয় কখন, নিজগুণ
প্রকাশ করে ॥

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

মহড়া ।

পীরিতি নাহি গোপনে থাকে ।
শুনলো স্বজনি, বলি তোমাকে ।
শুনেছ কখন, জলন্ত আগুন,
বসনে বন্ধন রাখে ॥

চিতেন।

প্রতিপদের চাঁদ, হরিষে বিষাদ,
নয়নে না দেখে, উদয়লেখে।
দ্বিতীয়ের চাঁদ, কিঞ্চিত প্রকাশ,
তৃতীয়ের চাঁদ জগতে দেখে॥

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

মহড়া।

এই ভয় সদা মনেতে।
বিচ্ছেদ বা ঘটে পীরিতে।
হোতেছে এখন, নূতন যতন,
কি হোলে কি হবে শেষেতে॥

চিতেন।

প্রাণ, নব অনুরাগে, পীরিতিসোহাগে,
আছি আলাপনেতে।
বিনা আবাহনে ও বিধুমুখ,
পাই সদা দেখিতে।

হেন ভাব যদি, থাকে নিরবধি,
তবে যাবে প্রাণ সুখেতে ॥

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

মহড়া।

বুঝেছি মনেতে, রমণীর প্রেম কেবল ধন।
মিছে মিছি সে মিলন।
তাদের ধন লোয়ে কথা, পীরিতি বা কোথা,
কাকস্য পরিবেদন ॥

চিতেন।

যদি হৃদয় চিরে প্রাণ নারীরে কর সমর্পণ।
তবু কেমন চরিত, তাহে কদাচিত,
নাহি পাওয়া যায় মন ॥

অন্তরা।

রূপে কামসদৃশ পুরুষ অর্থহীন যদি হয়।
সেই রসিক জনে, নারী নয়নে,
না ফিরে চায় ॥

চিতেন

অতি নীচ যদি হয়, নিত্য ধন দেয়,

যেচে তারে সঁপে যৌবন।

তাহে কুৎসিত কুজনা, নাহি বিবেচনা,

স্বকার্য্য করে সাধন ॥

অন্তরা।

কেবল অর্থেতেই লোভ, মৌখিক সে সব,

কহে যে প্রেমকথন।

পীরিতিরসের রসিকনারী,

সহস্রে মেলে একজন ॥

চিতেন।

সকলেরি এ আশায়, কেবা প্রেম চায়,

হোলে হয় স্বর্ণভূষণ।

তাদের সেই হয় প্রিয়তম, সেই মনোরম,

ধন দিয়ে তোষে যে জন ॥

অন্তরা

যার স্বামী অকৃতী, তাকে সে যুবতী,

নাহি করে মান্যমান।

বলে ধিক্ থাক্ পিতা মাতারে,
এমন দরিদ্রে দিয়াছে দান॥

চিতেন।

যদি কপালগুণে, পুনঃ সে জনে,
অর্থ করে উপার্জ্জন।
তখন হেসে কয় যুবতী, পেয়েছি এ পতি,
কোরে হর আরাধন॥

অন্তরা।

দেখে অর্থ আছে যার, সদা নারী তার,
করয়ে মনোরঞ্জন।
বলে পাদপদ্মে স্থান, দিও ওহে প্রাণ,
আমি করিব সহগমন॥

চিতেন।

পুরাতে বাসনা, ললনা ছলনা,
কথাতে করে কেমন।
করে আগেতে যেমন, না থাকে তেমন,
হোলে পরে পুরাতন॥

রামবসু।

সপ্তমী।

মহড়া।

তবে নাকি উমার তত্ত্ব কোরেছিলে।
গিরিরাজ! ওহে শুন শুন তোমার মেয়ে কি বলে।
নারী প্রবোধিয়ে যেতে হে, কৈলাসে যাই বোলে,
এসে বল্‌তে মেনকা, তোমার দুঃখের কথা,
উমা সব্ শুনেছে।
তোমায় দেখ্‌তে পাষাণী, আপনি ঈশানী,
আস্‌তে চেয়েছে।
তুমি গিয়েছিলে কই, উমা বলে ঐ হে,
আমি আপনি এসেছি জননী বোলে॥

চিতেন।

তারাহারা হোয়ে, নয়নের তারাহারা হোয়ে রই।
সদা কই, উমা কই, আমার প্রাণ উমা কই।
আমার সেই হারা তারা, ত্রিজগতের সারা,
বিধি এনে মিলালে।
উমা চন্দ্রবদনে, ডাক্‌ছে সঘনে,
মা মা মা বলে।
উমা যত হেসে কয়, ওতো হাসি নয় হে,
যেন অভাগীর কপালে অনল জ্বলে॥

অন্তরা।

ভাল হোক্ হোক্ ওহে গিরি,
যাই আমি নারী তাই ভুলি বচনে।
তোমার কি মনে, হোত না হে সাধ,
হেরিতে উমার চন্দ্রাননে॥

চিতেন।

আশাবাক্যে আমার পাপ প্রাণ,
রহে বল কত দিন।

দিনের দিন, তনু ক্ষীণ, বারিহীন, যেন মীন।
যারে প্রাণ পাব দেখে, সংবৎসরে তাকে,
আনৃতে তো যেতে হয়।
যেন মাহীনা কন্যে, তিন দিনের জন্যে,
এলো হে হিমালয়।
মুখে করি হাহারব, ছিলেম যেন সব হে,
গৌরী মৃতদেহে এসে জীবন দিলে॥

মহড়া।

মঙ্গলার মুখে কি মঙ্গল শুনৃতে পাই।
উমা অন্নপূর্ণা হোয়েছেন কাশীতে
রাজরাজেশ্বর হোয়েছেন জামাই।
শিবে এসে বল্লে মা,
শিবের সে দিন আর এখন নাই।
যারে পাগল পাগল বোলে, বিবাহের কালে,
সকলে দিলে ধিক্কার।
এখন সেই পাগলের সব, অতুল বিভব,
কুবেরভাণ্ডার তাঁর।

এখন শ্মশানে মশানে, বেড়ায় না মেনে,

আনন্দকাননে, যুড়াবার ঠাঁই ॥

চিতেন।

ফিরে এলে গিরি কৈলাসে গিয়ে,

তত্ত্ব না পাইয়ে যার।

তোমার সেই উমা, এই এলো

সঙ্গে শিবপরিবার।

এখন্ যন্ত্রণা এড়ালে, ওহে গিরিরাজ,

গঞ্জনা দূরে গেল।

আমার মা কৈ, মা কৈ, বোলে উমা ঐ,

ব্যাগ্রা হোয়ে দাঁড়াল।

বলে, তোমার আশীর্ব্বাদে, আছি মা ভাল,

দুখিনীর দুখ ভাব্‌তে হবে নাই ॥

অন্তরা।

হোক্ হোক্ হোক্, উমা সুখে রোক্,

সদাই হোতো মনে।

ভিখারিণী ভাগ্যে, গোড়েছেন দুর্গে,

তার ভাগ্যে এমন্ হবে কে জানে।

দুহিতার সুখ শুনিলে গিরি,

যে সুখ হয় আমার।

আছে যার কন্যা, সেই জানে,

অন্যে কি জানিবে আর।

যদি পথিকে কেউ বলে, ওগো উমার মা,

উমা ভাল আছে তোর।

যেন করে স্বর্গ পাই, অমুনি ধেয়ে যাই,

আনন্দে হোয়ে বিভোর।

শুনে আনন্দময়ীর আনন্দসংবাদ,

আনন্দে আপনি আপনা ভুলে যাই ॥

অন্তরা

এই খেদ হয়, সকল লোকে কয়,

শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয়।

যে দুর্গানামেতে দুর্গতি খণ্ডে,

সে দুর্গের দুর্গতি একি প্রাণে সয় ॥

চিতেন।

তুমি যে কোয়েছ আমায় গিরিরাজ,

কত দিন কত কথা।

সে কথা, আছে শেলসম,
মম হৃদয়ে গাঁথা।
আমার লম্বোদর নাকি উদরের জ্বালায়,
কেঁদে কেঁদে বেড়াতো।
হোয়ে অতি ক্ষুধার্ত্তিক, সোণার কার্ত্তিক,
ধূলায় পোড়ে লুটাতো।
গেল গেল যন্ত্রণা, উমা বলে মা,
আমি এখন্ অন্ন অনেককে বিলাই ॥

মহড়া।

কও দেখি উমা, কেমন্ ছিলে মা,
ভিখারিহরের ঘরে।
জানি নিজে সে পাগল, কি আছে সম্বল,
ঘরে ঘরে বেড়ায় ভিক্ষা করে।
শুনে জামাতার দুখ, খেদে বুক বিদরে।
তুমি ইন্দুবদনী, কুরঙ্গনয়নী,
কনকবরণী তারা।

জানি জামাতার গুণ, কপালে আগুন,

শিরে জটা বাকল পরা।

আমি লোকমুখে শুনি, ফেলে দিয়ে মণি,

ফণী ধোরে অঙ্গে ভূষণ করে॥

চিতেন।

গৌরী কোলে কোরে নগেন্দ্ররাণী,

করুণবচনে কয়।

উমা মা আমার, সুবর্ণলতা,

শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয়।

মরি জামাতার খেদে, তোমার বিচ্ছেদে,

প্রাণ কাঁদে দিবানিশি॥

আমি অচলনারী, চলিতে নারি,

পারিনে যে, দেখে আসি।

আছি জীবন্মৃতা হোয়ে, আশাপথ চেয়ে,

তোমায় না হেরিয়ে নয়ন ঝোরে॥

অন্তরা।

মরি, ছি ছি ছি, একি কবার কথা,

শুনে লাজে মোরে যাই।

তোমা হেন গৌরী, দিয়েছেন গিরি,

ভুজঙ্গেতে যার ভয় নাই।

মাখে অঙ্গেতে ছাই॥

চিতেন।

* * * * *

তুমি সর্ব্বমঙ্গলা, অকূলের ভেলা,

কূলে এনে দিতে পার।

দেখে খেদে ফাটে বুক, তোমার এত দুখ,

সে দুখ ঘুচাতে নার॥

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

মহড়া।

ওহে গিরি গা তোল হে,

মা এলেন্ হিমালয়।

উঠ দুর্গা দুর্গা বোলে, দুর্গা কর কোলে,

মুখে বল, জয় জয় দুর্গা জয়।

কন্যা পুত্র প্রতি বাচ্ছল্য, তায় তাচ্ছল্য,

করা নয়।

আঁচল ধোরে তারা,
বলে ছি মা, কি মা. মাগো, ওমা,
মা বাপের কি এমনি ধারা।
গিরি তুমি যে অগতি, বুঝেনা পার্ব্বতী,
প্রসূতির অখ্যাতি জগন্ময় ॥

চিতেন।

গত নিশিযোগে আমি হে দেখেছি যে সুস্বপন।
এলো হে, সেই আমার তারাধন।
দাঁড়ায়ে দুয়ারে।
বলে মা কই, মা কই, মা কই আমার,
দেও দেখা দুখিনীরে।
অমনি দু বাহু পসাঁরি, উমা কোলে কোরি,
আনন্দেতে আমি আমি নয় ॥

অন্তরা।

মা হওয়া যত জ্বালা,
যাদের মা বল্‌বার আছে, তারাই জানে,
তিলেক না হেরিয়ে মর্ম্মব্যথা পাই।
কর্ম্মসূত্রে সদা স্নেহে টানে ॥

চিতেন।

তোমারে কেউ কিছু বোল্‌বে না,

দেখে দারুণ পাষাণ।

আমার লোকগঞ্জনায় যায় প্রাণ।

তোমার তো নাই স্নেহ।

একবার ধরো ধরো, কোলে করো,

পবিত্র হোক্ পাষাণদেহ।

আহা এত সাধের মেয়ে, আমার মাথা খেয়ে,

তিন্ দিন বই রাখে না মৃত্যুঞ্জয়॥

সখীসংবাদ।

—:০:—

মহড়া।

॥ মান্ কোরে মান রাখ্‌তে পারিনে।

আমি যে দিকে ফিরে চাই,

সেই দিকেই দেখ্‌তে পাই,

সজল আঁখি জলধরবরণে।

অতএব অভিমান মনে করিনে।

আমি কৃষ্ণপ্রাণা রাধা,

কৃষ্ণপ্রেমডোরে প্রাণ বাঁধা,

হেরি ঐ কালরূপ সদা,

হৃদয়মাঝে, শ্যাম বিরাজে.

বহে প্রেমধারা দুনয়নে॥

চিতেন।

যদি ওগো বৃন্দে শ্রীগোবিন্দে, কোরি মান্।

রাখি মন্‌কে বেঁধে, শ্যামের খেদে,

কেঁদে উঠে প্রাণ।

শ্যামকে হের্‌ব না সখি ।

বোলে চক্ষু মুদে থাকি ।

সে রূপ অন্তরে দেখি ।

কৃতাঞ্জলি, বনমালি,

বলে স্থান দিও রাই চরণে ॥

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য) ।

মহড়া ।

শ্যাম্ কাল মান্ কোরে গ্যাছে, কেমন্ আছে,

দূতি দেখে আয় ।

কোরে আমারে বঞ্চিতে, গেল কার কুঞ্জে বঞ্চিতে,

হোয়ে খণ্ডিতে, মরি হরিপ্রেমের দায় ।

ছলে আমার মন ছোলেছে,

আগে বুঝ্‌বে মন দূরে থেকে,

চোখে দেখে গো,

কয় কি, না কয় কথা ডেকে ।

যদি কাতরে কথা কয়, তবে নয় অপ্রণয়,

অমনি সেধো গো ধোরে দুটি রাঙ্গা পায় ॥

চিতেন।

সাধ্ কোরে কোরেছিলেম্ দুর্জ্জয় মান,
শ্যামের তায় হোলো অপমান।
শ্যাম্‌কে সাধ্‌লেম্ না, ফিরে চাইলেম্ না,
কথা কইলেম্ না, রেখে মান।
কৃষ্ণ সেই রাগের অনুরাগে, রাগে রাগে গো,
পড়ে পাছে চন্দ্রাবলীর নবরাগে।
ছিল পূর্ব্বের যে পূর্ব্বরাগ, আবার একি অপূর্ব্ব রাগ,
আছে রাগে শ্যাম রাধার আদর ভুলে যায়॥

অন্তরা।

যার মানের মানে আমায় মানে, সে না মানে,
তবে কি কোর্‌বে এ মানে।
মাধবের কত মান, না হয় তার পরিমাণ,
মানিনী হোয়েছি যার মানে॥

চিতেন।

যে পক্ষে যখন বাড়ে অভিমান,
সেই পক্ষে রাখ্‌তে হয় সম্মান।

রাখ্‌তে শ্যামের মান, গেল গেল মান,
আমার কিসের মান, অপমান।
এখন মানান্তে প্রাণ জ্বলে,
জ্বলে জ্বলে গো।
জুড়াবে কি অন্য জলধরের জলে।
আমার সেই কাল জলধর, হোলো আজ স্বতন্তর,
রাধে চাতকী কারে দেখে প্রাণ জুড়ায়॥

মহড়া।

এতো ভৃঙ্গ নয়, ত্রিভঙ্গ বুঝি,
এসেছে শ্রীমতীর কুঞ্জে।
গুণ গুণ, স্বরে কেন,
অলি শ্রীরাধার শ্রীপদে গুঞ্জে।
কৃষ্ণ বই কে আর বোস্‌তে পারে সই,
শ্রীরাধার রাসকুঞ্জে।
জানি শ্রীমুখে বোলেছেন্ শ্রীকান্ত,
গীতাযোগমধ্যে, তিনি ঋতুর মধ্যে বসন্ত

আরো পতঙ্গেরি মধ্যে, কৃষ্ণ ভৃঙ্গরাজ,

নৈলে ও কেন ও রস ভুঞ্জে।

চিতেন।

বসন্ত আসিতে গোপিকার, কেন প্রাণ জুড়ালো।

জ্ঞান হয়, ঋতু নয়, দয়াময় মাধব এলো।

দেখ তমালে কোকিল বোসে ঐ,

মনের আনন্দে, শ্রীগোবিন্দে,

ডাকিতেছে সই।

আরো কমলিনীর কমলচরণে ধোরে,

সুখে গান করে অলিপুঞ্জে॥

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

[illegible]

আছে খ[illegible] পথে বোসে, কে রমণী সে,

শ্যাম কি ধার কিছু তার।

হোয়ে আমাদের ভূপতি; ওহে যদুপতি,

কোটালি কোরেছিলে কোন রাজার।

প্রেমধার ধারো তুমি কার,
খতে লেখা রোয়েছে ওহে শ্রীহরি।
খাতক ত্রিভঙ্গ শ্যাম, মহাজন শ্রীরাধাপ্যারী।
মনে আতঙ্ক করি ঐ, ত্রিভঙ্গ শুন কই,
তোমা বই, টেরা সই আর হবে কার॥

চিতেন।

* * * * *

ওহে গোবিন্দ মনে সন্দ হোতেছে,
দিয়েছ দাসখৎ তুমি কোন রমণীর কাছে।

* * * * * *

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)

মহড়া।

ওহে এ কাল, উজ্জ্বল,
বরণ তুমি কোথা পেলে।
বিরলে বিধি কি নির্ম্মিলে।

যে বলে সে বলে, বলুক্ কাল,
আমার নয়নে লেগেছে ভাল,
বামা হোলে শ্যামা বলিতাম্ তোমায়,
পূজিতাম্ জবা বিল্বদলে ॥

চিতেন।

আরতো আছে হে, অনেক কাল,
এ কাল নহে তেমন।
জগতের মনোরঞ্জন।
না মেনে গোকুলে কুলের বাধা,
সাধে কি শরণ লোয়েছে রাধা,
জনমের মত ঐ কালচরণে,
বিকায়েছি. যে বিনি মূলে ॥

অন্তরা।

ওহে শ্যাম, কালশশী কহে কুৎসিত,
আমার এইতো জ্ঞান ছিল।
সে কালোর কালত্ব গেল হে কৃষ্ণ,
তোমারে হেরে কাল।

এখন বুঝিলাম্ কালোর বাড়া,
সুন্দর নাহিক আর,
কাল রূপ জগতের সার।
ত্রিলোকে এমন আর, নাহিক হেরি,
ও রূপের তুলনা কি দিব হরি।
কাল রূপে আলো করে হে সদা,
মোহিত হোয়েছে সকলে ॥

অন্তরা।

একো কাল জানি কোকিল,
আরো ভ্রমরার কাল বরণ।
আরো কাল আছে, জল কালিন্দীর,
কালোতো তমালবন ॥

চিতেন।

আরো কাল দেখো, নবীন নীরদ,
ছিল হে দৃষ্টান্তস্থল।
কালতো নীলকমল।
সে কালোর কালত্ব দেখেছে সবে,
প্রেমোদয়, অশ্রু হয়, কারে বা ভেবে।

তোমার মতন, চিকণ কাল,

না দেখি ভুবনমণ্ডলে ॥

মহড়া।

জলে কি জ্বলে, কি দোলে, দেখগো সখি,

কি হেলে হিল্লোলেতে।

পারিনে স্থির নির্ণয় করিতে।

শ্যামল কমল ফুটেছে বুঝি,

নির্ম্মল যমুনাজলেতে ॥

চিতেন।

নিতি নিতি লই এই, যমুনার জল সখি।

জলমধ্যে কি আজ একি দেখ দেখি।

জলে কি এমন, দেখেছ কখন,

বল দেখি ওগো ললিতে ॥

অন্তরা।

সই দেখ দেখি শোভা, কিসের আভা,

হেরি জলমাঝেতে।

প্রস্ফুটিত তমাল, বৃক্ষ যায় কাল,
ঐ ছায়া কি ইথে ॥

চিতেন।

আরো সখি, কালচাঁদ কি আছে।
গগনমণ্ডলে, কি পাতালে রোয়েছে।
বল দেখি সখি, কালাচাঁদ কি,
উদয় হয়, দিবসেতে ॥

মহড়া।

কেন আজ কেঁদে গেলো বংশীধারী।
বুঝি অভিপ্রায়, বঁধু ফিরে যায়,
সাধের কালাচাঁদকে কি বোলেছে ব্রজকিশোরী ॥

চিতেন।

রাধাকুঞ্জে দ্বারী হোয়েছিল গোপিকায়।
শ্যামের দশা দেখে এলেম রাই,
সুধাই গো তোমায়।

মণিহারা ফণিপ্রায় মাধব তোমার,
প্রিয়দাসী বোলে, বদন তুলে,
চাইলে না একবার।
শ্রীমুখে শ্রীরাধানাম, গলে পীতবাস,
দেখে মুখ, ফাটে বুক,
আমরি মরি ॥

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

মহড়া।

দ্বারী একবার বল্ তোদের কৃষ্ণ রাজার সাক্ষাতে।
গোপিনী. কৃষ্ণতাপে তাপিনী,
তোমায় দেখ্‌বে বোলে,
আছে বোসে রাজপথে।
এসেছি আমরা অনেক দুঃখেতে।
তোদের রাজা নাকি দয়াময়,
দুখিনীর দুখ্ দেখ্‌লে, দেখ্‌বো কেমন্ দয়া হয়।
ইথে হবে তোমার পুণ্য, কর আশা পূর্ণ,
প্রসন্ন হোয়ে গোপীর পক্ষেতে ॥

চিতেন।

বৃন্দে বিরহে কাতরা, হইয়ে সত্বরা,
রাজদ্বারে দাঁড়ায়ে কয়।
মধুর রাজ্যের্ অধিপতি কৃষ্ণ,
শুনে তাইতে এলেম্ কংসালয়।
মনে অন্য অভিলাষ নাই।
রাখাল রাজার বেশ, কেমন শোভা দেখে যাই
কোথা ভূপতি, জানাও শীঘ্রগতি,
বিনতি কোরি ধোরি করেতে॥

অন্তরা।

তাই এত তোয়্ বিনয় কোরে বলি।
বড় তাপিত হোয়ে এসেছি দ্বারী,
তাই এত তোয়্ বিনয় কোরে বলি।
দংশিয়ে পলায়েছে কালিয়ে কালবরণ ফণী,
আমরা সেই জ্বালায় জ্বলি॥

চিতেন।

বিষে না মানে জঙ্গসাব, হোয়েছে যে রাধার,
আর তো না দেখি উপায়।

মণিমন্ত্র জানে তোদের রাজা দ্বারী,
তাই যে এলেম্ মথুরায়।
এই আমরা শুনেছি নিশ্চয়,
রাজার দৃষ্টিমাত্রে সে বিষ নির্ব্বিষ হয়,
কৃষ্ণপ্রেমের বিষে, কৃষ্ণবিচ্ছেদবিষে,
ব্রহ্মাণ্ডে ঔষধ নাই যুড়াতে ॥

মহড়া।

ওগো চিনেছি, চিনেছি, চরণ দেখে,
ঐ বটে সেই কালিয়ে।
চরণে চাঁদ ছাঁদ, আছে দীপ্ত হোয়ে।
যে চরণ ভোজে ব্রজেতে আমায়,
ডাকে কলঙ্কিনী বোলিয়ে ॥

চিতেন।

ভুবনমোহন, না দেখি এমন,
ঐ বই।
রূপ কি অপরূপ, রসকূপ,
আমরি সই।

কুলে শীলে কালি দিয়েছি আমি,

কালরূপ নয়নে হেরিয়ে ॥

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

মহড়া।

দেখো কৃষ্ণ তুমি ভুলনা।

আমি কাল ভালবাসি বোলে,

আমায় ভাল কেউ বাসে না।

আমারে শ্রীচরণে ঠেলনা।

নাহি কোন সম্পদ আমার,

কেবল দিবানিশি ঐ ভাবনা ॥

চিতেন।

আমি তব লাগি, সর্ব্বত্যাগি,

হোলেম্ কালাচাঁদ্।

ঘটালে গোকুলে, কালা পরিবাদ।

আমায় যে আমার বলে শ্যাম,

এমন দুখের দোশর কোই মেলেনা ॥

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

মহড়া।

নটবর কে গো সখি।
তার নাম্ জানিনে, কাল বরণ,
ভঙ্গি বাঁকা, বাঁকা আঁখি।
যাই যদি যমুনার জলে, সে কাঁলা কঁদম্বতলে,
হাসি হাসি, বাজায় বাঁশী,
বাঁশীর দাসী হোয়ে থাকি॥

চিতেন।

ভুবনমোহন ভঙ্গি অতি চমৎকার।
সে যে মন্মত মন্মথ রূপ, ত্রিভঙ্গিম আকার।
চাইলে সে চাঁদবদনপানে,
নারীর প্রাণ কি ধৈর্য্য মানে, একবার হেরে মরি প্রাণে,
প্রেমে ঝোরে দুটি আঁখি॥

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

মহড়া।

ওহে বাঁকা বংশীধারি।
ভাল মিলেছে হে তোমার বাঁকা কুবুজা নারী।

বাঁকায় বাঁকায় বড়ই ভাব, নাহি চাতুরী।
রাধা সে সরলা রমণী,
তুমি নিজে বাঁকা আপনি।
মথুরা নগরী পেয়ে, হরি ফিরিছে চক্র কোরি॥
(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

মহড়া।

দেখ্‌বো কেমন সুন্দরী কুবুজা।
তোদের রাজা যে, নিজে বাঁকা, সে,
নূতন রাণী যে হোয়েছে বাঁকা কি সোজা॥

(ইহার দ্বিতীয় গান।)

মহড়া।

সময়গুণে এই দশা হোয়েছে।
ছিল দাসী যে, হোল রাণী সে,
রাধা রাজনন্দিনীর এখন কপাল ভেঙ্গেছে।

সরমে মরমে মোরি, কব কারো কাছে,
যে জন আঁখির আড় হোতো না,
তারে দেখ্‌তে এসে এত লাঞ্ছনা।
আমরা পথে বোসে কাঁদি আজ,
এমন কত কান্না
তোদের রাজা কেঁদেছে॥

চিতেন।

কপাল মন্দ দ্বারি হে,
কৃষ্ণের নিন্দে করা নয়।
দশা যখন বিগুণ হয়, বন্ধু লোকে মন্দ কয়,
রাধার চরণে যার লেখা নাম,
এখন তোদের পায় ধরায় সে শ্যাম।
ভাব্‌তে বোল্‌গে যা তোদের রাজাকে,
এমন অভিমান কতবার ভিক্ষে লোয়েছে॥

অন্তরা।

কথা কোইতে গেলে, নয়নজলে,
অঙ্গ ভেসে যায়।

রাধা রাজার দাসী, এ রাজ্যে আসি,
কাঁদিছে দরজায়।
এমন নিষ্ঠুর ভূপতি, আমাদের শ্রীমতী,
যে নয়।
পেয়ে কাঙ্গালিনীর ভয়, অন্তঃপুরে গিয়ে রয়,
আমরা দয়াল্ রাজ্যে বাস করি,
চাইলে উল্‌টে ভিক্ষে দে যেতে পারি,
মনে কর্‌তে বল্ তোদের রাজাকে,
বুঝি আপনার সে দীনতা ভুলে গিয়েছে ॥

মহড়া।

শ্রীরাধার বনে পরিহরি কোথা হে হরি।
লুকালে কি প্রাণ হরি, ও প্রাণহরি।
এনে বনে কুঞ্জ হরি, কে জানে বোধিবে হরি,
হরি ভয় কি মনে করি,
মোরি বোলে হরি হরি ॥

চিতেন।

হরি নিয়ে বিহরি বনে, এই ছিল প্রয়াস।
বনমালি, বনকেলি, কোরিলে নিরাশ।
না জানি কি অপরাধে, তেজিলে দুঃখিনী রাধে,
সাধে সাধে সুখসাধে,
গেলে হে বিষাদ কোরি॥

মহড়া।

জলে জলে, কি, গো সখি।
অপরূপ রূপ দেখি, দেখো সই নিরখি।
কৃষ্ণের অবয়ব সব ভাব ভঙ্গি প্রায়,
মায়া কোরে ছায়ারূপে সে কালা এগেছে কি॥

চিতেন।

আচম্বিতে আলো কেন, যমুনারি জল।
দেখ সখি, কূলে থাকি, কে করে কি ছল।
তীরের ছায়া নীরে লেগে হোলো বা এমন,
ছকিতে দেখিতে আমার, জুড়ালো দুটি আঁখি॥

অন্তরা।

নিতি নিতি আসি সবে জল আনিতে।

ওগো ললিতে।

না দেখি এমন রূপ, বারিমাঝেতে ॥

চিতেন।

আজু সখি একি রূপ নিরখিলাম্ হায়।

নীরমাঝে যেন স্থিরসৌদামিনী প্রায়।

ঢেউ দিওনা কেউ এ জলে বলে কিশোরী,

দরশনে দাগা দিলে হইবে সই পাতকী ॥

অন্তরা ।

বিশেষ বুঝিতে নারি, নারী বই তো নই,

ওগো প্রাণসই।

নিরখি নির্ম্মল জলে, অনিমিষে রই ॥

চিতেন।

কত শত অনুভব হয় ভাবিয়ে।

শশী কি ডুবিল জলে রাহুর ভয়ে।

আবার ভাবি, সে যে শশী কুমুদবান্ধব,

হৃদয়কমল কেন, তা দেখে হবে সুখী ॥

মহড়া।

সহেনা কুহুস্বর, ক্ষমা দে পিকবর,
ডাকিস্‌নে শ্রীকৃষ্ণ বোলে।
শুন হে নিরদয়, এতো সুখের সময় নয়,
প্রাণে মোর্ব্বে রাই জ্বালার উপর জ্বালালে।
ব্রজবাসি সবে ভাসি নয়নজলে।
হোয়ে কৃষ্ণশোকে শোকাকুল, কি গোপগোপীকুল,
পশুপক্ষিকুল, বিরহে সকলি ব্যাকুল।
ত্যেজে বকুলমুকুল, অধৈর্য্য অলিকুল সব,
কোকিল, এ সময়ে কেন এলি গোকুলে॥

চিতেন।

বসন্ত ঋতু এসে সসৈন্যে ব্রজে হইল উদয়।
বিরহে ব্যাকুল হোয়ে বৃন্দে কোকিলের প্রতি কেঁদে কয়।
প্রাণের কৃষ্ণ ছেড়ে গিয়েছে।
কৃষ্ণবিরহিণী, কৃষ্ণকাঙ্গালিনী,
ধূলাতে পোড়ে রোয়েছে।
বাঁকা ত্রিভঙ্গ বিহনে, শ্রীঅঙ্গ শ্রীহীনে রাই,
তারে কি হবে মধুর ধ্বনি শুনালে॥

অন্তরা।

এমন দুখের সময়, কোকিলপক্ষীরে,

কেন তুই এলি রাধার কুঞ্জে।

ব্রজনাথ অভাবে ব্রজের শ্রীরাই,

কাতরা হইয়ে কি সুখ ভুঞ্জে॥

চিতেন।

অধরা ধরাসনে পোড়ে রাই চক্ষে জলধারা বয়।

এ সময় সাপক্ষ হও পক্ষ, বিপক্ষ হওয়া উচিত নয়।

এই ভিক্ষা কোরি পিকবর।

বধিস্‌নে কুলজা, সম্মুখ থেকে যা,

দুখিনীর কথা রক্ষা কর।

কোকিল দেখ্‌লি তো স্বচক্ষে, মরণের অপেক্ষে আর নাই,

হোয়ে রোয়েছি জীবন্মৃত্যু সকলে॥

মহড়া।

তাই শুধাই গো সুধামুখী রাই তোমায়।

হোয়ে বিরাগী কি বিরাগে, কি ভাবের অনুরাগে,

অলিরাজ ধরে তব রাঙ্গা পায়।

ও যে ধন্য ষট্পদ অন্য দিকে নাহি চায়।

কত প্রফুল্ল ফুল রাধার কুঞ্জে।

তাহে সুখে নাহিক সুখ ভুঞ্জে।

পাইয়ে ও পাদপদ্মের সুধা, ঘুচেছে অন্য ক্ষুধা,

মুখে জয় রাধে শ্রীরাধের গুণ গায়॥

চিতেন।

ত্রিভঙ্গ ভৃঙ্গ হোয়ে, শ্রীঅঙ্গ লুকায়ে,

রঙ্গে নিকুঞ্জে উদয়।

ভঙ্গি হেরি চমৎকার, বৃন্দে বুঝে সার,

চন্দ্রামুখীর প্রতি কয়।

ওগো রঙ্গদেবি একি রঙ্গ।

পাদোপান্তে কেন ভ্রমে ভৃঙ্গ।

ও যে সাধিছে সাধের কায, কি সাধে অলিরাজ,

পদপঙ্কজরজ মাথে গায়॥

অন্তরা।

ও রাই কি কালো মাধুরী সৌন্দর্য্য।

এ আশ্চর্য্য অলি কোথাকার।

হোয়েছে শরণাপন্ন দেখি চরণে তোমার॥

চিতেন।

অরণ্যের অলি বল, কি জন্যে ব্যাকুল

অন্যে সুধালে না কয়।

অতি কুণ্ঠিতের প্রায়, লুণ্ঠিত ধূলায়,

কোল্লে তবাঙ্গে আশ্রয়।

ওকে শুধাও দেখি গো রাজকন্যে।

অলির বাঞ্ছা কি ধনের জন্যে।

করে ব্রহ্মাদি তপোধন, যে ধনের আরাধন,

সেধন পেলে আবার কি ধন চায়॥

মহড়া।

কে হে সে জন, নারী দ্বারে কোরিছে রোদন।

কোথা হোতে এসেছে, তার কিবে প্রয়োজন।

আমরি মরি, কি রূপের মাধুরী।

সুধাইলে শুধুই বলে, বসতি শ্রীবৃন্দাবন॥

চিতেন।

দ্বারী কহে শ্রীকৃষ্ণের সভায়, শুন ওহে যদুরায়,

দ্বারের সংবাদ কিছু নিবেদিই তোমায়।

দুখিনীর আকার, রমণী কোথাকার,
কাতর হইয়ে কহে, দেহ কৃষ্ণ দরশন ॥
(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

মহড়া।

ওগো ললিতে গো, তোরা দেখে যাগো,
রাই কেন এমন্ হোলো।
কইতে কইতে কৃষ্ণকথা, এলো থেলো স্বর্ণলতা,
কোথা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলে আছে কি মোলো।
(ইহার পাল্টা গীতের মহড়া)।
ডুবে শ্যামসাগরে, যদি প্যারী মরে,
রাইবধের ভাগী কে হবে।
ধরাধরি কোরে তোলো, মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলো,
হরি-ধ্বনি শুনে ধনী, উঠে দাঁড়াবে ॥

মহড়া।

রাধার মান-তরঙ্গে কি রঙ্গ।

কমল ভাসে, কুমুদ হাসে, প্রমোদরসে,

ডুবেছে শ্যাম ত্রিভঙ্গ ॥

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

মহড়া।

ভঙ্গি বাঁকা যার্, সেই কি বাঁকা শ্যামে পায়।

আমরা সোজা মন্ পেয়ে সই, কৃষ্ণের মন্ পেলেম্ কোই,

মিল্লো সেই বাঁকায় বাঁকা কুবুজায় ॥

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

বিরহ।

মহড়া।

যৌবন জনমের মত যায়।
সেতো আসাপথ নাহি চায়।
কি দিয়ে গো প্রাণসখি, রাখিব উহায়।
জীবন যৌবন গেলে আর।
ফিরে নাহি আসে পুনর্ব্বার।
বাঁচিতো বসন্ত পাবো, কান্ত পাব পুনরায়॥

চিতেন।

গেল গেল এ বসন্তকাল, আসিবে তৎকাল।
কালে হোলো কাল এ যৌবনকাল।
কাল পূর্ণ হোলে রবে না।
প্রবোধে প্রবোধ মানে না।
আমি যেন রহিলাম, তারো আসার আশায়॥

অন্তরা।

হায় ষোলকলা পূর্ণ হোলো যৌবনে আমার,।
দিনে দিনে ক্ষয় হোয়ে, বিফলেতে যায় ॥

অন্তরা।

কৃষ্ণপক্ষ-প্রতিপদে হয় শশিকলাক্ষয়।
শুক্লপক্ষ হয়, পুন পূর্ণোদয়।
যুবতীর যৌবন হোলে ক্ষয়।
কোটি কল্পে পুন নাহি হয়।
যে যাবে সে যাবে হবে, অগস্ত্যগমনপ্রায় ॥

মহড়া।

প্রাণ বোলোনা প্রাণ।
ছি ছি হাস্‌বে লেকে, আমার পাকে,
হবে শেষে অপমান।
যারে প্রাণ সঁপেছ, সেই প্রাণ,
আমায় কোরে অন্তরের অন্তর,
যারে অন্তরে দিয়েছ স্থান ॥

চিতেন।

নূতন যারা, তোমার তারা,

নয়নের তারা।

যে জন্ স্থূলে ভুল, দুটি আঁখির শূল,

কেন তায় আদর করা।

ত্যাজ্যধনের বাড়ায়ে সম্মান,

কর পূজ্যধনের অপমান॥

অন্তরা।

যথায় তব নব ভাব, যারে প্রাণ বল,

তার সুখ।

আমায় কেন, বোলে প্রাণ,

বাড়াও দ্বিগুণ দুখ॥

চিতেন।

ভেবেছিলাম্ প্রাণের প্রাণ, গিয়াছে সে দিন।

এখন হোলেম্ প্রাণ, তোমার কথার প্রাণ,

কিন্তু কর্ম্মে ফলহীন।

চোখের দেখা, মুখের আলাপন,

হোলো সই লক্ষলাভজ্ঞান॥

মহড়া।

মনে রৈল সই মনের বেদনা।

প্রবাসে, যখন যায় গো সে,

তারে বোলি বোলি বলা হোল না।

শরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।

যদি নারী হোয়ে সাধিতাম্ তাকে।

নিলজ্জা রমণী বোলে হাসিতো লোকে।

সখি ধিক্ থাক্ আমারে, ধিক্ সে বিধাতারে

নারীজনম যেন করে না॥

চিতেন।

একে আমার এ যৌবনকাল,

তাহে কাল বসন্ত এলো।

এ সময় প্রাণনাথ, প্রবাসে গেল।

যখন হাসি হাসি, সে আসি বলে।

সে হাসি, দেখে ভাসি, নয়নের জলে।

তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন্ চায় ধরিতে,

লজ্জা বলে ছি ছি ধোরো না।

অন্তরা।

তার মুখ দেখে, মুখ ঢেকে,

কাঁদিলাম্ স্বজনি।

অনাসে প্রবাসে গেলো, সে গুণমণি।

একি সখি হোলো বিপরীত,

রেখে লজ্জার সম্মান।

মদনে দোহিছে এখন এ অবলার প্রাণ॥

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

মহড়া।

যাও প্রাণনাথের কাছে বিচ্ছেদ একবার।

যাতে বদ্ধ আছে বঁধুর প্রাণ,

হানোগে তায় বিচ্ছেদবাণ।

যদি জ্বালায় জোলে, আমার বোলে,

মনে পড়ে তার।

রেখো রেখো এই মিনতি অধীনীজনার।

যাতে মত্ত আছে সে যে, মত্ত মাতঙ্গ।

কর গিয়ে সে প্রেমের সুহৃত্তো ভঙ্গ।

তুমি গেলে তার প্রবৃত্তি,

অমনি হবে নিবৃত্তি,

বসন্তে বিদেশী হোয়ে, রবে না সে আর॥

চিতেন।

বিরহিণী আমি রমণী, পতি প্রবাসে আমার।

যৌবনকালে হোয়েছি আশ্রিতো তোমার।

ওহে বিচ্ছেদ তোমার বিচ্ছেদদায় নাথ না জানে।

অন্যনারীর প্রেমসুখে আছে সেখানে।

তারে জ্বালাতে পার না, আমায় দেও যাতনা।

ছি ছি, অবলা বোধিলে নাহি পৌরুষ তোমার॥

অন্তরা।

সকাতরে হাঁরে বিচ্ছেদ করি তোরে বিনতি।

কামিনীর প্রাণ রেখে, রাখো সুখ্যাতি॥

চিতেন।

হোয়ে আমার অন্তরের অন্তর,

নাথের অন্তরেতে যাও।

প্রণয় কোরে অপ্রণয়, প্রণয় গে ঘটাও।

বিচ্ছেদব্যথার কথা কিছু তায় দিও বিশেষ।
নারীর প্রাণে কত ব্যথা, জানে যেন সে।
আমায় কোরেছে স্থূলে ভুল, ভেবে হোল প্রাণাকুল,
অকূলেতে কুলরক্ষা কর কুলজার ॥

মহড়া।

দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ,
বদন ঢেকে যেয়ো না।
তোমায় ভাল বাসি তাই, চোখের দেখা দেখ্‌তে চাই,
কিছু থাক থাক বোলে ধোরে রাখ্‌বো না।
তুমি যাতে ভাল থাক সেই ভালো।
গেলো গেলো বিচ্ছেদে প্রাণ, আমারি গেলো।
সদা রাগে কর ভর, আমিতো ভাবিনে পর,
তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুখ দিওনা ॥

চিতেন।

দৈবযোগে যদি প্রাণনাথ, হোলো এ পথে আগমন।
কও কথা, একবার কও কথা, তোলো ও বিধুবদন।
পীরিত ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে তায় লজ্জা কি।

এমন তো প্রেমভাঙ্গাভাঙ্গি, অনেকের দেখি।
আমার কপালে নাই সুখ, বিধাতা হোলো বিমুখ,
আমি সাগর সেঁচে কিছু মাণিক পাব না॥

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)

খহড়া।

প্রাণ তুমি আর এ পথে এসো না।
শুধু দেখা, দিবে সখা,
সেতো তা মনেতে বুঝ্‌বে না।
তুমি যার, এখন তার পূরাও বাসনা।
তোমা হোতে দুখ যা হবার।
প্রাণ তা হোয়ে বোয়ে গিয়েছে আমার।
দেখা হোলে, মোরি জ্বোলে,
এ দেখা দিও না॥

চিতেন।

আগে তোমায় দেখ্‌লে সখা,
হোতো পরম আহ্লাদ।
এখন্ তোমায় দেখ্‌লে ঘটে হরিষে বিষাদ।

এসো বোসো বলা হোলো দায়।
কি জানি কে গিয়ে সখা, বোলে দিবে তায়।
সে তোমাকে, আমার পাকে,
করিবে লাঞ্ছনা ॥

অন্তরা।

তা বলা নয়, উচিত হয়, না এলে এখন।
নূতনরঙ্গিণী তোমার কোরিবে ভৎসন।

চিতেন।

আমায় বরং সখা, দিও দেখা, যুগযুগান্তে।
অনাদর নাহি কোরো সেই নূতন পীরিতে।
নব রসে সে, যে, রঙ্গিণী।
প্রাণ, হোয়েছে তোমার প্রেমের সধীনী।
আমায় যেমন জ্বলিয়েছিলে, প্রাণ তারে জ্বালা দিও না।

মহড়া।

বলো কার অনুরোধে ছিলে প্রাণ।
ছিলে আমার বশ, কি যৌবনের বশ,
কি প্রেমের বশে, প্রেমরসে তুষ্‌তে প্রাণ।

রাখিতে হে অধীনীর সম্মান।
অভিমানী হোতেম্ হে তোমায়।
প্রাণনাথ, কার সোহাগে, অনুরাগে,
ধোর্‌তে আমার পায়।
তুমি আমি, যে, সেই আছি, তবে কিসে গেলো সে সম্মান॥

চিতেন।

আবাহন কোরে প্রেম দিলে বিসর্জ্জন।
সে যেমন হোক্ হোয়েছে,
আমার কপালে ছিল হে যেমন।
রঙ্গরসে ছিলেম্ এত দিন।
প্রাণনাথ, প্রেমের পথে, দুজনাতে,
কে কারো স্বাধীন।
শেষে যদি কোর্‌বে এমন, কেন আগে বাড়াইলে মান

অন্তরা।

ওরে প্রাণ রে, কথা কবার নয়, কইতে ফাটে হিয়ে
পূজ্য ছিলেম্, ত্যাজ্য হোলেম্, যৌবন গিয়ে॥

চিতেন।

দৈব দেখা প্রাণনাথ, হোতো হে পথে।

আপ্‌না আপ্‌নি ভুলিতে, হাতে আকাশের চন্দ্র পেতে।

এখন্ তো সেই পথের দেখা হয়।

প্রাণনাথ লজ্জাতে মুখ ঢাকো যেন ঠেকেছ কি দায়।

প্রেম গ্যাছে, যৌবন গ্যাছে, শেষে তুমি করিলে প্রস্থান॥

মহড়া।

বসন্তেরে সুধাও, ও সখি।

আমার নাথের মঙ্গল কি।

নিবাসে নিদয় নাথ, আসিবে নাকি,

তার অভাবে ভেবে তনুক্ষীণ।

দিনে শতবার গণি দিন।

আসার আশয়ে আছি, আশাপথ নিরখি॥

চিতেন।

প্রাণনাথ যেদেশে আমার, করিছে বিহার

এ ঋতু রাজার, তথা অধিকার।

তার শুভ সংবাদ যত।

সকলি তা জানে বসন্ত।

সুমঙ্গলকথা তার, শুনালে হব সুখি॥

অন্তরা।

হায়! কাল আসিবো বোলে নাথ কোরেছ গমন।

ভাগ্যগুণে যদি, হোলো সে মিথ্যাবাদি,

চারা কি এখন ॥

চিতেন।

সে যদি ভুলেছে আঁমারে, মনে না কোরে।

আমি কেমনে ভুলিবো তারে।

পতি, গতি, মুক্তি অবলার।

সুখ মোক্ষ সেই গো আমার।

তাহার কুশল শুনে, কুশলে কুল রাখি ॥

মহড়া।

অঙ্গ দহে অঙ্গহীন জন।

ছি ছি নাথ বিনে কি লাঞ্ছন।

হরকোপে যার তনু হোয়েছে দাহন।

সে দোহিছে বিনে প্রাণনাথ।

করহীনে করে করাঘাত।

এ সব লাঞ্ছনা হোতে বরঞ্চ ভাল মরণ ॥

চিতেন।

প্রাণনাথ বিদেশে গমন, করিলো যখন।

পিছে পিছে তার, গ্যাছে আমার মন।

সে সঙ্গে না গেল কেন প্রাণ।

বসন্তে হোতেছে, অপমান।

জীবন রোয়েছে বোলে, হোতেছিগো জ্বালাতন।

মহড়া।

এই বড় ভয় আমার মনে।

পাছে কুল যায়, না পাই প্রেমধন,

শেষে হাস্‌বে শত্রুগণে।

পীরিতের রীতি আমি, কিছু জানিনে।

প্রেমসুধা আস্বাদন।

সদা কোরিতে চাহে পোড়া মন।

নাহি জেনে মন্ত্র নাথ, দিবো হাত ফণীর বদনে।

(অথবা) বিচ্ছেদ কণ্টক আছে,

ফুটে পাছে, কোমল চরণে॥

চিতেন।

সাধে কি কলঙ্কভয়ে ভঙ্গ দিতে চাই।
সুখ আশে, মোজে শেষে, কুল বা হারাই।
একে তরুণতরী, তায় তুমিহে নবকাণ্ডারী।
কলঙ্কসাগরে প্রাণ দেখো, যেন ডুবে মরিনে॥
(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

মহড়া।

তোরে ভাল বেসে ছিলাম্ বোলে কিরে প্রেম,
আমার দুকুল মজালি।
দুমাস না যেতে, দারুণবিচ্ছেদের হাতে,
সঁপে দিয়ে আমায় ফেলে পলালি।
সই কিসে, বিচ্ছেদবিষে, জ্বোলি তাই বোলি।
আমি সাধে কি বিষাদে রেঙ্গয়েছি।
কোরে না বুঝে লোভ, শেষে পেয়ে ক্ষোভ,
বলি কাকে, চোখে দেখে ঠেকেছি।
যেমন মৎস্যমাংসভোগী, হোয়েছিল জম্বুকী,
তুই কি আমার ভাগ্যে এখন্ সেইটে ঘটালি॥

চিতেন।

পীরিতে মোজিয়ে চিরদিন রবো, প্রাণ জুড়াবে,

ছিল বাসনা।

ত্রিরাত্র না যেতে, তাতে, কি বিড়ম্বনা।

আমি তোরি জন্যে হোলেম্ পরের বশ।

আগে মান্ খোয়ালেম্, কুল মজালেম্,

দেশ বিদেশে অপমান্ আর অপযশ।

আগে দেখিয়ে বাড়াবাড়ি, কল্লি ছাড়াছাড়ি তুই,

আমার মাথায় তুলে দিলি কলঙ্কের ডালি॥

মহড়া।

পতি বিনে সই, সতীর মান কই, আর থাকে।

হায় আমি যেন হোলেম্ সতী, বিপক্ষ তাঁয় রতিপতি,

নারী হোয়ে কি কোর্ব্বো তার, শিব ডরাতেন্ যাকে।

আমার হোলো যার মানে মান্, সে কই মান্ রাখে।

ছি ছি কি লজ্জা আইগো আই।

অন্য দিনের কথা দূরে থাক্,

সর্ব্বনেশের পর্ব্বকটা মনে নাই।

হোলেম্ পতির পরিত্যেজ্যে,
থাক্‌তে দেয় না রাজ্যে সই,
আবার রাজার মসিল কাল কোকিল ডাকে ॥

চিতেন।

পতি পরহন্তা, ব্যবস্থা সতীর প্রতি নয়।
একাঙ্গ হোলে দুজনার, তবেই ধর্ম্ম রয়।
হোলো তায় আমার সম্বন্ধ।
নামে ভার্য্যে, কাযে ত্যাজ্যা সই,
লোকের যেমন চড়ার সনন্দ।
আমায় তাচ্ছিল্য দেখে তার, দয়া হবে বলো কার,
আমার পতিদণ্ডজ্বালা, জুড়াবে কে ॥

অন্তরা।

হায় আমার একথা; অকথ্য, সত্যবাদী পতি আমার।
আসি আশা দিয়ে, গেল মন ছোলে,
যুগান্তরে পাওয়া ভার ॥

চিতেন।

ফুলে বন্ধি হোয়ে ওগো সই, মুলে হারা হোই।
কত হবো গো রমণী হোয়ে, অনঙ্গবিজয়ী

আমার ধিক্ ধিক্ যৌবনে।
কাননের কুসুম যেমন সই,
ফুটে আবার শুকায়ে রয় কাননে।
আমায় পেয়ে কুলনারী, বধে সারি সারি সই,
যেমন্ কুরুসৈন্য বেড়া চারিদিকে॥

মহড়া।

ঘর আমার নাই ঘরে।
মদন কর দিবো কি তোমার করে।
ভূমিশূন্য রাজা তুমি, পতিশূন্য সতী আমি,
আমার স্বামী গৃহশূন্য, কাল কাটালেন্ পরে পরে।
সর সর, পঞ্চশর হে, ডর কোরিনে তোমারে।
আমার জীবনশূন্য এ জীবন।
ঋতুরাজহে, শূন্যগৃহে, সৈন্য লোয়ে কি কারণ॥
(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

মহড়া ।

সব জ্বালা জুড়ালো ।

আমার প্রবাসী নিবাসে এলো ।

তুমি পেলে তোমার প্রজা, আমি পেলেম্ আমার রাজা,

এখন তুমি মদন রাজা, কার কাছে,

কর লবে বলো ॥

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)

মহড়া ।

সেই গেলে প্রাণ আসি বোলে, এই কি সেই আসি

সুখের আশে, দুখে ভাসে, বঁধু তোমার প্রাণপ্রেয়সী

বলো কেমন পেয়েছিলে, নবরূপসী ।

সে আশাতে যদি বশ হোলে রসময় ।

আশা দিয়ে আমারে যাওয়া উচিত নয় ।

আশাপথ চেয়ে আমি, নয়ননীরে ভাসি ॥

চিতেন ।

এসো এসো এসো দেখি,

প্রাণ, একি দেখি চমৎকার ।

অপরূপ আগমন হইল তোমার।
শশিসঙ্গে তুমি প্রাণ, করিলে গমন।
ভানুসঙ্গে পুন এসে দিলে দরশন।
আমারে বঞ্চনা কোরে, কোথা পোহালে নিশি॥

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

মহড়া।

প্রাণ, তুমি আপনার নহ, আমার হবে কি।
মনে২ মনাগুণে, আমি জ্বোল্‌বো বই আর বোল্‌বো কি।
অনেক দিনের আলাপ বোলে আদরে ডাকি।
কেমন আছ তুমি প্রাণ, শুনি শ্রবণে।
প্রাণ গেলে প্রাণ, নিজ দুখ তোমায় বলিনে।
ফলহীন বৃক্ষের কাছে,
সাধ্‌লে কাঁদ্‌লে ফোল্‌বে কি॥

চিতেন।

আমায় বোলে, আমায় ছোলে,
প্রাণ দিলে পরেরি করে।
তুমি বন্দী হোয়ে আছ তার, প্রেমেরি ডোরে।

*   *   *   *

*   *   *   *

বিরস মুখের হাসি দেখে, বলো কে হবে সুখী ॥

অন্তরা।

তুমি ছিলে যখন্ আত্মবশে রসে যুড়াতে।
পরের হোয়ে আর কি এখন্ পার ভুলাতে।
আমার যা হবার হোলো, প্রাণ, ভাল দায়ে পোড়েছ।
রাহুগ্রস্ত শশী যেমন্, তেমনি হোয়েছ।
সন্ধিযোগে সে শশীর স্থিতি দণ্ড নয়।
সন্ধ্যা হোলে তোমার প্রাণ, নিত্য গ্রহণ হয়।
সারানিশি, সর্ব্বগ্রাসী, দিনে ও চাঁদমুখ দেখি ॥

মহড়া।

রমণী হোয়ে রমণীরে, রতি মজালে।
তাঁর মৃত পতি, কেনে বাঁচালে।
বিরহিণীর দুখ ঘটালে।
রতিপতি দেয় যন্ত্রণা, আমার পতি তা বুঝে না।
আমি একা, সে অদেখা শত্রু বুঝাবো কি বোলে ॥

চিতেন।

অনঙ্গ যে অঙ্গ দহে, একি প্রাণে সয়।

এক্‌বার মনে কোরি, ভয়ে ভোজ্‌বো মৃত্যুঞ্জয়।

আবার ভাবি তায় কি হবে।

রতিতো পতি বাঁচাবে।

এক্‌বার মদন, হোয়ে নিধন,

নারীর গুণে জীবন পেলে॥

অন্তরা।

মরি কি তার গুণের পতি।

কি গুণে বাঁচালে রতি।

অসতীরে সুখী কোরে, সতীর করে দুর্গতি॥

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

(পাল্‌টা গীত)।

মহড়া।

রতি কি তার নিজ পতি, করে না দমন।

পেয়ে পরনারী, মজালে মদন।

নির্ব্বিবেকি-নারী সে কেমন।

আমরা নিজ পতি জনে,
চাইতে না দিই কারো পানে।
সে কেমনে, পতিধনে,
পরে সোঁপে, ধরে জীবন॥

চিতেন।

বসন্ত সামন্ত আদি বাড়িল রঙ্গ।
বিরহি-যুবতীর অঙ্গ, দহে অনঙ্গ।
যত কোকিলে কুহরে, তত হানে পঞ্চ শরে,
অবলারে প্রাণে মারে, স্মর শরে করে দাহন॥

অন্তরা।

রতি যদি পতিব্রতা, সে কোথা তার পতি কোথা।
তবে কেন, পঞ্চবাণ, ফেরে গো আমাদের হেথা॥
(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

মহড়া।

যাক্ প্রাণ, প্রাণনাথ যেন সুখে রয়।
থেকে দেশান্তর, দহে নিরন্তর,
তারে নিন্দে করি পাছে পতিনিন্দে হয়।

আমি মোরি সহচরি, করিনে সে ভয়।
দেখ আমি মোলে কত শত মিল্‌বে তার।
সখি সে বিনে, কে আছে গো আমার।
আমায় তেজিলে তেজিতে পারে, কে দুষিবে তারে
সই, আমার পূজ্য ধন বইত ত্যাজ্য ধন নয়॥

চিতেন।

গেল গেল, কুল কুল, যাক্ কুল,
তাহে নই আকুল।
লোয়েছি যাহার কুল, সে আমায় প্রতিকূল।
যদি কুলকুণ্ডলিনী, অনুকূলা হন্ আমায়।
অকূলের তরি কূল পাবো পুনরায়।
এখন ব্যাকুল হোয়ে কি, দুকুল হারাবো সই,
তাহে বিপক্ষ হাসিবে যত রিপুচয়॥

মহড়া।

এই খেদ তারে দেখে মোর্‌ত্তে পেলেম্ না।
আমায় চাক্ না চাক্, সখা সুখে থাক্,
কেন দেখা দিয়ে, একবার ফিরে গেল না॥

চিতেন।

জীবন থাকিতে প্রাণনাথ, যদি নাহি এলো নিবাসে।

লুব্ধ আশা দিয়ে সে, কেন রইলো প্রবাসে।

আমি সেই আশাবৃক্ষে সদা দিয়ে অশ্রুজল।

স্বজিলাম্ সই, কই হোলো সুখফল।

তরু সমূলে শুকাল, শেষে এই হোল সই,

কাল কোকিলের রবে প্রাণ বাঁচে না॥

মহড়া।

আমার যৌবন কিনে লয়, প্রেমধন দেয়,

এমন্ পাইনে রসিক ব্যাপারী।

আমার এ দেশে, অনেক আছে,

যারা করয়ে প্রেমেতে চাতুরী।

কেবল্ মিছে ভ্রমে, ভ্রমে মরি।

অরসিক গ্রাহকে এ রস চায়।

মূল্য শুনে কাণে, মাথা নোওয়ায়।

পশরা নামাতে এসে অনেকে,

আগে দুই বাহু পসারি॥

চিতেন।

মদন রাজার, প্রেমের বাজারে,
এলে প্রেমলাভ হয়।
রসিকে রমণী এলেম্ আমি সেই আশয়।
আগে কে জানে সই, এ বিবরণ।
কপট মহাজন হেথা এমন।
নূতন-ব্যবসায়ি-রমণী গেলে,
ফেরে ফারে করে চাতুরী॥

অন্তরা।

এই অবলা সরলা, প্রেমের জ্বালা,
ভার হয় আপনার সহিতে।
যৌবনরসের ভার অতিভার,
নারী নারি আর বহিতে॥

চিতেন।

গোপেতে গোরস, লোয়ে দেশ দেশ,
ভ্রমণ করে যেমন।
এত নয় তাদৃশ পছাবার ধন।
রসিক গ্রাহক যদ্যপি পাই।

বিরলে বিক্রয় করি তার ঠাঁই।
আমারে কিনিবে যৌবন কিনে,
কেনা হবো আমি তাহারি ॥

মহড়া।

হর নই হে, আমি যুবতী।
কেন জলাতে এলে রতিপতি।
কোরো না আমার দুর্গতি।
বিচ্ছেদে লাবণ্য, হোয়েছে বিবর্ণ
ধোরেছি শঙ্করের আকৃতি ॥

চিতেন।

ক্ষীণ দেখে অঙ্গ, আজ অনঙ্গ,
একি রঙ্গ হে তোমার।
হরভ্রমে শরাঘাত, কেন করিতেছ বারে বার।
ছিন্ন ভিন্ন বেশ, দেখে কও মহেশ,
চেন না পুরুষ প্রকৃতি ॥

অন্তরা।

হৃদয় শুন শম্ভু অরি, ভেবে ত্রিপুরারি,

বৈরী হোওনা আমার।

বিচ্ছেদে এ দশা, বিগলিতকেশা,

নহে এতো জটাভার॥

চিতেন।

কণ্ঠে কালকূট নহে, দেখ পোরেছি নীলরতন।

অরুণ হোলো নয়ন, কোরে পতিবিরহে রোদন

এ অঙ্গ আমার, ধূলায় ধূষর,

মাখি নাই মাখি নাই বিভূতি॥

——

চিতেন।

পাণ্ডব খাণ্ডববন দহিল যখন।

নানাজাতি পক্ষী তাতে হইল দাহন।

কোকিল মোরিত যদি তায়।

তবে কি কুরবে প্রাণ যায়।

বিরহিণী বোধিবারে, বাঁচাইল ধনঞ্জয়॥

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)

মহড়া।

এ বসন্তে সখি, পঞ্চ আমার কাল হোলো জগতে।

করে পঞ্চদুখে দাহ, পঞ্চভূত দেহ,

পঞ্চত্ব বুঝি পাই পঞ্চবাণেতে।

পঞ্চ যাতনা প্রায়, নিশি পঞ্চ প্রহরেতে।

যদি পঞ্চামৃত কোরিপান, নাহি জুড়ায় প্রাণ,

হৃদে বেঁধে পঞ্চবাণ।

দেখ পঞ্চানন তনু ভস্ম কোরেছিলেন্ যার,

এখন সেই দহে দেহ পঞ্চশরেতে॥

চিতেন।

পঞ্চাক্ষরনাম, মকরধ্বজ,

বিরহিরাজ্যে রাজন।

সহ সহচর, পঞ্চশর, রিপু হোলো পঞ্চজন।

ভ্রমরকোকিলাদি পঞ্চশর।

রাজা পঞ্চশর।

অঙ্গে হানে পঞ্চশর।

তাহে উনপঞ্চাশত, মলয়মারুত সই,

আবার ভানু দহে তনু পঞ্চযোগেতে॥

অন্তরা।

সই, গ্রহ প্রকাশিলে, পঞ্চম মঙ্গল,

ফুলঘ্রাণ যেন পঞ্চবাণ।

পঞ্চদশ দিনে হ্রাস বৃদ্ধি যার,

তার কিরণেও দহে প্রাণ॥

চিতেন।

পঞ্চম দ্বিগুণ বদন যার, রাক্ষসের যে প্রধান।

তার চিতাসম জ্বলিছে সখি, পঞ্চম দুখেতে প্রাণ।

যদি দ্বিপঞ্চদিকেতে চাই।

পঞ্চ রিপু পাই।

পঞ্চ সহকারী নাই।

কেবল পঞ্চম অসাধ্যে, পঞ্চ রিপুর মধ্যে সই,

আমি থাকি যেন সখি, পঞ্চতপেতে॥

অন্তরা।

সই, পঞ্চপাণ্ডবেরা, খাণ্ডবকানন,

জ্বালায়ে ছিলো যেমন।

তেমতি এ দেহ জ্বালায় সখি, বসন্তের চর পঞ্চজন।

পঞ্চম দ্বিগুণ, দ্বিগুণ কোরে, করিতে চাহি ভক্ষণ।

তাহে প্রতিবাদী হয়গো আসি, প্রতিবাসী পঞ্চজন।
বলে পঞ্চরিপু গিয়েছে, সোয়েছে,
এ পঞ্চ ক দিন আছে।
কিন্তু এ পঞ্চযাতনা, প্রাণে আর সহে না,
সই, এবার পঞ্চ-মিশায় বুঝি পঞ্চভাগেতে॥

মহড়া।

বধুঁ, কোন্ ভাবে এ ভাবে দরশন।
কোরে মধুর মধুর আলাপন।
কত দিন প্রাণ তুমি হোয়েছ এমন।
প্রিয়বাক্যে প্রেয়সী বোলিয়ে আমায়।
ডাকিছ প্রেমরসে রসরায়।
ভুজঙ্গের মুখে যেন সুধাবর্ষিণ॥

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

মহড়া।

এই খেদ হয়, তবু বলো পুরুষ ভাল নয়।
যখন দক্ষযজ্ঞে সতী, তেজেছিলেন্ প্রাণ,

তখন মৃত দেহ গলায় গেঁথে রাখ্‌লেন মৃত্যুঞ্জয়।

*   *   *   *   *

চিতেন।

কথায় কথায় কোরে অভিমান,
তিলে কোরেবোম্মো তাল।
ও ধনি, না জানি, কেমন পুরুষের কপাল।
যদি পুরুষ পাতকী হবে।
তবে পাণ্ডবেরা, নারীর সঙ্গে বনে কেন বেড়াবে।
দেখ তারা একা নয়, হরি দয়াময়,
মানে ধোরেছিলেন্ ব্রজে রাধার পদদ্বয়।

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

মহড়া।

আর নারীরে করিনে প্রত্যয়।
নারীর নাইকো কিছু ধর্ম্ম ভয়।

*   *   *   *   *

চিতেন।

*   *   *   *   *

অন্তরা।

নারী মিল্‌তে যেমন্, ভুল্‌তে তেমন্,

দুই দিকে তৎপর।

মোজ্‌য়ে পরে, চায় না ফিরে, আপনি হয় অন্তর।

চিতেন।

উত্তমেরে তেজ্য কোরে অধমে যতন।

নারী বারি, দুই জনারি, নীচ্ পথে গমন।

তার প্রমাণ বোলি প্রাণ, নলিনী তপনে

তেজিয়ে, বনের পতঙ্গ, সে ভৃঙ্গ,

তারে মধু বিতরয়॥

মহড়া।

বঁধু, কার কখন্ মন রাখ্‌বে।

তোমার এক আলা নয়, দুদিক্ রাখা,

বলো প্রাণ কিসে প্রাণ বাঁচ্‌বে।

সমভাবে কেমনে রবে।

সবে তোমার এক মন।

তায় কোরেছ প্রেমাধীনী দুঠেঁয়ে দুজন।

কপটপ্রেমে বলো দেখি প্রাণ,

হাসাবে কায় কাঁদাবে॥

চিতেন।

একভাবে পূর্ব্বে ছিলে প্রাণ,

সে ভাব তোমার নাই।

পেয়েছ যে নূতননারী, মন তারি ঠাঁই।

রাখ্‌তে আমার অনুরোধ।

প্রাণ, তোমার প্রমাদ হবে, সে কোরিবে ক্রোধ।

দেষাদ্বেষি দ্বন্দ্ব কোরে কি, দেশান্তরী কোরিবে॥

মহড়া।

কার্ দোষ দিবো কপালেরি দোষ আমার।

যেমন প্রাণনাথ, প্রাণে দেয় আঘাত,

তেমনি অন্যায় অবিচার বসন্ত রাজার।

কে আছে সপক্ষ রে বিরহি-জনার॥

চিতেন।

সময়েরি গুণে সখি রে, করে হীনজনে অপমান।

কোথা গে, জুড়াব প্রাণ, নাহি দেখি হেন স্থান।

একে দুঃসহ বিরহ, নির্ব্বাহ নাহিক হয়।
তাহে কালগুণে কালবসন্ত উদয়।
এসে সপ্তরথি মিলে, যুবতী মজালে সই,
যেন অভিমন্যুবধের উদ্যোগ এবার॥

অন্তরা।

সই, আমি যার, সে আমার ভেবে,
দেশে যদি না এলো।
জগতের জীবন, মলয়পবন,
সে আমার কাল হোলো।
তবে মরণ ভালো॥

চিতেন।

প্রিয়জনে তেজে প্রিয়জন,
গেল প্রয়োজনে আপনার।
আমারে বলে আমার, এমন্ কে আছে আমার।
হোয়ে রতিপতি, করে যুবতীর সঙ্গেতে বল।
আছি পথ চেয়ে, রথ হোয়েছে অচল।
ভয়ে সারথি পলালো, শেষে এই হোলো;

সই, কাল কোকিলেরি রবে
প্রাণে বাঁচা ভার ॥

মহড়া।

তবে কি হবে স্বজনি, নাথ মান কোরে গেলো
প্রাণ সই, আমি ভাবি ঐ,
আবার দ্বিগুণজ্বালায় জ্বোল্‌তে হোলো ॥

*   *   *   *   *

চিতেন।

বিধিমতে প্রাণনাথেরে কোরিলাম্ বারণ।
কোরো না কোরো না, বঁধু প্রবাসে গমন।
সে কথা না শুনে প্রাণনাথ।
অকালে সকালে প্রেমে হান্‌লে বজ্রাঘাত।
নারী হোয়ে, করে ধোরে, সাধ্‌লাম্ তারে,
তবু না রহিলো ॥

মহড়া।

কোকিল কর এই উপকার।
যাও নাথের নিকটে একবার।
ব্যথার ব্যথিত হও তুমি আমার।
নিষ্ঠুর নাগর আছে যথায়।
পঞ্চস্বরে গান শুনাও গে তায়।
শুনে তব ধ্বনি, বোলিয়ে দুখিনী,
অবশ্য মনে হইবে তার॥

চিতেন।

বিরহি-জনার, অন্তরে হানো কুহু কুহু স্বর।
ইথে নাই তোমার, পৌরুষ পিকবর।
একলা অবলা আমি বালা।
আমারে যেরূপে দিলে জ্বালা।
তাহারে তেমতি পার হে জ্বালাতে,
প্রশংসা তবে কোরি তোমার॥

অন্তরা।

হায়, যে দেশে আমার প্রাণনাথ,
কোকিল বুঝি নাই সে দেশে।

তা যদি থাকিতো, তবে সে আসিতো,

বসন্তসময়ে নিবাসে ॥

চিতেন।

কিংবা কোকিল আছে, নাই তার সুস্বর তব সমান।

কুরবে বুঝি হান্‌তে পারে না বাণ।

অতএব মিনতি করি এখন।

কোকিল, তথায় কর গমন।

তোমার এ রবে, প্রবাসে কে রবে,

নিবাসে আসিবে নাথ আমার ॥

মহড়া।

কে সাজালে হেন যোগীর বেশ।

কহ অলিরাজ সবিশেষ।

কেতকীসৌরভ অঙ্গে তব অশেষ।

রজ লেগেছে কালগায়, হোয়েছে প্রাণ বিভূতির প্রায়,

ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি, রূপের না দেখি শেষ ॥

চিতেন।

ধুতুরা পীযূষ বঁধু কোরেছ হে পান।

হেরিয়ে তোমার মুখ, কোরি অনুমান।

তাহাতে হোয়েছে প্রাণধন।

আঁখি দুটি উর্দ্ধে উন্মীলন।

মধু ভিক্ষা কোরে বঁধু, ভ্রমিতেছ নানাদেশ॥

———

মহড়া।

নবযৌবনজ্বালায়, মোলেম্ গো সহচরি।

নাথ নিবাসে এলোনা কি কোরি।

* * * *

চিতেন।

বয়স প্রথমে, সপ্তম অষ্টমে,

বালিকা ছিলাম্ যখন।

তখন বোলিতাম্ স্বজনি, ভাল মদন সেই কেমন।

এখন প্রাণনাথের বিহনে,

জানিলাম্ স্বজনি দহে বটে মদনে।

হোলো কলিকাকদম্ব, এ কুচদাড়িম্ব,
দিনে দিনে দ্বিগুণ ভারি ॥

অন্তরা।

যদি অনল, হোতো প্রবল,
জলে করিতাম্ নির্ব্বাণ।
নৈলে কালভুজঙ্গ, দংশিলে এ অঙ্গ,
মন্ত্রেতে বাঁচিতো প্রাণ।

*　　*　　*　　*

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য) ।

মহড়া ।

আগে প্রেম না হোতে কলঙ্ক হোলো।
বিধি ঘটালে উদ্যোগে দুর্যোগ,
প্রেমের আশা না পূরিলো।
উপায় এখন কি কোরি বলো।
তুমি এপথে এলে, করে কুরব কুচক্রী সকলে,
দিনান্তরে দিতে দেখা বুঝি সখা তাহা ঘুচিলো ॥

চিতেন।

না হোতে তোমার সহ সুখসংঘটন।
জানাজানি কাণাকাণি করে রিপুগণ।
নয়নেরি মিলনে।
এত প্রমাদ হবে তা কে জানে।
না পেলেম প্রাণ জুড়াইতে, লাভে হোতে দুকুল গেলো॥

অন্তরা।

সরমে মোরি মরমে লোক যদি হাঁসে।
তোমার লজ্জায় আমার লজ্জায় বাঁচিব কিসে॥

চিতেন।

দুজনে গোপনে যদি অন্য কথা কয়।
অমনি চম্‌কে উঠে অভাগীর হৃদয়।
ফুটিতে না পারি হায়।
যেমন বোবার স্বপ্নসম প্রায়।
মনাগুণ মনে জ্বলে,. নয়নজলে,
হোয়ে প্রবলো॥

———

(উক্ত গীতের পাল্টা)।

মহড়া।

এই কোরো প্রেম গোপনে রেখো।
কেহ না জানে তুমি আমি বই,
কথা প্রকাশ কোরোনাকো।
দেখো প্রাণ অতি সাবধানে থেকো।
তোমায় আমার ঐক্যতা।
কেউ শুনেনা যেন একথা।
পথে দেখা, হোলে সখা,
নয়ন ঠেরে সঙ্কেতে ডেকো॥

চিতেন।

পীরিতের আশা আমার নিরাশা না হয়।
কুলনারী, সদাই কোরি, কলঙ্কেরি ভয়।
যৌবন কোরেছি দান।
তার দক্ষিণা দিলাম্ কুলমান।
না হই যেন অপমানী, গুণমণি,
দেখো হে দেখো॥

অন্তরা।

অবলা, আমি সরলা, তায় কুলবতী।
প্রেমের আশে, পাছে শেষে, বলে অসতী॥

চিতেন।

মনের মিলনে, মনে থাকবো দুজনা।
তুমি কেবা আমি কেবা চেনা যাবেনা।
যেন চাতকিনী প্রায়।
প্রেম সমানে থাকবে দুজনায়।
মেঘে যেমন শশী ঢাকা, তেমনি সখা,
লুকায়ে থেকো॥

মহড়া।

হায় রে পীরিতি, তোর গুণের বালাই নে মোরি।
যখন যারে পাও, তার কি সুখ দুখ সব ঘুচাও,
তোলো সিংহাসনে, কর পথের ভিকারী।
তোমার তরে সদা ঝরে হে কি পুরুষ কি নারী।
একবার যার সঙ্গে যার পীরিত হয়।
সে তার নয়নতারা, আর কিছুই কিছু নয়।

ভাবি জন্মে যার মুখ না দেখিব আর,
আবার দেখা হোলে তার সেই চরণে ধোরি ॥

চিতেন।

কিক্ষণে এপ্রেমে লাগ্‌লো প্রেম আমি জন্মে ভুল্‌তে পারিনে।
দুখভোগ অনুযোগ তবু না দেখ্‌লে তো বাঁচিনে।
কেমন কোরে রেখেছিস্ আমায়।
তারে না দেখ্‌লে প্রাণ আর কোথাও না জুড়ায়।
মন স্বর্গপথে যেতে বর্গ মানে না,
আমি চতুর্ব্বর্গ ফল পাই চাঁদবদন হেরি ॥

অন্তরা।

হায় প্রেমের প্রেম মনে উদয় হোলে
সাধ্য কি বাধ্য রাখি।
তিলেক না হেরে, বিরহবিকার,
পলকে পলকে প্রলয় দেখি ॥

চিতেন।

প্রেমসুধা পান যে করে তার নাহি থাকে কোন খেদ।
সপক্ষ বিপক্ষ প্রেমে শত্রু মিত্র নাহি ভেদ।
নাই উঠ্‌তে বোস্‌তে শক্তি যার।

শুনে প্রেমের কথা, যায় সাতসমুদ্রপার।
প্রেমে বোবার কথা শুনে, কাণায় চক্ষু পায়,
আবার পঙ্গু এসে হেসে লঙ্ঘায় গিরি ॥

মহড়া।

কালবসন্তের হাতে, যায় বা সতীত্বসৌরভ।
যে ধন দিয়ে গেলেন্ প্রাণনাথ, তায় বা করেগো আঘাত।
কত সই গো সই, মুহুর্মুহু কুহুরব ॥

চিতেন।

শিশিরনিশির যন্ত্রণা, সই এ হোতে ছিলো তো ভালো।
বসন্ত, হোয়ে কৃতান্ত, বিরহী বোধিতে এলো।
মনের কথা কই এমন্ কে আছে।
ঋতুর রাজা যিনি, নারী বধেন্ তিনি,
তবে আর দাঁড়াবো কার্ কাছে।
আসি সপ্তরথি মিলে, আমারে মজালে,
যেমন অভিমন্যু ঘেরেছে কৌরব ॥

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

মহড়া।

ধিক্ সে প্রাণকান্তে, এলো না বসন্তে।
রমণী রাখিয়ে ভুলে আছে কি ভ্রান্তে।
সে যে গিয়েছে দূরদেশ।
আছি কি মোরেছি করে না উদ্দেশ।
পতি হোয়ে সঁপে গেলো, মদনদুরন্তে॥

চিতেন।

একা রেখে যুবতীকে, গেল দেশান্তর।
তার বিরহেতে প্রাণ আমার দহে নিরন্তর।
সে বিনে এ যৌবনরতন।
বলো রক্ষক কে, করিবে রক্ষণ।
কাহার শরণ লোই বিনে প্রাণকান্তে॥

অন্তরা।

প্রিয়জনে তেজে প্রিয়জন, আছে কেমনে।
হোলো না কি তার দয়া রমণীরতনে॥

চিতেন।

কন্যাকালের কথা মনে হোলে বাড়ে শোক।
আমার জনক তারে দিলেন দান, দেখিয়া সুলোক।

করে করে কোরে সমর্পণ।
তারে বোল্লেন্, সুখে কোরো হে পালন।
কথা না হোলো পালন, সঁপিলেন্ কৃতান্তে॥

মহড়া।

যে কোরেছে যাহার সহ পীরিতি ব্যাভার।
সেই সে বুঝেছে সখি মরম তাহার।
পরেতে পরের মন, কে পেয়েছে কার।
প্রণয়কারণে, উভয়ের দোষ গুণ না করে বিচার॥

চিতেন।

কামিনী পুরুষ মাঝে সই, আছে যত জন।
যে যাহার মন কোরেছে হরণ।
মান অপমান দেখে না, দোঁহে সদা করে অঙ্গীকার॥

অন্তরা।

ওরে প্রাণরে, গরিমা নাহি প্রেমিকদেহে।
প্রেমের অধীন হোলে সকলি সহে॥

চিতেন।

গুরুজনা গঞ্জনা দেয়, না হয় দুখী।

সদা বাসনা প্রিয়তমেরে দেখি।
দিনান্তরে দেখা না হোলে,
মন প্রাণ দহে দোঁহাকার॥

মহড়া।

সে যেন এ কথা শুনে না।
দেয় বসন্তে আমারে যাতনা।

*   *   *   *

চিতেন।

শশীর কিরণে প্রাণ জ্বলে, জলেতে নাহি জুড়ায়।
বিষপ্রায়, যদি চন্দন মাখি গায়।
শেলসম হোলো, কোকিলের গান।
মলয়মারুত অগ্নিসমান।
এ দেশের এ বিচার, শুনিলে নাথের আর,
পুন পদার্পণ হবে না॥

নিত্যানন্দবৈরাগী।

সখীসংবাদ।

—:০:—

মহড়া।

বঁধুর বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে।
শ্যামের বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে।
নহে কেন অঙ্গ, অবশ হইলো,
সুধা বরিষিলো শ্রবণে॥

চিতেন।

বৃক্ষডালে বোসি, পক্ষী অগণিত,
জড়বত কোন্ কারণে।
যমুনারি জলে; বহিছে তরঙ্গ,
তরু হেলে বিনে পবনে॥

অন্তরা।

একি একি সখি, একি গো নিরখি,
দেখ দেখি সব গোধনে।
তুলিয়ে বদন, নাহি খায় তৃণ,
আছে যেন হীনচেতনে॥

চিতেন।

হায়! কিসের লাগিয়ে, বিদরয়ে হিয়ে,
উঠি চমকিয়ে সঘনে।
অকস্মাত একি, প্রেম উপজিল,
সলিল বোহিছে নয়নে।
আর এক দিন, শ্যামের ঐ বাঁশী
বেজেছিলো কাননে।
কুললাজভয়, হোরিলে তাহাতে,
মোরিতেছি গুরুগঞ্জনে॥

মহড়া।

গমনসময়েতে কেন কেঁদে গেলো মুরারি।
তাই ভাবি দিবা শর্ব্বরী।

জনমের মত রাধারে কাঁদালে, সই,

বুঝি ব্রজে আসিবে না হরি ॥

চিতেন ।

হরি কি আসিবে ব্রজে আর মনে সন্দেহ কোরি ।

যদি মধুপুরী হেসে যেতো হরি পুনঃ আসিত বংশীধারী ॥

অন্তরা ।

হায়! দুটি করে ধোরি যখন আমায় যাই যাই বঁধু কয় ।

তখন শ্যামের কমলবদন, নয়নজলে ভেসে যায় ॥

চিতেন ।

এতই মমতা শ্যামের যাইতে মধুপুরী ।

সজলনয়নে, উঠিলেন রথে, বিধুমুখ মলিন কোরি ॥

মহড়া ।

রাধার বঁধু তুমি হে,

আমি চিনেছি তোমায় শ্যামরায় ।

রাজারি বেশ ধোরেছো হে মথুরায় ।

রাখালের বেশ লুকায়েছো বঁধু,

বাঁকা নয়ন লুকাবে কোথায় ॥

চিতেন।

এত অন্বেষণ, কোরিয়ে মোহন,
দরশন পেলেম্ ভাগ্যোদয়।
পাঠালেন্ কিশোরী, ওহে বংশীধারি,
প্রতারণা কোরোনা আমায় ॥

অন্তরা।

এত যে মুরারি, জামাযোড়া পোরি,
বার দিলে গজপরেতে।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম, রূপ ঠাম শ্যাম,
ঢাকা নাহি যায় তাহাতে ॥

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

মহড়া।

ওহে কৃষ্ণ, রাই কেন কৃষ্ণবর্ণা ব্রজে হোলো।
কুবুজা কুৎসিতা নারী হোলো সুন্দরী,
হেমাঙ্গিনী শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গ কালো ॥

চিতেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দে দূতী বিনয়বাক্যেতে কয়।

কালাচাঁদ, কিছু ব্রজের সংবাদ, শুন দয়াময়।
রাধার রূপের গৌরব কত ছিল শ্যাম।
সেই রূপে, প্রাণ সোঁপে,
তোমার প্রেমে বৃন্দাবন ধাম।
গমনকালেতে, কংসের রাজ্যেতে,
রাহু যেন আসি শশী ঘেরিলো॥

অন্তরা।

তাই জান্‌তে এসেছি, বোলতে এসেছি,
বোল্‌তে হবে তোমারে।
কিসে এমন হোলো, কিসে সে রূপ গেল শ্যাম,
হায় হায় কি কাল দংশিলো রাধারে॥

চিতেন।

যে দিন হইতে মথুরাতে, করিলে পদার্পণ।
সেই হোতে প্যারী ধরণীতে কোরেছে শয়ন।
তোমার প্রেমের দায়ে রাধার এই হোলো।
কুলে কালী, মান্নে কালী, ছিল রূপ তাও কালী হোলো।
সে যে তেজে তাম্বূল বেণী, ওহে চিন্তামণি,
শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গ ভূমে মিশালো॥

মহড়া।

যদি বৃন্দাবনে এসেছেন্ হরি।
তোমায় দয়া কোরে ওগো কিশোরি।
সবে মেলি হেরি গিয়ে রূপমাধুরী।
কেনে গো বিলম্ব কর, ঐ দেখ বংশীধর,
রাধা রাধা বোলে সদা বাজাতেছে বাঁশরী॥

চিতেন।

বিধাতা সাজালেন্ শ্যামে অতি চমৎকার।
বার এক সাধ ছিলো, শ্রীমতী রাধার।
শ্রীকৃষ্ণের চরণে দিতে তুলসীর মঞ্জরী॥

অন্তরা।

হায়! কাননেতে তরুলতা ছিল শুখায়ে।
সকলে প্রফুল্ল হোলো বঁধুরে পাইয়ে॥

চিতেন।

কোকিল পঞ্চমস্বরে কোরিতেছে গান।
কমলে বোসিয়ে অলি করে মধুপান।
আনন্দে গমন হোয়ে নৃত্য করে ময়ূরী॥

মহড়া।

সখি, এই বুঝি সেই রাধার মনচোর,

নটবর বংশীধারী।

তেজে সেই বৃন্দাবন, শ্যাম এলেন্ এখন, মধুপুরী।

আমা সবা পানে কটাক্ষে চেয়ে,

কোরে নিলে চিত চুরি॥

চিতেন।

মথুরানাগরী কোহিছে সবে, কৃষ্ণের লাবণ্য হেরি।

অক্রূর সহিতে, কে এল ঐ রথে,

কালরূপে আলো কোরি॥

অন্তরা।

শ্রবণে যেমন শুনেছিলাম্ সই,

দেখিলাম্ আজ নয়নে।

আঁখি মনের বিবাদ আমার ঘুচে গেলো এত দিনে॥

চিতেন।

এত গুণ রূপ না হোলে সখি,

গুণময় হয় কি হরি।

এমন মাধুরী, কভু নাহি হেরি,

আহা মরি মরি মরি ॥

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

মহড়া।

কমলিনী কুঞ্জে কি কর।

তোমার নব প্রেম ভাঙ্গিলো।

ব্রজের বসতি বুঝি উঠিলো।

মথুরাতে যাবে কৃষ্ণ ঐ, নন্দের ভেরী বাজিল ॥

চিতেন।

সহচরী কহে কিশোরি, ব্রজে প্রমাদ হইলো।

মথুরা হইতে, প্রাণনাথে হোরে নিতে,

অক্রূর আইল ॥

অন্তরা।

যে শ্যামচাঁদসোহাগে তোমায় আদরিণী বলে ব্রজেতে।

সে শ্যামসুন্দর, মথুরানগরে যাবে নিশিপ্রভাতে ॥

চিতেন।

সেই বংশীধারী, যাবে গো প্যারী,
ত্যেজে গোকুল।
নিধুবনে রাধা রাধা বোলে, কে বাঁশী বাজাবে বল॥

মহড়া।

সে কেন রাধারে কলঙ্কিনী কোবে রাখিলে।
বুঝিতে নারি সখি শ্যামের এ লীলে।
দ্বারকা হইতে আসি শ্রীহরি,
দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারিলে॥

চিতেন।

ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ কোরে সই,
যে জন গিরি ধোরিলে।
শিশু বৎস ধেনু কারণে, আর মায়াতে
ব্রহ্মার মন ভুলালে॥

অন্তরা।

হায়! দেখ প্রাণসখি,
যোগিজন যারে সদা করে ধ্যান।

যাহার বাঁশীর গানেতে, যমুনা বহে উজান।

যার বেণুরবে ধেনু সব, ধায় পুচ্ছ তুলে।

যারে দরশন করিতে, হরপার্ব্বতী,

আসিতেন্ এই গোকুলে ॥

অন্তরা।

হায়! ত্রেতাযুগে শুনেছি সখি,

কর দেখি তাহা প্রণিধান।

যাহার গুণে পশু পক্ষীর, ঝুরিতো দুটি নয়ান।

চিতেন।

সীতা উদ্ধারিতে যেজন, ছলেতে ভাসালে শিলে।

যার পদরেণুপরশে দেখ,

অহল্যা মানবীদেহ পেলে ॥

অন্তরা।

হায়! সবে বলে দয়াময়, পঞ্চ পাণ্ডবের

সখা শ্রীহরি।

প্রেমের বন্ধনে হোলেন্ বলি রাজার দ্বারেতে দ্বারী ॥

চিতেন।

হিরণ্য বোধিতে যেজন, নৃসিংহরূপ ধোরিলে।

প্রহ্লাদ ভক্তের কারণে হরি, স্ফটিকে করি
স্তম্ভে দেখা দিলে ॥

অন্তরা।

হায়! ত্রিপুরারি যার নাম, জপে অবিশ্রাম,
দিবা রজনী।
বীণাযন্ত্রে যার গুণ গায়, সেই নারদমুনি ॥

চিতেন।

শমন দমন হয় যার নামে, রামজী দাসে বলে।
মৈত্রভাবে যেজন কোরেছিল কোলে,
গুহকচণ্ডালে ॥

মহড়া।

তুমি হে ব্রহ্ম সনাতন, অপার মহিমা জনার্দ্দন,
শুনহে শ্রীমধুসূদন।
ইন্দ্রযজ্ঞভঙ্গ কোরিয়ে মুরারি, ধোরেছিলে গিরি গোবর্দ্ধন ॥

চিতেন।

কত রূপে কত লীলা কোরেছ ওহে দৈবকীনন্দন।

গোলক ত্যেজিয়ে, গোকুলে আসিয়ে,

প্রকাশ করিলে বৃন্দাবন॥

অন্তরা।

হায়! শিশুকালে শকটভঞ্জন কোরেছিলে শ্যামরায়।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড উদরমাঝে দেখাইলে যশোদায়॥

চিতেন।

আর এক দিন কুঞ্জকাননে লোয়ে ব্রজগোপীগণ।

মহারাস কোরে, অন্তর্ধান হোয়ে,

হোলে চতুর্ভুজ নারায়ণ॥

অন্তরা।

হায়! কাঞ্চন হোলো কাষ্ঠের তরি শুনেছি পুরাণে।

অহল্যা পাষাণী মানবী হোলো পদরেণু হইতে॥

চিতেন।

দ্রৌপদীরে যখন বিবস্ত্রা করে দুষ্টমতি দুঃশাসন।

বস্ত্রধারী হোয়ে বস্ত্রদান দিয়ে,

কোরেছিলে লজ্জানিবারণ॥

অন্তরা।

হায়! শুনেছি তুমি পাণ্ডবসখা বনমালী কালিয়ে।

রহিলে বলির দ্বারেতে দ্বারী প্রেমে বশ হইয়ে ॥

চিতেন ।

হিরণ্যকশিপু করিলে বধ নৃসিংহরূপ মোহন ।

প্রহ্লাদ ভক্তের কারণে দিলে,

স্ফটিকেরি স্তম্ভে দরশন ॥

(উক্ত গীতের পাল্‌টা) ।

মহড়া ।

তোমারি প্রেমকারণে, আমি অবতার ব্রজভুবনে,

রাই বুঝিয়ে দেখ মনে ।

রাধা রাধা বোলি, বাজায়ে মুরলী, গোচারণ কোরি বিপিনে ॥

চিতেন ।

বংশীধারী কহে কিশোরি এত বিনয় কর কেনে ।

রাধে বিনোদিনি, জানতো আপনি,

যত লীলা কোরি যেথানে ॥

অন্তরা ।

হায় ! অযোধ্যায় দশরথগৃহেতে রামরূপে অবতার,

জনকদুহিতা তুমি হে সীতা গৃহিণী ছিলে আমার ॥

চিতেন।

জটাধারী হোয়ে তোমারে লোয়ে ভ্রমিলাম্ কাননে।
বন্ধন কোরিয়ে সাগরবারি, বোধেছি লঙ্কার রাবণে॥

অন্তরা।

হায়! দেখনা ব্রহ্মাণ্ডের নারীগণ আনিয়ে বৃন্দাবনে।
প্রেমে কত জনা করে আরাধনা চাহিনে কার পানে॥

চিতেন।

নিকুঞ্জকাননে কোরি মহারাস, প্যারী তোমারি সনে।
পরশুরামরূপে নিক্ষত্রি কোরি, জানে তিন ভুবনে॥

মহুড়া।

তোমা বিনা গোপীনাথ, কে আছে গোপিকার।
শ্রীনন্দের নন্দন কৃষ্ণ, কোথা হে আমার।
ওহে ব্রজহরি, মরে রাধাপ্যারী,
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখো একবার॥

চিতেন।

দীনবন্ধু দুখভঞ্জন, অকিঞ্চন জনের ধন
কেন হোলে হে, হেন নিদারুণ।

কুলাইতে পার, ব্রহ্মাণ্ডের ভার,
রাধার ভার কি হোলো এত ভার ॥

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

মহড়া।

ও যে, কৃষ্ণচন্দ্ররায়, হেরো না ও বয়ান।
রেখো সখি, দুটি আঁখি, কোরে সাবধান।
ও পুরুষ, করে নাশ, নারীর কুলমান ॥

চিতেন।

নবঘনশ্যাম রূপ, মোরি কি বঙ্কিম নয়ান।
রাধার মনোমোহন মুরলীবয়ান।
মোজোনা রূপসি, কালশশী দেখে রূপবান।

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

মহড়া।

মনের আনন্দে, গো বৃন্দে চল,
শ্রীবৃন্দাবনে, হরিদরশনে।
একাকী মাধব সেখানে।

উভয়েতে হেরি গিয়ে, যুড়াবো উভয়।
ইহাতে হইবে কত সুখোদয়।
মনের তিমির যাবে মনোমিলনে ॥

চিতেন।

সাজ গো সাজ গো সাজ; সাজ তুরিতে।
সুচিত্রে চম্পকলতে, আরো ললিতে।
রঙ্গদেবী সুদেবী গো, যত সখীগণ।
আমার সঙ্গেতে সবে করহ গমন।
রাধা বোলে বাজে বাঁশী শুনি শ্রবণে ॥

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

মহড়া।

তুমি কৃষ্ণ বোলে ডাকো একবার।
শুনরে কোকিল শুন শুন,
বোলি শুন মিনতি আমার।
হরিহারা হোয়ে আছো মৌনে বসিয়ে,
মধুর রব শুনিনে যে আর ॥

চিতেন।

এই দেখ বৃন্দাবনে বসন্ত এল।

নীরবে রোয়েছো কেন ওরে কোকিল।

হরিগুণগান, পিক করোরে এখন,

শুনে প্রাণ জুড়াক্ শ্রীরাধার॥

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

বিরহ।

—০০৹০০—

মহড়া।

হেরি প্রাণরে তব মুখকমলে নয়নখঞ্জন।
ওলো হবে দুখনিবারণ।
অতি সুমঙ্গল হেরি আজ্ যুবতি,
বুঝি ভূপতি হবো এখন ॥

চিতেন।

কমলোপরতে খঞ্জন যদি দেখে কোন জন।
অবশ্য তাহার হয় রাজ্যলাভ,
ওলো এইতো বেদের রচন ॥

অন্তরা।

হায়! ইহার কারণে যাত্রাকালেতে,
শুন ওলো সুন্দরি।
বামে শব শিবা কুম্ভ দক্ষিণে মৃগ দ্বিজ হেরি ॥

চিতেন।

তারি ফল বুঝি আমায় আসি ফোলিলো এখন।

ছত্রধারী হবো তোমার হৃদয়েঁ পাবো হৃদিসিংহাসন॥

মহড়া।

প্রেম ভাঙ্গে কি হোলে।

যার ভাঙ্গে তার নাহি বাঁচে প্রাণ,

যারে লোকে প্রেমিক বলে।

জীবনের সাথী হয় যে পীরিতি,

জীবনে মরে পীরিতি গেলে॥

চিতেন।

প্রেমরসে যেই জন হয় রসিক।

নিরবধি ধরে সে যে মিলনসুখ।

স্বপনে না জানে কারে বিচ্ছেদ বলে॥

অন্তরা।

প্রাণ, সতীর পীরিতি দেখ পতির সহিতে।

চির দিন সমভাবে যায় সুখেতে॥

চিতেন।

আশ্চর্য্য মিলন হয় সেই দুজনে।
বিচ্ছেদ কাহার নাম না শুনে কাণে।
জীয়ন্তে মিলন আবার মিলন মোলে॥

মহড়া।

পুরুষ নিদয় সজনি কি জাননা।
সমাদরে রাখে না।
আমি যারে ভাবি আপন সে আমারে ভাবে না॥

চিতেন।

যে দুখ যুবতীজনার সে কি তাহা জ্ঞাত নয়।
জানিতো যদ্যপি আসিতো নিশ্চয়।
ধনলোভে আছে ভুলে প্রিয়ে বোলে তোষে না॥

অন্তরা।

আপনি শ্রীরামচন্দ্র দয়াময় নারায়ণ।
উদ্ধারিয়ে সীতে অনলে করে দাহন॥

চিতেন।

অযোধ্যানগরে গিয়ে রাজা হোলেন্ শেষেতে।

বনবাসে দিলেন্ পুনঃ সে সীতে।
নারীর পঞ্চমাসগর্ভকালে কিছু দয়া হোলোনা॥

অন্তরা।

নল নরপতি তার দময়ন্তীভার্য্যা লোয়ে।
প্রবেশিলো বনে, দুই জনে একত্র হোয়ে॥

চিতেন।

অর্দ্ধেক বসন পো'রে নিদ্রাগতযুবতী।
বসন ছিঁড়িয়ে যায় নৃপতি।
কাননেতে রেখে যেতে তিলেক ভাবিলে না॥

—

মহড়া।

সই, কি কোরেছো হায়!
তোমার সরল প্রাণ সঁপেছো কাহায়।
চেনেনা উহারে প্রাণসখিরে,
কত রমণীর বোধেছে জীবন,
ঐ শঠ জন, পীরিতি কোরে॥

চিতেন।

নয়নের বশ হোয়ে প্রাণসখি, পোড়েছো যে দেখি,

বিষম ফেরে।

হৃদয়মণ্ডলে কারে দিলে স্থান, পুরুষ পাষাণ,

চেননা ওরে।

তুমিলো যেমন, রমণী সুজন,

তোমার এগুণ কেবা বুঝিবে।

ও যে অতি শঠ, কুমতি কুরীত,

পরেরে মজায়ে সদাই ফেরে ॥

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

মহড়া।

পীরিতি নগরে বিষম সখি,

মনোচোরের য়্যে ভয়।

বসতি ইহাতে দায়।

নয়নে নয়নে সন্ধান, মন অমনি হোরিয়ে লয় ॥

চিতেন।

সন্ধান কোরিয়ে মনোচোর,
ভ্রমিছে নগরময়।
কুলের বাহির হোওনা,
থেকো সাবধানে লো সদায়॥

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

মহড়া।

প্রেয়সি, তোমার প্রেমধার আমি শুধিলে কি
তাহা শুধিতে পারি।
এমতি মনেতে কেন ভাবো সুন্দরি।
তুমি যে ধন খাতকে দিয়েছো করজ,
পরিশোধে তাহা পরাণে মোরি॥

চিতেন।

মন বাঁধা রেখে, তোমার স্থানে,
লইলাম্ প্রেম করজ কোরি।

সে ধার উদ্ধার হইবে কেমনে.

লাভেমূলে হোলো দ্বিগুণ ভারি ॥

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য) ।

মহড়া ।

কমল কম্পিত পবনে ।

অলি কাতর প্রাণে ॥

*   *   *   *

চিতেন ।

এই সরোবরে নিত্য কোরি যাতায়াত।

এমন দেখিনে কভু ঘটিতে উৎপাত।

অস্থির নলিনী, প্রাণে সহে কেমনে ॥

অন্তরা ।

হায় ! যে দিকে নলিনী হেলে, মধুকর ধায় ।

পবনেতে বাদ সাধে বসিতে না পায় ॥

চিতেন ।

হায় ! গুন্ গুন্ স্বরে কাঁদে অলি অধোবদনে ।

ধারা বোহিছে অলির দুটিনয়নে ।

অলির দুর্গতি দেখি হাসে তপনে॥

মহড়া।

আমার মন চাহে যারে, তাহার রূপ নিরখিতে
ভালবাসি।
যেবা যার প্রাণপ্রেয়সী।
নয়নচকোর পিয়ে সুধা যার,
সেই জন তার শরদশশী॥

চিতেন।

তব বিধুমুখ হেরিয়ে আমার ঘুচিলো মনের তিমিররাশি।
যে হয় অন্তরে, কহিবো কাহারে,
সুখসিন্ধুনীরে অমনি ভাসি।
হায়! কালকলেবর, দেখিতে ভ্রমর,
তাহে ষট্‌পদ কুৎসিত অতি।
এ তিন ভুবনে, সকলেতে জানে,
নলিনীর মন তাহার প্রতি॥

মহড়া।

পীরিতে সই, এমন্ বিবাগী হই,

ভাবি তার মুখ নিরখিবো না।

এ মুখ তারে দেখাবো না।

বিরহে প্রাণ গেলে, তবু কথা কবো না।

পুন হোলে দরশন, করয়ে কি গুণ,

তখন সে মন থাকে না॥

চিতেন।

সখি, না জানি কি ক্ষণে, সে লম্পটসনে,

হইলো বিধির ঘটনা।

অন্তরে সদা ঔদাস্য, দিবানিশি ঐ ভাবনা।

সখি, হেন নাহি কেহ, নিবারে এ দাহ,

কালী হোলো দেহ দেখনা॥

মহড়া।

আমি তো সজনি, জানি এই,

যে ভালবাসে ভালবাসি তায়।

পরেরি সনে কোরে প্রণয়।

পরের লাগিয়ে, প্রাণে মোরি গিয়ে,

পর যদি আপনারি হয় ॥

চিত্তেন।

*   *   *   *   *

অন্তরা।

আমারে যেজন করয়ে মমতা,

সরলতাব্যবহারেতে সই।

আমারি কেমন স্বভাব গো সখি,

বিনা মূলে তার দাসী হই ॥

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

মহড়া।

কোথা রে যুবতীর যৌবন,

তোমা বিনে নারীর মান গেলো।

নবীনকালে দেহে ছিলে।

প্রবীণকালে কোথা গেলে।

তোমায় হোয়ে হারা, হোয়েছি কাতরা,

আপন বঁধু এখন পরের হোলো ॥

চিতেন।

নবীনবয়সে, রঙ্গরসে,

দিনে দেখা হোতো শতবার।

নীরস নলিনী বোলে, এখন্ ভ্রমর চায় না ফিরে,

একবার।

আগে প্রাণ হোলো, তার পরে হোলো যৌবনঘটনা।

বিধাতার একি বিবেচনা, যৌবন গেলো, প্রাণ তো গেলো না।

আমি কি ছিলেম্, কি হোলেম্,

আরো বা কি হই, অনুতাপে তনু শুখালো॥

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

মহড়া।

আমি তোমার মন বুঝিতে, কোরেছি মান।

দেখি আমায় কেমন্ তুমি ভালবাসো প্রাণ।

মনে আমার একবার নাহি বিভিন্নতাজ্ঞান।

অন্তরে হরিষ, মুখেতে বিরস,

কপটে ঝুরিছে এ দুটি নয়ান॥

চিতেন।

তুমি বলো প্রেয়সি, আমি তোমার প্রেমাধীন।
অন্যনারীসহ বাস নাহি কোন দিন।
প্রত্যক্ষে সে কথা, করি ঐক্যতা,
সরল কি তুমি পুরুষ পাষাণ ॥

মহড়া।

পরাণ থাকিতে প্রেয়সি. তোমারে কি
তেজিতে পারি।
এমতি মনেতে কেন ভাবো সুন্দরি।
কি তব মনেতে, হইলো উদয়,
ইহার কারণ বুঝিতে নারি ॥

চিতেন।

ছলো ছলো করে নয়ন, দেখে প্রাণ
ধোরিতে নারি।
কি দুখ ভাবিয়ে, রোয়েছো বোসিয়ে,
বিধুমুখ মলিন কোরি ॥

গোজলা গুঁই।

—:০:—

এসো এসো চাঁদবদনি।
এ রসে নীরস কোরো না ধনি।
তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ,
তুমি কমলিনী আমি সে ভৃঙ্গ,
অনুমানে বুঝি আমি সে ভুজঙ্গ,
তুমি আমার তায় রতনমণি।
তোমাতে আমাতে একই কায়া,
আমি দেহ প্রাণ তুমিলো ছায়া,
আমি মহাপ্রাণী তুমিলো মায়া,
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি॥

———

কৃষ্ণচন্দ্র চর্ম্মকার।

(কেষ্টা মুচি।)

—:•:—

মহড়া।

হরি কে বুঝে, তোমার এ লীলে।

ভাল প্রেম্ করিলে।

হইয়ে ভূপতি, কুবুজা যুবতী, পাইয়ে শ্রীপতি,

শ্রীমতী রাধারে রহিলে ভুলে॥

চিতেন।

শ্যাম্ সেজেছ হে বেশ, ওহে হৃষীকেশ,

রাখালের বেশ, এখন্ কোথা লুকালে।

মাতুল বোধিলে, প্রতুল করিলে,

গোপগোপীকুলে, গোকুলে অকূলে

ভাসায়ে দিলে॥

(অবশিষ্ট অপ্রাপ্য)।

—

লালু নন্দলাল।

মহড়া।

হোলো এই সুখলাভ পীরিতে।
চিরদিন্ গেল কাঁদিতে॥

চিতেন।

হোঁয়েছে না হবে কলঙ্ক আমার, গিয়েছে না যাবে কুল।
ডুবেছি না ডুব দিয়ে দেখি, পাতাল কত দূর।
শেষে এই হোলো, কাণ্ডারি পালালো,
তরণি লাগিলো ভাসিতে॥

অন্তরা।

ধন প্রাণ মন যৌবন দিয়ে;
শরণ লইলাম্ যার,
তবু তার মন্ পাওয়া সখি, আমার হোলো ভার্।
না পূরিলো সাধ, উদয়ে বিচ্ছেদ,
মিছে পরিবাদ জগতে॥

নীলমণি পুটুনি।

—:•••:—

মহড়া।

আর সহেনা কুহুস্বর, ক্ষমা দে পিকবর,

ডাকিস্ নে শ্রীকৃষ্ণ বোলে।

শুন রে নিরদয়, এতো সুখের সময় নয়,

প্রাণে মোর্‌বে রাই, জ্বালার উপর জ্বালালে

ব্রজবাসী সবে ভাসি নয়নজলে।

হোয়ে কৃষ্ণশোকে শোকাকুল,

কি গোপগোপীকুল, পশুপক্ষিকুল,

বিরহে সকলে ব্যাকুল।

ত্যেজে বকুলমুকুল, অধীর অলিকুল সব,

কোকিল এ সময় কেন এলি গোকুলে॥

চিতেন।

বসন্ত ঋতু এসে সসৈন্যে ব্রজে হইল উদয়।

বিরহে ব্যাকুল হোয়ে বৃন্দে,

কোকিলের প্রতি কেঁদে কয়।

প্রাণের কৃষ্ণ ছেড়ে গিয়েছে।
কৃষ্ণবিরহিণী, কৃষ্ণকাঙ্গালিনী,
ধূলাতে পোড়ে রোয়েছে।
বাঁকা ত্রিভঙ্গ বিহীনে, শ্রীঅঙ্গ শ্রীহীনে রাই,
তারে কি হবে মধুরধ্বনি শুনালে॥

অন্তরা।

এমন দুখের সময়, কোকিল পক্ষিরে,
কেনে তুই এলি রাধার কুঞ্জে।
ব্রজনাথ অভাবে, ব্রজের শ্রীরাই,
কাতরা হইয়ে কি সুখ ভুঞ্জে॥

চিতেন।

অধরা ধরাসনে পোড়ে রাই, চক্ষে জলধারা বয়।
এ সময় স্বপক্ষ হও পক্ষ, বিপক্ষ হওয়া উচিত নয়।
এই ভিক্ষা করি পিকবর।
বধিস্‌নে কুলজা, সম্মুখ থেকে যা, দুখিনীর কথা রক্ষা কর।
কোকিল দেখ্‌লি তো স্বচক্ষে, মরণের অপক্ষে আর নাই,
হোয়ে রোয়েছি জীবন্মৃত্যু সকলে।

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য।

মহড়া।

কও কথা বদন তোলো হও সদয় এই ভিক্ষা চাই

রাধার অধৈর্য্যে, এলেম্ অপার্য্যে,

তোমার কংসরাজ্যে অংশলোভে আসি নাই।

অধোমুখে যদি থাক শ্যাম্, কুবুজার দোহাই।

তোমার সহাস্য বদনে নাই রহস্য,

কেন হে দাসীর প্রতি ঔদাস্য।

তোমার চন্দ্রাস্য নহে প্রকাশ্য,

যেন সর্ব্বস্বলোভে এলেম্ ভাব্ছো তাই॥

চিতেন।

রঙ্গিনী যে জনা, সঙ্গিনী প্রধানা, বাক্যচ্ছলে কৃষ্ণে কয়:

ছিলে নব্য রাখাল, হোলে ভব্য ভূপাল, সভ্য এখন কংসালয়।

আমার এই দশা আমি এখন সেই বৃন্দে,

বিক্রীত শ্রীমতীর পদারবিন্দে।

পারতো চিন্তে, কেন নচিন্তে,

তোমার চিন্তা কি চিন্তামণি চিন্তা নাই॥

সাতু রায়।

—:o:—

মহড়া।

তাই সুধাই গো সুধামুখি রাই তোমায়।
হোয়ে বিরাগী কি বিরাগে, কি ভাবের অনুরাগে,
অলিরাজ ধরে তব রাঙ্গা পায়।
ও যে ধন্য ষট্‌পদ অন্য দিকে নাহি চায়।
কতো প্রফুল্ল ফুল রাধার কুঞ্জে,
তাহে সুখে নাহিকো ভুঞ্জে,
পাদপদ্মের সুধা, ঘুচেছে অন্য ক্ষুধা,
মুখে জয় রাধে শ্রীরাধের গুণ গায়॥

চিতেন।

ত্রিভঙ্গ ভৃঙ্গ হোয়ে, শ্রীঅঙ্গ লুকায়ে,
রঙ্গে নিকুঞ্জে উদয়।
ভঙ্গি হেরি চমৎকার, বৃন্দে বুঝে সার,
চন্দ্রমুখীর প্রতি কয়।

ওগো রঙ্গদেবি একি রঙ্গ,
পদোপান্তে কেন ভ্রমে ভৃঙ্গ।
ও যে সাধিছে সাধের কাজ, কি সাধে অলিরাজ,
পদপঙ্কজরজ মাখে গায় ॥

অন্তরা।

ও রাই কি কাল মাধুরী সৌন্দর্য্য,
এ আশ্চর্য্য অলি কোথাকার।
হোয়েছে শরণাপন্ন দেখি চরণে তোমার।
অরণ্যের অলি বল, কি জন্যে ব্যাকুল,
অন্যে শুধালে না কয়।
অতি কুণ্ঠিতের প্রায়, লুণ্ঠিত ধূলায়,
কোল্লে তবাঙ্গে আশ্রয়।
ওকে শুধাও দেখি গো রাজকন্যে,
অলির বাঞ্ছা কি ধনের জন্যে।
করে ব্রহ্মাদি তপোধন, যে ধনের আরাধন,
সে ধন পেলে আবার কি ধন চায় ॥

গদাধর মুখোপাধ্যায়।

(নীলমণি ঠাকুরের দল।)

সখীসংবাদ।

চিতেন।— শ্যাম এলেন সামন্তপঞ্চকে, নারদমুখে,

শুনিয়া সংবাদ,

সহচরীগণ সঙ্গে ক'রি, এলেন প্যারী,

দেখ্‌তে কালাচাঁদ।

কেঁদে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে,

দুটী নয়ন ছল ছল, অশ্রুজল,

বহিছে ধারা বদনকমলে।

মেলতা।— কেঁদে ললিতে কৃষ্ণে কয়, দয়াময়

পার' চিন্তে, বহুদিন আজ দেখা নাই?

মহড়া।— দেখ কৃষ্ণ হে, এলেন কৃষ্ণকাঙালিনী রাই,

সেই গেলে, আর না এলে, গোকুলে,

রাইকে সঙ্গে ক'রে লয়ে এলাম তাই।

খাদ।— জানত' পদ আশ্রিত, গোপিকা সবাই।

দোলোন।—রাধানাথ হে, যা হবার তা হ'ল,

এনে দিলাম হে, তোমার রাই, তোমার ঠাঁই,

আমাদের ব্রজের খেলা ফুরাল'।

মেলতা।— দেহ যৌবন মন প্রাণ কুলমান,

প্যারী সব সঁপেছেন কৃষ্ণ তোমার ঠাঁই।

অন্তরা।— প্রণাম করি নাথ—

আমরা ব্রজের আহিরিণী নারী সব,

দিলাম হে পরিচয়, মনে হয় কি না হয়,

শ্যাম হে দুঃখিনীদের প্রতি কর দৃষ্টিপাত।

পরচিতেন।—শ্রীবৃন্দাবনে যে সব লীলে, ক'রেছিলে,

আছেত' মনে,

সে গুণ যত, মুখে কব কত, শেলের মত,

র'য়েছে প্রাণে;

দেখো সেই, এই বৃকভানুসুতা—

তোমার কালরূপ ভাবিয়ে, কালিয়ে,

কালী হ'য়েছেন রাই স্বর্ণলতা।

মেলতা।—একবার বঙ্কিমনয়নে, রাইপানে, ফিরে চাও হে,
দেখে তাপিত প্রাণ জুড়াই ॥

—:০:—

পালটা গীত।

চিতেন।— করিতে রাধার মনরক্ষে, বিনয়বাক্যে, ক'ল্লে সম্ভাষণ,
মরি মরি, ও বাক্যমাধুরী, শুনে হরি, জুড়াল জীবন।
দেখে রাইকে ভাবের উদয় হ'ল—
ভাল বল দেখি মাধব এ গৌরব,
এ প্রেম এতদিন কোথায় ছিল।

মেলতা।— অনেক যাতনা পেয়েছে, জেনেছে,
গোপীর নাই হে গতি কৃষ্ণ তোমা ব'ই—

মহড়া।— কথায় ভুলবোনা, কৃষ্ণ আমরা কথার কাঙ্গাল নই;
রাধারে বসাও বামে, তীর্থধামে,
দেখে ঐ চরণে, সবাই লিপ্ত হ'ই।

খাদ।— শুন শ্যাম এই করি নিবেদন—

দোলোন।—রাধানাথ হে, তব দরশনে—
ছিল শ্রীদামের অভিশাপ, মনস্তাপ—
বুঝি হে ঘুচিল এত দিনে।

মেলতা।— ভাগ্যে এসেছেন আপনি রাই, দেখা তাই,
নইলে রাইকে তোমার মনে ছিল ক'ই।

অন্তরা।— পূরাই মনসাদ, একবার যদি ঐ শ্রীমুখের আজ্ঞা পাই,
যেখানে রাধা শ্যাম, সেই খানে ব্রজধাম,
ভাবগ্রাহী আপনি তুমি জনার্দ্দন—

পরচিতেন।—এইখানে সাজাই বৃন্দাবন, নিধুবন, নিকুঞ্জকানন,
সেই কিশরী, সেই তুমি শ্রীহরি, সেই সবনারী,
আমরা গোপীগণ।
বসায়ে হে রত্নসিংহাসনে—
কৃষ্ণ তুমি নীলরত্ন, রাই রত্ন,
দুই রত্ন হেরি দুটী নয়নে।

মেলতা।— আমরা গেঁথে মালতীর হার,
দুজনার অঙ্গে পরিয়ে কৃষ্ণপ্রেমানন্দে র'ই॥

—০ঃঃ—

চিতেন।— এসে মাধবের মধুধাম, কৃষ্ণপদে প্রণাম ক'রিয়ে
দুতী কয়,
বংশীধর বহুদিনের পর,
ও চাঁদবদন দেখ্‌লাম দয়াময়।

ফিরে চাও, চাও চাও হে কালশশী,

সংগোপনে দুটো মরমের কথা তোমায় জিজ্ঞাসি।

মেলতা।— তুমি ব্রজের ধন, কৃষ্ণধন, গোপীর সর্ব্বস্বধন, হরি—

শুনি বিক্রীত হ'য়েছ এই মথুরায়।

মহড়া।— কিধন দিয়ে শ্যাম, কুব্জা কিনেছে তোমায়।

আমরা ভক্তিধন, প্রেমধন, দিয়ে সব গোপীগণ.

শ্যাম, ল'য়েছি শরণ,

তবু রাধানাথ, স্থান দিলে না রাঙা পায়।

খাদ।— এমন ধন, কওহে পেলে সে কোথায়।

দোলন।— আমরা ধন মন প্রাণ, তোমায় দিয়ে জন্মের মতন,

তোমার রাঙা চরণে আছি বিকায়।

মেলতা।— তুমি হ'লে না সানুকূল, মজালে গোপীকুল,

এখন অকুল পাথারে গোকুল ডুবে যায়।

অন্তরা।— আমরা আহিরিণী, মনে জানি সার,

শ্যামধনের তুল্য মূল্য,

ত্রিজগতে নাই হে তোমার তুল্য,

তুমি অমূল্য নিধি, মূল্য দিতে সাধ্য কার।

পরচিতেন।—তবে কি জানি কি অর্থ, কি গূঢ় পদার্থ,

আছে হে কুব্জার ঠাঁই,

সেই ধন, দুর্ল্ভ রতন,

পেয়ে কৃষ্ণ মোহিত হলেন তাই।

এমন ধন আর কিহে কারো আছে,

দ্রব্যগুণে, তোমার শ্রীঅঙ্গ, কুব্জার অঙ্গে মিশেছে।

মেলতা।— তুমি ভুলাও জগতের মন, ভুলালে তোমার মন,

সেই ধন এখন, কাঁদালে ব্রজের ব্রজগোপিকায়।

—:o:—

পালটা গীত।

চিতেন।— তুমি ব্রজেতে প্রেমের দায়, বিক্রীত রাধার পায়,

কৃষ্ণধন, রাধার কেনা ধন, হ'য়েছ একবার,

সে ধনে অন্যের নাহি অধিকার।

শুনি, কও কও কওহে চিন্তামণি,

মরি খেদে, কেন কৃষ্ণধন থাকতে রাই কাঙালিনী।

মেলতা।— ক'রে রাই পক্ষে পক্ষপাত, হ'লে হে কুব্জার নাথ,—

হরি, মোলো দুঃখে রাই,

একবার চক্ষে দেখ্‌লে না।

মহড়া।— হোক্ হোক্ পূর্ণ হোক্ কুব্জার মনের বাসনা।
কুব্জা ক'রেছে চন্দন দান, বাড়ালে দাসীর মান,
তাই বামে দিলে স্থান, কিন্তু,
রাধার বই কুব্জার শ্যাম, কেউ বোল্‌বে না।

খাদ।— বোঝা ভার, শ্যাম হে তোমার, করুণা।

দোলন।— যথা রও, তার হওহে দেখ বুঝে ;
অগ্রে রাধা, রাধা নামের পর
তোমার কৃষ্ণের নাম সাজে।

মেলতা।— আছে শ্রীরাধা কৃষ্ণনাম, বিখ্যাত যুগল নাম,
হরি, মধুর যুগল ভাব লুকাতেত পারবে না।

অন্তরা।— ষোড়শ গোপিনী শ্রীবৃন্দারণ্যে, তার মধ্যে রাধা,
গোপীপ্রধানা, ধন্য মান্য রাজকন্যে।

পরচিতেন।—সবে দাস্যক্রিয়া ক'রে, পেলাম না তোমারে,
কুব্জার ফল্লো ফল ;—স্বপনে, তাওত জানিনে,
ওহে চন্দনদানের এত ফল।
আমরা ত ফুল তুল্‌সী দিতাম পথা,—
ওহে হরি, ভাল তাতেও ত ছিলহে চন্দন মাখা ;
বুঝি কৃষ্ণসাধনের ফল, ভাগ্যগুণেতে ফলে ফল,

সে ফল অভাগী গোপীর ভাগ্যে ফোল্লো না।

অন্তরা।— নিভৃত নিকুঞ্জে দেখেছি সবাই,

বিহারিতে রঙ্গে বিনোদবিহারী,

সানে বিনোদিনী রাই।

পরচিতেন।— লিখে দাসখত স্বহস্তে, শ্রীমতীর শ্রীহস্তে,

দিলেহে কুঞ্জেতে, দয়াময়, তাত মনে হয়,

সে খতে সাক্ষ্য আছেন ললিতে।

তোমার সেই দাসখত লওহে হরি,

খাতক গেল, মিছে খত রেখে

কি করিবেন রাই কিশোরী।

মেলতা।— নিজ কর্ম্মের ফল পেলেন রাই,

তোমার দোষ কিছুই নাই,—হরি,

কিন্তু মর্ম্মচ্ছেদ ক'ল্লে ধর্ম্মে সবে না॥

—:•:—

চিতেন।— দারুণ বসন্ততাপে কৃষ্ণবিচ্ছেদে,

কৃষ্ণরূপ ভাব্‌তে ভাব্‌তে, রাই

হয় অচেতন, ধরে সখীগণ,

রাই'তে রাই যেন আর নাই।

তখন চৈতন্য পেয়ে কমলিনী কয়, একি দায়,

বিশ্বম্ভরের প্রায়, কে আসি হৃদয়ে উদয়।

মেলতা।— হেন জ্ঞান হয় আমার, ব্রহ্মাণ্ডের যত ভার,

পশিল আমাব হৃদি পিঞ্জরে।

মহড়া।— সজনী গো, আমায় ধর্ গো ধর্

বুঝি কি হলো গো আমার,

নিবিড় মেঘের বরণ, দলিত অঞ্জন,

কে আসি প্রবেশিল অন্তরে।

খাদ।— সই, ভাবিতে কেন অঙ্গ শিহরে।

অন্তরা।— শ্রীকৃষ্ণ বিনে দেহ শূন্য;

এতে অন্য ভারও কি সয় গো সই,

এ দুঃখিনীর তাপিত অঙ্গেতে—

কে আসি হ'ল অবতীর্ণ।

পরচিতেন।—একে সহজে দীনে ক্ষীণে মলিনে

বিরহবিষেতে জরা,

আমার আপনার অঙ্গ আপনি ভার,

বইতে দুঃখের পসরা।

আবার অকস্মাৎ কেন গো হ'ল এমন,
যেন এ দেহের সঙ্গেতে ক'রেছে প্রাণ আকর্ষণ,
মনে ভাব' গো একবার, অন্তরে কি আমার,—
দেখি গো হৃদয় বিদীর্ণ ক'রে ॥

—:০:—

চিতেন :— মাধবে মাধব ব্যাকুল' কি হ'ল,
কুব্জা সকাতরে কয়।
দেখে ঐ শ্যামচাঁদের ভঙ্গি সই
আজ আমি হ'য়েছি বিস্ময়।
একি অকস্মাৎ গো, সঙ্গিনি দেখ গো,
শ্যামের শুকাল চন্দ্রানন, সজল দুনয়ন,
যেন শ্যাম মণিহারা ফণী।

মেলতা :— দেখ দেখ গো একি রঙ্গ, প'ড়িয়ে ত্রিভঙ্গ,
শ্রীঅঙ্গ লুটাইয়ে ভূতলে।

মহড়া :— শ্যামের কি ভাব উদয় বসন্তকালে ;
থেকে থেকে বলে, কোথা আমার শ্রীরাধিকে,
আবার স্বপনে কেঁদে উঠে রাই বোলে।

খাদ।— বুঝতে না পারি এ কেমন কৃষ্ণের লীলে।

দোলনী।— হরি, রাজকর্ম্ম পরিহরি ; সখি গো—
বলে কোথায় সে বৃন্দাবন, কোথা সে নিকুঞ্জবন,
কোথা সে ব্রজের ব্রজকিশোরী।

মেলতা।— এখন কি ক'রি বল সই, কোথায় যাই কারে কই,
চল সই, ধ'রে বুঝাই সকলে॥

——:০:——

চিতেন।— ললিতে বিশাখা, বিন্দে চিত্ররেখা, আসি মধুধাম,
রাজসভায়, রাজসম্বোধনে কয়—
রাজা কৃষ্ণে ক'রিয়ে প্রণাম।
শুন শুন ওহে বনমালী, ব'লি ব'লি,—
সব মনের দুঃখের কথা তোমায় ব'লি।
আমরা কোথায় যাই, ব্রজে রইলেন রাই,
তুমি রইলে, পেয়ে কংসের রাজ্যভার।

মহড়া।— দুই রাজ্যে দুজন রাজা, বল প্রজা হব' কার।
তুমি রাজা, ব্রজে রাই রাজা—
কৃষ্ণ আমরা দোহাই দিব কোন্ রাজার।

খাদ।— জান্তে এলাম তাই শ্যাম হে যমুনার পার।

দোলোন।—থাকি ব্রজে, একবার মনে ক'রি,

তাকি পারি, শ্যাম, তোমায় না দেখে প্রাণে ম'রি;

এলে মথুরায়, মন ব্রজে ধায়,

প্রাণ কাঁদে হে, বিচ্ছেদে সেই শ্রীরাধার।

অন্তরা।— যখন কুঞ্জে ছিলে হৃশীকেশ,—

প্রেমরাজ্যের কথা হ'য়েছে শ্রীরাধার হে—

পরচিতেন।—ব্রজের রাজ্য ছিল রামরাজ্যের প্রায়

নাহি ছিল দুঃখের লেশ।

পরমসুখেতে গোপিকাগণ হে ক'রিত সুখে বাস,

উট্‌ত নিত্য রসের লহরী;

রাধাকৃষ্ণে করিতে বিলাস।

এখন কৃষ্ণ, হওয়াতে অন্যথা, দাঁড়াই কোথা,

কোন্ রাজ্যে থাক্‌লে ঘুচিবে মনের ব্যথা।

একবার মধুবন, আবার বৃন্দাবন,

যাতায়াৎ পরিশ্রম, সহে না আর॥

—:০:—

চিতেন।— নিকুঞ্জেতে রাধা শ্যাম ছিলেন উভয়,

নিশি অবসান, গাত্রোত্থান, ক'রিয়ে প্যারী

শারি শুকে কয়।

দেখ গগনের চাঁদ অস্ত গেছে,

আমার মন কুমুদের চাঁদ, সাধের কালাচাঁদ, হে,

কুঞ্জে নিদ্রাগত হ'য়ে আছে।

শ্যামকে না বোলেত যাওয়া নয়,

ডাক্‌লে নিদ্রাভঙ্গ হয়,

নিদ্রাভঙ্গ ক'ত্তে না পারী।

মহড়া :— দেখো কালাচাঁদকে, হে শুকশারি।

রেখে প্রাণের কৃষ্ণ তোদের ঠাঁই,

প্রভাতকালে গৃহে যাই,

দেখো দেখো, কুঞ্জে একাকী র'ইলেন কুঞ্জবিহারী।

খাদ।— কুলবতী আর ত র'হিতে না পারি।

দোলোন।— তোমরা কৃষ্ণ পক্ষেরপক্ষ জানি,

হ'য়ে শ্রীমতীর পক্ষে, কোরো হে র'ক্ষে—

আজ আমার, গলার হার, নীলকান্তমণি।

কুঞ্জে থেকো থেকো নিরন্তর, যেওনাক স্থানান্তর,

কুঞ্জে রেখো নয়ন প্রহরী।

অন্তরা :— তোমরা বিনে আর, রাধার অন্য সখা সখী নাই—

হ'য়ে শ্রীমতীর পক্ষে, আজ করহে রক্ষে,
শ্যামদুঃখিনীর এই উপকার ক'রি।

প্রাচিতেন।—যদি বল না গেলে নয়, যাওয়া অনুচিত হয়,
কুলকামিনী, যামিনীপ্রভাতে, থাকা অসম্ভব হয়।
থেকো বংশীবটে বসে এখন,
যখন ধ'রে রাধার নাম, ডাক্‌বে আমার শ্যাম, হে—
তখন দাড়াইয়ে গো কুঞ্জের দ্বারে—
শ্যামকে বোলে ক'য়ে বুঝায়ে, রাখিবে প্রবোধ দিয়ে,
যেন ব্যাকুল হন না শ্রীহরি॥

——:০:০:——

চিতেন।— বচনে আশ্বাসিয়ে রাধারে বুঝায়ে,
রাখিছ কত বার।
কৃষ্ণ পাবে, প্রাণ জুড়াবে,
একথায় ভোলে না রাই আর।
যখন চূড়া বাঁশী ল'য়ে নন্দরায় ফিরে এসেছে,
জেনেছে, কপাল ভেঙেছে,
কৃষ্ণ রাধার প্রেম যমুনায় ভাসিয়েছে।
এখন রাধারে বোল্‌চো কি, ওগো প্রাণসখি;

থেঁদে প্রাণ বাঁচে কি,

সুধু কথাতে ক'র্‌বো কত সান্ত্বনা।

মহড়া।— যত বল্ সখি কেবল্ কানে শুনি,

অবোধ মন, কথায় প্রবোধ মানে না।

দোলোন।—যখন যাবার বেলা, কেঁদে গেছে কালা,

এখন আর গো, পাওয়া ভার গো,

রাধার প্রাণ থাকৃতে কৃষ্ণ ব্রজে আস্‌বে না। ॥

——:০:·:——

চিতেন।— সাজায়ে অষ্ট সখার মণ্ডলি,

বিন্দে গে মথুরায় উদয়।

সজল নয়নে, বিরস বদনে—

কুব্জা কৃষ্ণের প্রতি কয়।

রাধার প্রাণধন তুমি কালশশী,

আমি প্রেয়সীর যোগ্যা নই, শ্রীপদের দাসী হই,

হে কৃষ্ণ দাসীরে, ক'ল্লে রাজমহিষী।

বুঝি সেই রাগে হ'ল রাগ বাড়ায়ে নবরাগ,

বৃন্দেকে পাঠায়েছেন কিশোরী।

মহড়া।— কৃষ্ণ আজ হে, বোলে কৃষ্ণচোর,

আমায় ধ'রেছে সব ব্রজনাগরী।
প'ড়ে গোপীচক্রে, দাসীর প্রাণ যায়,
শ্যাম শ্যাম শ্যাম হে—,
এখন বিপদে রক্ষা কর শ্রীহরি।

খাদ।— কি হবে উপায়, বল কি ক'রি।

দোলোন।—শুনে ভয় হয়, বলে যে সব কথা,
কৃষ্ণ তোমায় কয় মনচোর, আমায় কয় কৃষ্ণচোর,
এখন দুই চোরে লুকাইব কোথা।
বলে দুই চোরে বাঁধিয়ে, যাব ব্রজে ল'য়ে,
আজ্ঞা দিয়েছেন শ্রীরাধা-প্যারী।

অন্তরা।— বড় ব্যাপিকে গোপিকে দেখি,
হে ত্রিভঙ্গ, করে কতই রঙ্গ,
কি জানি কি হয়, প্রাণে পেয়ে ভয়,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে ডাকি।

পরচিতেন।—কৌশলে কত ছলে কথা কয়
কে পারে সে ভাবের অন্ত।
আমি কি জানি, তুমি আপনি,
মনেতে জান শ্রীকান্ত।

ইহার ভাব কি ওহে বনমালী।—
বলে আমাদের রাই রাজা, শ্যামরাজা তার প্রজা,
ব্রজে চিরকাল ক'রেছিল কোটালী।
এখন যাহাতে থাকে মান, কর তার সুবিধান,
তুমি হে বিপদকালের কাণ্ডারী॥

—০::০—

চিতেন্।— বৃন্দে গে কৃষ্ণে কয়, শুনেছি দয়াময়,
ক'ল্লে ত সকল শত্রুনাশ।
ক'রে ধ্বংস, প্রধান শত্রু কংস,
যদুবংশের বাড়ালে উল্লাস॥
তোমার আর এক শত্রু ব্রজে আছে,
সে মোলে সব কণ্টক ঘোচে,
মোলে সেও হে প্রাণেতে বাঁচে;
রাজার নন্দিনী হ'ল বিরহিণী,
বল হে কত দুঃখ সবে আর॥

মহড়া।— রাই শত্রু রেখোনা হে শ্যাম রায়,
বধ ক'রে ব্রজের রাধারে;
সুখে রাজ্য কর লয়ে কুব্জায়।

খাদ।— ঋণের শেষ, শত্রুর শেষ, রাখলে প্রমাদ ঘটায় ॥

দোলন।— তুমি হ'য়ে রাধার প্রেমের ঋণী,

তায় কর্‌লে কাঙালিনী,

তোমার ও গুণ জানি জানি,

এখন বধিলে রাধার প্রাণ, বাড়িবে অধিক মান,

মুক্ত হবে রাধার প্রেমের দায় ॥

—:০:—

চিতেন।— বিসখা শোকাকুলা, চঞ্চলা হইয়ে

ললিতের প্রতি খেদে কয়।

বসন্তে ভ্রমণার্থে, রাই গো,

গেলেম সেই মথুরা কুঞ্জালয় ॥

মধুধাম নাম, তাহে মধুর ঋতু আগমন,

মধুময় সব, কর্ত্তা তায় শ্রীমধুসূদন।

মধুর মাধবী বিকশিত, মধুকর পুলকিত,

সুখে সুমধুরস্বরে গুঞ্জরিছে তায়।

মহড়া।— এবার বৃন্দাবনের সুখ সব, দেখে এলাম মথুরায় ॥

স্বয়ং শ্রীহরি বিরাজমান, বসন্ত মূর্ত্তিমান্,

সুখে কোকিল, জয় জয় কৃষ্ণের গুণ গায়।

খাদ।— শুন রাই, বিশেষ বৃত্তান্ত নিবেদি তোমায়॥

দোলন।— এই ব্রজেতে যখন ছিলেন ব্রজেন্দ্রতনয়,
হ'ত গো রাই প্রতিদিন বসন্ত উদয়;
শুনি যেখানে কৃষ্ণরয়, সেইখানে সুখোদয়,
সুখ বুঝি কৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে যায়।

অন্তরা।— সেই মথুরার মাধুর্য্য—
দেখে, শোক উথলিল রাই,
ব্রজেরি ঐশ্বর্য্য হরিলেন হরি,
গোপীর প্রাণে অসহ্য,

পরচিতেন।—রত্নসিংহাসনে কালীয়ে রত্ন,
রঙ্গেতে আছে বসিয়ে।
বামেতে ব'সে কুব্জা রাজরাণী,
শ্যামের অঙ্গে অঙ্গ হেলায়ে।
সেই সময় রাই, তোমার চাঁদমুখ মনে পড়িল,
কৃষ্ণতাপ তায় হে আরো যে দ্বিগুণ বাড়িল;
অমনি নয়নের বারি, নয়নে নিবারি,
এলাম হে প্রণাম করি, কৃষ্ণের পায়॥

——:০:০:——

পালটা গীত।

চিতেন।— অন্তরের ধন কৃষ্ণ, অন্তরে রাখিতে,

কার বা হয় গো অসাধ,

পরচিতেন।—কিন্তু ললিতে, কপাল গুণেতে,

ঘটিল হরিষে বিষাদ।

আমার শ্রীকৃষ্ণ বিলাসের এ অঙ্গ,

দুঃসহ কৃষ্ণবিরহ অনলে জ্বালায় অনঙ্গ।

মেলতা।— সে যে ত্রিভঙ্গ কালীয়ে, মানসে হেরিয়ে,

জুড়াই সই, তেমন কপাল আমার নয়।

মহড়া।— এমন সময়, কেন কালাচাঁদ, দুঃখিনীর হৃদয়ে উদয়।

আমার অন্তরে প্রবল, বিচ্ছেদ দাবানল,

পাছে তায় শ্যাম অঙ্গ সই দগ্ধ হয়॥

—:o:—

চিতেন।— রেখে কৃষ্ণেরে কংসালয়ে, মুরলী লইয়ে,

শ্রীনন্দ এলেন নন্দালয়।

দেখে বাঁশরী, কেঁদে কিশোরী—

অতি বিনয়ে বংশীর প্রতি কয়।

ও তোর মধুর মধুর গানে, মধুর নিধুবনে, আসি—

ওরে বাঁশরী, আমি তো হ'তে হ'য়েছি কৃষ্ণের দাসী ;

মেলতা।— ও তুই বাজ্‌তিস সর্ব্বদা, জয় রাধা শ্রীরাধা,

সে মধুর ধ্বনি কি ভুলে গেলি।

মহড়া।— শ্যামের বাঁশী, ও তোর শ্যাম কোথায়,

বলরে কেন একা তুই ব্রজেতে এলি।

তোঁরে অধরে ল'য়ে শ্যাম, করিতেন রাধার নাম,

আমরা সব যেতেম কুঞ্জধাম,

এখন সে মধুর ধ্বনি কি ভুলে গেলি।

খাদ।— কৃষ্ণের সঙ্গে পেয়ে তোরে, লোকে কয় মোহন মুরলী।

দোলোন।— ও তুই যন্ত্র এলি হেথা, যন্ত্রী রইলেন কোথা,

মরি, বিনে হরি, তুই আর রাই বলে বাজিসনারে

বাঁশরী।

মেলতা।— ও তুই হলিনে সানুকূল, মজালি গোপীকুল,

অকূল পাথারে গোকুল, ডুবালি।

-:o:o:-

চিতেন।— কংসধামে, কুব্জা লয়ে বামে

কৃষ্ণ আনন্দে করেন কালযাপন ;

রাধা সঙ্গিনী, বৃন্দে রঙ্গিণী,
আসি রঙ্গে কয় বিবরণ।
আমি গোকুলের বিন্দে দূতী,
দুঃখিনী দাসীর প্রতি, চাওহে বাঁকা নয়নে,
সদয় হওহে, কথা কওহে, শ্যাম
কর আশীর্ব্বাদ, প্রণাম ক'রি চরণে।
তুমি গোপিকার জীবন ধন,
ব্রজের সর্ব্বস্ব ধন, ব্রজনাথ
বল কে ক'র্‌বে রক্ষা এই বিপদে।

মহড়া।— ওহে বনমালী, আমি সেই কথা সুধাই
তোমার শ্রীপদে।—
যখন দুই আঁখি মুদে থাকি,
হৃদ্‌পদ্মে তোমায় দেখি,
মাধব হে, বাঁকা মাধব হে—
তবে প্রাণ যায় কেন কৃষ্ণবিচ্ছেদে।

খাদ।— মরিহে মনের বিষাদে॥

দোলন।— তুমি মথুরায় যাত্রাকালে, শ্রীমুখে ব'লেছিলে,
কুঞ্জছাড়া আমি নই;

দয়াময় হে, মিছে নয় হে, শ্যাম—
আমরা নিশিতে বংশীধ্বনি শুন্‌তে পাই।

মেলতা।— শুনে সেই মধুর বেণুরব,
কুঞ্জে যাই গোপী সব, গোপীনাথ,
তোমার চাঁদমুখ না দেখে প্রাণ কাঁদে।

অন্তরা।— কওহে ত্রিভঙ্গ কি রঙ্গ তোমার ;
ভাবি তাই হে শ্যাম—
নটবরবেশ ধ'রে, বিরাজ হে অন্তরে,
যখন ধ্যানে দেখি, তখন বিচ্ছেদ থাকে না হে,
যেমন দুটী আঁখি চেয়ে দেখি, সকল শূন্যাকার।

পরচিতেন।—ব্যাকুল হ'য়ে, অতি বেগে ধেয়ে
সবে অরণ্যে করি হে গমন,
বন উপবন মধুর নিধুবন, করি ভ্রমণ সব সখীগণ।
আবার গেলে যমুনার জলে
কালরূপ কাল জলে, জলে এগ্নি জ্ঞান হয়,
দয়াময় হে, মিছে নয় হে শ্যাম
জলে ঢেউ দিতে পারিনা হে বিচ্ছেদভয়।
তখন কেউ বলে ঘরে চল, কেউ বলে জলে চল,

চল্ গো চল, আমরা ধোর্‌বো জলে ঐ কালাচাঁদে ॥

——:০:——

চিতেন।— শ্রীমতীর বিচ্ছেদজ্বালা হেরিয়ে,

ভাবিয়ে, মনেতে হ'য়ে সংশয়।

মথুরায় ধায়, পাগলিনী প্রায়,

গিয়ে কৃষ্ণে সম্বোধিয়ে কয় ॥

একবার ফিরে চাও হে কাল শশী,

ব্রজে হতে এসেছি হে—আমি বৃন্দে,

তোমার দাসীর দাসী ॥

অপার বিচ্ছেদসাগরে, ভাসায়ে রাধারে,

ভাল ত আছ হে নন্দকুমার।

মহড়া।— আমি তাই জান্‌তে এসেছি এবার ; (কেমন আছ

তাই) যেমন শ্যামবিচ্ছেদ শ্রীরাধার,

নিশি দিন হাহাকার,

রাইবিচ্ছেদ তেমনি কি হে শ্যাম তোমার ॥

খাদ।— ব্যবহারে বুঝ্‌বো হে ব্যবহার।

দোলন।— যেমন দেখে এলাম সে গোকুলে,

কমলিনী, রাজনন্দিনী,

কাঁদেন কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে।

ভাল, তুমি কি তেমনি শ্যাম, রাই বিনে অবিশ্রাম,

কাঁদ কি বিচ্ছেদে সেই শ্রীরাধার ॥

অন্তরা।— কও কুশল কও,—শ্যাম,

প্যারীর অভাবে, আছ কি ভাবে হে,

রাধার মতন তুমি কি হে—রাধানাথ, অচৈতন্য হও।

পরচিতেন।—যেমন শ্রীমতীর দশা,

তেমনি তো তোমার হে, জানি তা মনে ;

কিন্তু শ্যাম, না এলে মধুধাম,

স্পষ্টবেশে থাকিতে পারিনে।

সদাই মনে করি আসি আসি,

একা ব্রজে—শূন্য কুঞ্জে,

রাইকে কেমন কোরে রেখে আসি।

আমরা তাই হে গোবিন্দ, হব হে নিঃসন্দ,

যাব হে কুশল জেনে মথুরার ॥

—:•:—

চিতেন।— যত মথুরা নগরী, মধুর রাজ্য হেরি

বৃন্দে কয় বিনয় বচন।

দাঁড়া গো একবার দাঁড়া গো,
তোরা দুঃখিনীর দুটো কথা শোন্।
বড় বিপদে প'ড়ে তোদের রাজ্যে আমার আসা,
আমরা গোকুলের গোপিনী, শ্যাম তাপের তাপিনী,
গোবিন্দ ক'রেছেন এই দশা॥

মেলতা।— এই মথুরা নগরে, কুব্জানাম্ কে ধরে,
এখন যারে, কৃষ্ণ ক'রেছেন নূতন সুন্দরী।

মহড়া।— তোদের মধুপুরে আছে—
শ্রীরাধার প্রাণের বৈরী কোন্ নারী।
কেমন রমণী সে, তারে দেখা গো, একবার দেখি গো,
শুনেছি গো, তারি প্রেমে,
বিক্রীত হয়েছেন সেই শ্রীহরি।

খাদ।— বিশেষ কথা জিজ্ঞাসা করি।

দোলোন।—তারে দেখি নাই গো, লোকের মুখে এ নাম শুনি;
সে যে ব্রজের ধন, কৃষ্ণধন, রাধার সর্ব্বস্ব ধন,
সেই ধনের গ্রাহক সেই রমণী।
বড় রসিকা সেই ধনী, রসিকমনমোহিনী,
প্রেমের ফাঁদে প'ড়েছেন রসিকচাঁদ বংশীধারী।

অন্তরা।— তোমরা মধুপুরের কুলাঙ্গনা, আমরা ব্রজের ব্রজাঙ্গনা,
দেখা হওয়া ভার, কথা কই গো সার,—ওগো,
ভাগ্যক্রমে আজ এখন, পেলাম যদি দরশন,
সুধাই সমাচার;
তোরা যাস্‌নে গো, যাস্‌নে গো, বোস্ গো একবার।

পঃ চিতেন।-দেখে গোপিকা সামান্যে, করিস্‌নে অমান্যে,
যে জন্যে এলাম তাই শোন্;
পরধন নাহি প্রয়োজন, সদা নিজধন ক'রি অন্বেষণ।
একজন তোদের দেশে ছিল আগে কংসের দাসী;
এখন কংসের আর রাজ্য নাই দাসীর দাসীত্ব নাই,
সেই দাসী হ'ল রাজ-মহিষী।
তোমরা জান কি গো তারে, যে এই মধুপুরে,
রাধার গলার নীলকান্তমণি ক'রেছে চুরী॥

—:০:—

চিতেন।— এই ব্রজের ব্রজনাথ, ব'লিয়ে ধরে হাত,
বৃন্দের আনন্দহৃদয়;
ঈষৎ ভঙ্গি ছলে, কথার কৌশলে,
গিয়ে দূতী, কুব্জার প্রতি কয়।

ওকি কর গো রাজমহিষী, বেরো গো,

আমরা সব আহিরিণী, কৃষ্ণপ্রেমকাঙালনী, ব্রজের

আমার, বৃন্দে নাম, কমলিনীর দাসী।

তুমি রাজপাটের ঈশ্বরী আমরা ব্রজনারী,

এনেছি তোমার কাছে চোর ধ'রে।

মহড়া।— ওগো কুব্জাগো, আমায় ব'লে দেগো,

মনচোরের বাসা কার ঘরে।

ব্রজগোপীর মন চুরী কোরে, এসেছেন মধুপুরে,

সেই চোর এই চোর, ব্রজের মাখনচোর,

এমন চোরের মন চুরী ক'ল্লে কোন্ চোরে।

খাদ।— হরে মন আছে কে এমন, বল গো বল গো আমারে।

দোলোন।—তাই ভাবি গো ভাবি মনে,

কুব্জা গো, যার রূপে জগৎ ভোলে,

কার রূপে সে জন ভোলে,—বল গো

সে কি মনচুরীর মন্ত্র কিছু জানে।

তারে দেখ্‌বো গো একবার,

কি আকার, কি প্রকার,

কি গুণে বেঁধেছে শ্যাম, প্রেমডোরে॥

অন্তরা। ব্রজনারী বুঝতে নারি, মনচোরের মন্ করে হরণ, এমন্ মোহিনীবিদ্যাসিদ্ধ কোন্ নারী ?

পুরচিতেন। শুনেছি পুরাণে, সমুদ্রমন্থনে, সুধা করিলেন বিতরণ; গিয়ে মনমোহিনীর বেশে নারায়ণ, ভুলাইলেন মহাদেবের মন।

ও কার্ আছে গো এমন সাধ্য, যে নহে জগদ্বাধ্য, জগতের দুরারাধ্য ধন গো, এমন কে আছে তারে করে বাধ্য; সে যে কি মন্ত্র পেয়েছে, কোথায় কি জেনেছে, কি গুণে বেঁধেছে নটবরে।

৺নীলমণি পাটুনীর দলে গীত।

---

১ চিতান। ত্রিভঙ্গ বিদেশিনীর সজ্জা দেখে রঙ্গদেবী ডেকে কয়।

১ পরচিতান। তুই কি গো কুলের গোপিনী, কি উদাসিনী, নিকুঞ্জের নিকটে উদয়।

১ ফুকা। একে সুরঙ্গ অঙ্গ, তাহে কুরঙ্গনয়নী, অতি কৃশাঙ্গ দেখ্‌তে পাই, সঙ্গে কেউ সঙ্গী নাই, চলিস্ চলিস্, চলিস্ যেন গজগামিনী।

১ মেল্‌তা। হয়ে কন্দর্পপীড়িতা, রাগস্খলিতা, চলিতে বাজে চরণকমলে।

মহড়া। কে গো তুই কাদের কুলের বউ, কুল ত্যজে ভ্রমিস্ গোকুলে।

তুই কি অনাথা, নাকি বিচ্ছেদে উন্মত্তা, আয়, আয়, কাছে আয়, মনের কথা যা বলে।

খাদ। হেন জ্ঞান হয় যেন তুই দগ্ধা বিরহানলে।

২ ফুকা। যেমন আমাদের রাইয়ের দশা কালিয়ে করেছে, ওগো সেই দশা তোর কি, তাই সুধাই ও সখি, হোক্ লেনে বল আমার কাছে।

২ মেল্‌তা। হলি কি দুখে দুখিনী, ওগো স্বজনি, চক্ষের জল মুচিস্ কেন অঞ্চলে।

অন্তরা। একে নবীন বয়স, তাতে সুসভ্য কাব্যরসে রসিকে।

মাধুর্য্য গাম্ভীর্য্য, তাতে দাম্ভির্য্য নাই, আর আর বৌ যেমন ধারা বাপিকে।

২ চিতান। অধৈর্য্য হেরে তোরে স্বজনি, ধৈর্য্য ধরা নাহি যায়।

২ পরচিতান। যদি সিদ্ধ হয় সেই কার্য্য, করব সাহায্য, বলি তাই বলে যা আমার।

২ ফুকা। একে রমণীজাতীর আমিও রমণী।

এমন ব্যথিত কোথায় পাবি, কোথায় প্রাণ যুড়াইবি, বল্‌বি কায় দুখের কাহিনী।

২ মেল্‌তা। আমায় বল্‌গো বল্‌ মনের ভাব, কি দুখে এ ভাব,
তোমার ভাব দেখে ভাসি নয়নসলিলে।

৺বলরাম বৈষ্ণবের দলে গীত।

---

১ চিতান। শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী কিশোরী, যা বল সকলি
সম্ভব।

১ পরচিতান। হে মাধব, রাধার সে গৌরব, গিয়াছে তোমা
হতে সব।

১ ফুকা। ছিলেন ব্রজেশ্বরী, রাই কিশোরী, হরি রাজত্ব
তুমি তার, করেছ রাজ-পথের ভিখারী।

১ মেল্‌তা। আমরা কথায় ত ভুলবনা, শ্রীরাধার যন্ত্রণা, এই
মাত্র চক্ষে দেখে এসেছি;

মহড়া। প্যারীর রাজত্বসুখেতে আর কাজ নাই, বাঁচ্‌লে
প্রাণেতে বাঁচি।
বিচ্ছেদজ্বালা রাই জুড়াত, যমুনায় ঝাঁপ দিত,
কেবল আমরা তাঁয় প্রবোধ দিয়ে রেখেছি।

খাদ। কব কি যে সুখে গোকুলে আছি।

২ ফুকা। রাধার দাসী যত সেই ব্রজাঙ্গনা, রাধার চরণ
বই জানে না, রাই মন্ত্র করে উপাসনা।

২ মেল্‌তা। কৃষ্ণ তোমারে হারায়ে, রাধার পানে চেয়ে, আমরা সব প্রাণে বেঁচে রয়েছি।

৺বলরাম বৈষ্ণবের দলে গীত।

---

১ চিতেন। বৃন্দাবন হতে, অক্রূরের সঙ্গেতে, কংসযজ্ঞে যখন এসেছি;

১ পরচিতান। শ্রীরাধার আজ্ঞা লয়ে সই যাত্রা করেছি।

১ ফুকা। হাস্যমুখে রাধা আমায় দিয়াছেন বিদায়, আমি কি ভুলিতে পারি সেই শ্রীরাধায়?

১ মেল্‌তা। বলিলে গোকুলে বিচ্ছেদ রাজা হয়েছে, সে কি কথা ব্রজেত সই রাই রাজা আছে, শুন সখি গো তোমায় কই, রাধা ছাড়া নই, আমি সেই রাধার প্রেমের ভিখারী।

মহড়া। ব্রজধামে রাই নহে সামান্য নারী, রাধার রাজ্য লতে সাধ্য কি সই বসন্ত রাজার; রাধা পরমা সতী ত্রিলোক-ঈশ্বরী।

খাদ। ভ্রমে কি ভুলেছ তুমি ও সহচরি;

২ ফুকা। বৃন্দাবন নিত্যধাম জান ঃদন্ত—সেখানেত বিরাজিত চির বসন্ত;

২ মেল্‌তা। রাধার করিতে দরশন, গেছে বসন্ত মদন, তাদের সাধ্য কি বধিবারে কিশোরী।

বিরহ।

৺নীলু ঠাকুরের দলে গীত।

১ চিতান।	শীত বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা আদি যত কাল ;
২ পরচিতান্।	পতি বিনা সকল জেন নারীর পক্ষে কাল।
১ ফুকা।	সেকাল জেন সুখের—যে কাল পতিসুখে যায় ; সুখের মূলাধার, প্রাণপতি অবলার পুরুষে অবলা জুড়ায়।
১ মেল্‌তা।	পতির সুখে গৃহীর সুখ, পতিদুঃখে দুঃখ নারীর সই। পতির বিচ্ছেদে অনেক জ্বালা সইতে হয়।
মহড়া।	ধৈর্য্য ধর সই, অধৈর্য্য হওয়া উচিত নয়। আস্‌বে নিবাসে প্রাণকান্ত, হবে দুঃখ অন্ত, সুশীতল করো তাপিত হৃদয়।
খাদ।	কমল ত্যজিয়া মধুকর স্বতন্তর কভু নাহি রয়।
২ ফুকা।	কত দুঃখ দিলে রাবণ সীতা হরিয়ে ; ঘুচিল দুঃখের কাল, হইল সুখের কাল জুড়ালেন শ্রীরামেলয়ে।

২ মেলতা। নাথবিরহে সাবিত্রীত বিষাদিত হয়ে ছিল সই ;
আবার পুনরায় পেলে সে ত রসময়।

৺ভোলানাথ ময়রার দলে গীত।

---

১ চিতান। এক ভাবে পূর্ব্বে ছিলে প্রাণ, সে ভাব তোমার নাই।

১ পরচিতান। পেয়েছ যে নূতন নারী, এখন মন তারি ঠাঁই,

১ ফুকা। রাখ্‌তে আমার অনুরোধ, প্রাণ তোমার প্রেমামোদ হবে, সে করিবে ক্রোধ।

১ মেলতা। দ্বেষাদ্বেষী দ্বন্দ্ব করে কি— দেশান্তরি করিবে।

মহড়া। বল বঁধু হে কার কথন মন রাখিবে? তোমার এক জ্বালা নয় দুদিক্ রাখা, বল ইথে আর কিসে প্রাণ বাঁচিবে?

খাদ। সমভাবে এ প্রণয় কেমনে রবে?

২ ফুকা। সবে তোমার একটি মন, তায় করেছ প্রেমাধীনী দুঠাঁরে দুজন।

মেলতা। কপট প্রেমে এমন করে প্রাণ, আমায় কত বার আর কাঁদাবে?

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত।

ভবানীপুরনিবাসী ৺পার্ব্বতীচরণ চক্রবর্ত্তীর বাটীতে
কালীঘাটের দলে গীত।

৺মোহনচাঁদ বসুর সুর।

২ চিতান। সলিলে কমল হয় সই সদা সবে কয়।

১ পরচিতান। হেরি পদ্মের উপর পদ্ম আবার—তাতে বারি বয়।

১ ফুকা। মুখপদ্মে নীলপদ্ম আঁখি।
আঁখিপদ্মে বহে জল, মুখ শতদল, ভাসিছে দেখ গো সখি।

১ মেলতা। আমরা এ পথে আসি যাই, এমন রূপ দেখি নাই; কমলের জলে কমল ভেসে যায়।

মহড়া। তোরা দেখে যা গো সখি হল এ কি দায়, তোরা দেখ্‌ ওই প্রাণসই, এ ত বারি নয়—অনল; শ্রীমুখকমল, শুখাল বল করি কি উপায়।

২ ফুকা। রাধা স্বর্ণলতা চন্দ্রমুখী।
অতি শীর্ণ হেমকায়, সখি একি দায়, দুখে মনেতে দুখী।

২ মেল্‌তা। এ ঘোর নিবিড় অরণ্যে, সখি গো কি জন্যে একা রাই কাঁদেন কোথায় শ্যামরায়।

৺হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে গীত।

৺মোহন চাঁদ বসুর সুর।

১ চিতান। শ্রীকৃষ্ণের আশায় হয়ে নিরাশ। এই দশা ঘটেছে আমার।

১ পরচিতান। পূর্ব্বভাবে তাই ভাবান্তর, মনেতে মন্ত্রণা অপার।

১ ফুকা। ব্রজে আনব বলে ব্রজের জীবন ধন, গেলাম করিয়া মনসাধ, কৃষ্ণ সাধিল বাদ, বিষাদে মগ্না তাই এখন।

১ মেল্‌তা। মাধব এল না ব্রজেতে, মজে কুবুজার প্রেমেতে; এখন বল্‌ গো সই কিসে বাঁচাই শ্রীরাধায়।

মহড়া। জান্‌লাম নিশ্চিত গো প্রাণসই, ব্রজে আসবে না শ্যামরায়।

প্রাণসই, শুন কই, কৃষ্ণ ভুলেছেন রাধার ভাব, তাঁর এখন নব ভাব, আর কি শ্যাম জুড়াবেন রাধিকায়?

খাদ। এই দশা ঘটে থাকে সখি গো, সুখের দশা যখন যায়।

২ ফুকা। মিছে ভাব্‌লে হবে সখি কি এখন, রাধার কপালে সে সুখ আর, এখন গো হওয়া ভার, গোপিকার জুড়াবে না মন।

২ মেল্‌তা। সুখ হবে না ব্রজের আর, মনে বুঝেছি অমি, সার, এখন অকূলে বুঝি দুকুল ভেসে যায়।

রামকৃষ্ণপুরে ভবানীপুরের দলে গীত।

৺মোহনচাঁদ বসুর সুর।

১ চিতান। ইদানী এ দানী সই, কে গো ঐ, আহা মরে যাই;

১ পরচিতান। অপরূপ রূপ অনুপ এরূপ স্বরূপ দেখি নাই।

১ ফুকা। নটবররূপ ধরায় ধরা ভার, দানী কিসের আশে আমার কাছে আসে, ক্ষণেক হাসে ভাসে নাশে অন্ধকার।

১ মেল্‌তা। মরি কি রঙ্গ ত্রিভঙ্গ, বয়স তরঙ্গ, অনঙ্গ অঙ্গ হেরে মোহ যায়।

মহড়া। সখি এ দানী কে ও যমুনায়? প্রাণসইরে এমন দেখি নাই।

দানীর শ্রীমুখসরোজে, মুরলী গরজে, গরজে ডাকে আবার শ্রীরাধায়।

খাদ। মরি বুঝিতে এ দানীর অভিপ্রায়।

২ ফুকা। দানীর দারুণ ভাব দেখে কাঁদে প্রাণ, আমার

ছলে ছলে, প্রেম বলে বলে, আবার বলে বলে
রাধে দেহ দান।

২ মেল্‌তা। হল অধৈর্য্য মন প্রাণ, কি ধন আর দিব দান,
দেহ দান দেহ দানীর রাঙ্গা পায়।

ত্রৈলোক্য নাথ ঠাকুরের দলে গীত।

৺মোহনচাঁদ বসুর সুর।

১ চিতান। বঞ্চিতা করে আমায় কালাচাঁদ জুড়ায়ে চন্দ্রা-
বলীর মন ;

১ পরচিতান। প্রভাতে আমায় ছলিতে এলেন কুঞ্জে মদন-
মোহন।

১ ফুকা। দেখে রঙ্গ ত্রিভঙ্গেরি অঙ্গ দহিছে দুঃখ ;
করেছি এই পণ, আর কাল বরণ, নাহি হেরিব
চখে।

১ মেল্‌তা। মাথায় কাল কেশ ধরব না, কুঞ্জে কাল সখী
রাখ্‌ব না,
কাল কোকিলের ধ্বনি আর শুন্‌ব না।

মহড়া। কাল ভালবেসে হল এই যাতনা।
আগে মানি নাই কালাকাল, জানি নাই কালাকাল,
জানিলে কালার প্রেমে মজ্‌তাম না।

খাদ। শঠ লম্পট কুটিল অতি কালাচাঁদ আগে জানি না।

২ ফুকা। কাল অঙ্গ কাল প্রায় জ্ঞান হয়েছে মনে ;

প্রাণান্তে সে কালায়, দেখ্‌তে আর আমায়,
সখি বলিস্‌নে যেনে।

২ মেল্‌তা। কাল চক্ষের তারা আর, রাখ্‌তে সাধ নাই আমার
কাল তমালের তরু কুঞ্জে রাখ্‌ব না।

কালীঘাটের দলে গীত।

কালীঘাটনিবাসী ৺মথুরামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুর।

১ চিতান। যতনে মন প্রাণ তোমায় দান, করেছি লো প্রাণ,
১ পরচিতান। নিয়ত তব আশ্রিত, তবু বল হে পরের প্রাণ।
১ ফুকা। ভুলে ধর্ম্ম পানেও চেয়ে দেখ না।
নিশি দিন তুষি মন, তোষ না তবু মন,
এ দুঃখে প্রাণে বাঁচি না।
১ মেল্‌তা। উচিত নয় বিধুমুখি, অনুগতে করা দুখী, হান
কি দোষে নির্দ্দোষীরে বাক্যবাণ।
মহড়া। বুঝিলাম প্রেয়সি, আমায় করে দোষী, অন্যজনে
দিবে প্রাণ।
আমি নিতান্ত অনুগত, তোমারই প্রেমে রত,
কেন মিছে কথায় বাড়াও মন অভিমান।

নীলকর সম্বন্ধে গীত।

—·:·—

মহড়া।

কোথা রৈলে মা, ভিক্টোরিয়া মাগো মা,

কাতরে কর করুণা।

মা তোমার ভারতবর্ষে, সুখো আর নাহি স্পর্শে,

প্রজারা নহে হর্ষে, সবাই বিমর্ষে—

এমন সোণার বর্ষে, খাসের বর্ষে,

কেবল বর্ষে যাতনা।

"আসিয়া" আসিয়া মাগো করুণাময়ি

করুণাচক্ষে দেখ না।

নামেতে নীলের কুঠি, হতেছে কুটি কুটি,

দুঃখী লোক প্রাণে মারা যায়,

পেটে খেতে নাহি পায়।

কুটেল সব সাহেবজাদা, ধপ্ধপে বাইরে শাদা,

ভিতরে পচা কাদার ভড়ভড়ানি,

পেঁকো গন্ধ তায়।

ওমা একে মনসার ফোঁস্ফুসুনি,

ধুনোর গন্ধ তায়।

হোলে চোরের কাছে ধর্ম্মকথা,

মর্ম্ম কভু বোঝে না।

চিতেন।

হোলো নীলকরেরদের অনররি

মেজেষ্টরি-ভার,

কুইন, মা মা মা গো।

হোলো নীলকরেরদের অনররি

মেজেষ্টরি-ভার।

প'ড়েছে সব পাতর বক্ষে, অভাগা প্রজার পক্ষে,

বিচারে রক্ষে নাইকো আর।

নীলকরের হদ্দ লীলে, নীলে নিলে সকল নিলে,

দেশে উঠেছে এই দায়।

যত প্রজার সর্ব্বনাশ।

কুঠিয়াল বিচারকারী, লাঠিয়াল সহকারী,

বানরের হাতে হোলো কালের খোন্তা-

খোন্তা জলে চায়।

হোলো ডাইনের কোলে ছেলে সোঁপা,

চিলের বাসায় মাচ।

হবে বাঘের হাতে ছাগের রক্ষে,

শুনেনি কেউ শুনবেনা॥

অন্তরা।

প্রজা ধচ্ছে আর সাচ্ছে তারা একাকালে,

পিঠেতে মাচ্ছে খুব কোড়া।
কাটা ঘায়ে লুণের ছিটে, পোড়ার উপর পোড়া,
যেন গোদের উপর বিষফোড়া ॥

চিতেন।

হোলে ভক্ষকেতে রক্ষেকত্তা, ঘটে সর্ব্বনাশ।
কাল্ সাপ কি কোনো কালে, দয়াতে ভেকে পালে
টপাটপ্ অম্‌নি করে গ্রাস ॥
বাঙালী তোমার কেনা, এ কথা জানে কেনা?
হয়েছি চিরকেলে দাস;
করি শুভ অভিলাষ।
তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু,
শিখিনি শিং বাঁকানো।
কেবল খাবো খোল্ বিচিলি ঘাস্।
যেন রাঙা আম্‌লা, তুলে মাম্‌লা,
গাম্‌লা ভাঙে না।
আমরা ভূসি পেলেই খুসি হব,
ঘুসি খেলে বাঁচবো না ॥

অন্তরা।

জমী চুন্‌চে, দিন গুণ্‌চে,
কেবল বুন্‌চে বীজ,
দোহাই না শুন্‌চে একটি বার।

নীলের দাদন, ঠেঙ্গার গাদন,
বাঁধন চমৎকার;
করে ভিটে মাটি চাটি সার॥

চিতেন।

তোমার সাধের বাংলা, হোলো কাংলা,
সয়না অত্যাচার।
গোরে হয় রেয়োৎ সারা, জমীদার পড়ে মারা,
লাটের দিন খাজনা হয়না আর।
কাঙালী বাঙালী যত, চিরদিন অনুগত,
জানিনে মন্দ আচরণ;
পূজি তোমার শ্রীচরণ।
আমাদের বাইরে কাল, ভিতরে বড় ভালো,
মনেতে রাঙা আলো,
টুক্‌টুকেটুক্ সিঁদুরে বরণ।
রাজবিদ্রোহিতা কারে বলে, স্বপ্নে জানিনে;
কেবল ঈশ্বরের নিকটে করি
তোমার জয়ের বাসনা॥

মহড়া।

ভাল কার্য্যটী ধার্য্য ক'রে যদি গো,
এই রাজ্যটী করেছ মা খাস।

এসে এ দেশেতে বসৎ কর, অন্নপূর্ণামূর্ত্তি ধর,

অন্নদানে বাঁচাও প্রজার প্রাণ।

সব অন্নভূমি কর তুমি, তুলে নিয়ে নীলের চাষ।

কোথা মা পায়ে ধরি, হয়ে রাজরাজেশ্বরী,

সন্তানের পূরাও অভিলাষ॥

হোলো রান্নাঘরে কান্নাহাটি, ধন্না পড়ে লাঠালাঠি,

উদরে অন্ন কারো নাই।

দোহাই মা, তোমার দোহাই।

কেহ রয় নীরাহারে, কেহ রয় নিরাহারে,

যদি বিপদে শ্রীপদে রাখ, ওগো মা,

তবেই রক্ষা পাই।

নাই উনুন জ্বালা, একি জ্বালা,

জালায় নাইক জল।

আবার পোড়া ভাগ্নী, সকল মাগ্‌গী,

উপবাসে উপবাস॥

চিতেন।

তুমি বিশ্বমাতা ভিক্টোরিয়া থাক' বিলাতে।

আমরা মা সব তোমার অধীন, দীন চিরদিন,

শুভ দিন দিন মা ভারতে॥

কোম্পানি রাজ উঠিয়ে নিলে, কে বুঝে তোমার লীলে?

নিলে মা এই ভারতের ভার।

পেয়ে শুভ সমাচার।

মা। তোমার হবে ভালো, আশাতে দিলেন আলো,

সুখে রোক সমভাবে, শাদা কালো,

ভেদ রবেনা আর ॥

যত নীলের শাদা, মুলুকচাঁদা, শাদা কেহ নয়,

কোরে নীলের কর্ম্ম, কি অধর্ম্ম,

মনে কালী হয় প্রকাশ ॥

অন্তরা।

না বুন্‌লে নীল, মেরে কিল,

"কিল" করে নীলকরে।

দেশের ছোটকর্ত্তা, দিলেন তাদের,

হর্ত্তা কর্ত্তা কোরে।

জোরে বেঁধে আনে ধোরে ॥

চিতেন।

যেমন কাজীরে সুধালে পরে, হিঁদুর পরব নাই।

তেমনি সব নীলকরের আচার, বিষম বিচার,

গোস্বামী ভক্ষণের গোঁসাই।

একেতো মাগ্‌গী গণ্ডা, লুঠেল তায় কুটেল ষণ্ডা,

তারাতো ঠাণ্ডা কেহ নয়।

লুটে এণ্ডা বাচ্ছা লয়।

গিয়েছে পুঁজি পাটা, ভিটেতে শেঁকুল কাঁটা,

আমার ধন গিয়েছে, মান গিয়েছে,

এখন মা প্রাণ নিয়ে সংশয়।

গেল গরু জরু, তৃণ তরু, কিছু নাহি আর।
করে হাকিম হয়ে সাকিম নষ্ট,
সমান কষ্ট বারমাস॥

আড়িয়াদহনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে নিম্নলিখিত 'সখিসংবাদটী" পাঠান ও এমন সুন্দর গীতের রচয়িতার নাম না পাওয়ায় বড়ই দুঃখ প্রকাশ করেন। আমি বহু অনুসন্ধানে জানিলাম, ইহা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের রচিত, কিন্তু কোন বিশেষ প্রমাণ পাই নাই। গদাধর মুখোপাধ্যায়েরও এই ভাবের একটী গীত পুস্তকমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

চিতেন।

দুর্জ্জয় মানেতে হয়ে হতমান,
কালাচাঁদ সেই মানের কর্ত্তে শেষ—
ব্রজরাজ ত্যেজে রাখালসাজ
ধোল্লেন আজ যুবতীর বেশ॥
কপালে সিন্দুরবিন্দু সহাস্য বদন,
তাহে সজল নয়ন পরে, কজ্জল উজ্জ্বল করে,
জলধরে শোভা করে বিজলী যেমন।
দেখে মনমোহিনী মনের সন্দে,
কৌশলে জিজ্ঞাসে বৃন্দে,
বিধুমুখী বৃন্দাবন কি কোর্ত্তে এলি রসাতল।

মহড়া।

নবীন বিরহিণী বিদেশিনী কোথা যাস্ গো বল্।
কুঞ্জবনে ধীরে ধীরে, কি জন্যে চাস্ ফিরে ফিরে,
নয়নেরি নীরে নীরে, ভাসে নয়ন শতদল॥
চঞ্চলা চপলার মত নিতান্ত চঞ্চল;—
হরিভয়ে করী যেমন পলাইয়ে যায়;
সখি দেখি তোর তেমনি ধারা, ধরিতে না পারে ধরা,
এমন ধারা মেয়ের ধারা, কভু ভাল নয়।
এলি কি ছলে এ বৃন্দাবনে, ভ্রমিতেছিস্ বনে বনে,
কি আছে তোর মনে মনে, মনের কথা খুলে বল॥

অন্তরা।

কিবা গজেন্দ্রগতি যুবতি গো,
গলায় গজমতি দুল্‌ছে।
কবরী আমরি কি শোভা পায়,
কনকচাঁপা তায় ঝুল্‌ছে॥
অঙ্গে সোণা কাণে শোনা,
কিন্তু যে সোণা গোকুলের ধন,
প্যারী তায়, দুর্জ্জয় মানের দায়,
দেছে মানকুণ্ডে বিসর্জ্জন।

চিতেন।

সে অবধি কুঞ্জে কেহ সুখী নাই।
ভাসে শুকশারী নয়নজলে,

কোকিল কাঁদে তমালডালে,

ভ্রমর কাঁদে শতদলে, কুঞ্জে কাদেন রাই।

কাঁদে স্থানে স্থানে ব্রজাঙ্গনা,

কেউ কারো কথা শোনেনা,

বিরহেতে প্রাণ বাঁচেনা, দুঃখে বহে চক্ষে জল॥

অন্তরা।

দেখে তোর ভঙ্গী রঙ্গিনী গো,

যেন চেনো চেনো জ্ঞান করি।

সদা সন্দ মনে, তাইতে ব্যানে,

কিছু বলি বলি বোল্‌তে নারি॥

চিতেন।

ক্ষীরোদমথনে যেমন নীরদবরণ।

দেবাসুরে করে ছলা, মনমোহিনী চিকন কালা,

ষোলকলা দেখে কালার ভুলে গেল মন।

অঙ্গে অম্বর দম্বর নাই, এলো থেলো দেখ্‌তে পাই,

চোলে যেতে রাজপথে,

ধূলাতে লুটায় অঞ্চল॥

৺ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তীর প্রণীত।

৺রামসুন্দর স্বর্ণকারের দলে গীত।

১ চিতান।	হবি কি পাগলিনী কমলিনী, কৃষ্ণবিরহের দায়।
১ পরচিতান।	ছি ছি ধৈর্য্য ধর, সহ কর দুখ, সময়ে পাবে শ্যামরায়।
১ ফুকা।	আছে প্রমাদিনী ব্রজে কুটিলে। সাধে কৃষ্ণসাথে বাদ, কালা পরিবাদ, ঘটালে এই গোকুলে।
১ মেল্‌তা।	দুঃখ অন্তরে রাখ রাই, প্রকাশে কাজ নাই, ঘটাসনে জ্বালার উপর জ্বালা আর।
মহড়া।	শ্রীমতি, এই মিনতি, শুন গো আমার। পাবে সময়ে কালাচাঁদ, ঘুচিবে এ বিষাদ, সও গো সও, অল্প দিন আর দুঃখের ভার।
খাদ।	জেন সকলি কপালে হয়, রাধে গো দোষ নাহি কার।
২ ফুকা।	বাঁধ ধৈর্য্যগুণে প্রাণ কিশোরী। ভাব কৃষ্ণের অভয় পদ, ঘুচিবে এ বিপদ, বিপদের কাণ্ডারী হরি।

২ মেল্‌তা। ভাব একান্তে শ্রীকান্ত, হবে দুঃখ অন্ত,
হয় দুঃখান্তে সুখ, বিধি বিধাতার।

আন্তনি সাহেবের দলে গীত।

---

১ চিতান। প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণে নিকুঞ্জের নিকটে হেরিয়ে বৃন্দে
শ্রীমতীরে কয়।

১ পরচিতান। রাধে কেঁদেছ যার আশাতে, নিশিতে,
সেই শ্যাম প্রভাতে উদয়।

১ ফুকা। কৃষ্ণ অতি ম্রিয়মাণ তাহে লজ্জাভয়,
মুখে আধ আধ ভাষ, গললগ্নবাস,
কাতর মাধব অতিশয়।

১ মেল্‌তা। দেখে রূপের ছাঁদ, পাছে রাগ হয় উন্মাদ,
কৃষ্ণ আগে তাই পাঠিয়ে দিলেন আমাকে।

মহড়া। একবার বলিস্‌ ত আস্‌তে বলি মাধবকে,
প্যারী তোমার সম্মুখে,
ঐ দেখ কালিয়ে কুঞ্জের বাহিরে দাঁড়ায়ে।
কেঁদে বল্‌তেছে দয়া কর রাধিকে।

খাদ। যদি স্বেচ্ছা হয় বল্‌গো প্রধানা গোপিকে।

২ ফুকা। কৃষ্ণ সেজেছেন অতি বিপরীত,
যেন গ্রহান্তে শশী, উদয় হল আসি,
সর্ব্বাঙ্গে কলঙ্ক অঙ্কিত।

২ মেল্‌তা। নাহি সর্ব্বাঙ্গে সুবাস, হৃদে কলঙ্কেরি দাগ,
নাহি লাবণ্য কালাচাঁদের চাঁদমুখে।

কালীঘাটের দলে গীত।

৶মথুরামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুর।

---

১ চিতেন। পুরুষ সরল সুজন অতিশয়, নাহি কঠিনতার লেশ।
১ পরচিতেন। আগে প্রাণ সঁপে পরের করে অনায়াসে,
সহজে সরলেরি শেষ।
১ ফুকা। কমল ফুটায় হে প্রভাকর আদরে,
পতি তার দিবাকর, জেনেও ত মধুকর,
ভুলেও ত্যজেনা পদ্মেরে।
১ মেল্‌তা। নাহি হয় তার মনক্লেশ, ভাবে সে সুখ অশেষ,
আমি পরের নই, তোমা বই আর জানিনা।
মহড়া। কেমন পুরুষের কপাল বুঝিতে নারি,
প্রাণ লয়েও সুযশ করনা।
হয়ে তোমারি প্রেমাধীন, তুমি মন্ নিশি দিন,
তবু ভুলেও ত আমায় "আমার" বলনা।

৬জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

ভবানীপুরের দলে গীত।

---

১ চিতান। যে তব ত্যজ্য ধন, সে জনে প্রয়োজন,
অনিত্য করহে যতন।

১ পরচিতান। সরল হলে এমন করে হে, মরি কি সরল
সুজন।

১ ফুকা। আমার প্রেমে যদি বিক্রীত হবে।
তবে পরেরি ঘরে, নাগরালি করে,
বল কে রবে।

১ মেল্তা। তেমন কপাল হত যদি, প্রাণ কাঁদে কি গুণনিধি,
তবে বিচ্ছেদ হয় কি আমার গলার হার।

মহড়া। আজ কি ভাগ্যোদয়, আমার হে রসময়,
বল্লে আমি প্রাণ তোমার,
যার কাছে প্রাণ থাক যখন, প্রাণ যোগাও প্রাণ
তার তখন,
এমন পর-কাতরা মানুষ পাওয়া ভার।

খাদ। জেনেছি সকল হে তোমার রীত ব্যবহার।

২ ফুকা। দেখা হলে হেসে, তোষ আমার প্রাণ,
কিন্তু সখা তুমি, পরের প্রেমের প্রেমী
আমারে কথায় ভুলান।

২ মেল্তা। সে সব কথা থাকুক দূরে, ঘটবে কর্ম্ম অনুসারে,
হ'ল চক্ষের দেখা লক্ষ লাভ আমার।

কালীঘাটনিবাসী ৺দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্যের বাটীতে
ভবানীপুরের দলে গীত।
৺মথুরামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুর।
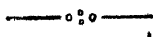
ভাল শুভ দিনে ক্ষণে তোমায় প্রাণ, সঁপে প্রাণ,
মজেছি তোমার প্রেমেতে।

১ পরচিতান। মলাম জন্ম জ্বলে, বিচ্ছেদ অনলে,
তবু পারিনা ভুলিতে।

১ ফুকা। মনে করি তোমার মুখ হেরিবনা।
হেরিলে ও চাঁদবয়ান, দূরে যায় অভিমান
তখন আর সে মান থাকেনা।

১ মেল্তা। ভাসি সুখসিন্ধুনীরে, আনন্দ অন্তরে।
যেন আকাশের চন্দ্র আমি পাই করে।

সহজ়া।	এত হে জ্বালাও প্রাণে আমায় প্রাণ, তবু প্রাণ চাহে তোমারে। মনে করি প্রণয় ভুলি, তোমায় দেখ্‌লে সকল ভুলি, শুনি কও হে কি করেছ আমারে।
খাদ।	কি ক্ষণে তোমারি সনে দেখা রে।
১ ফুকা।	কত সইব প্রাণ তোমার যন্ত্রণা। যতনে মন প্রাণ, করিলাম তোমায় দান, তথাচ আমার হলেনা।
২ মেলতা।	পরের প্রেমে বাঁধা তুমি, তোমার প্রেমাধীনী আমি, তার কেন হই, যে না চাহে আমারে।

৺রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

৺লক্ষ্মীনারায়ণ যোগীর দলে গীত।

১ চিতান।	কপাল মন্দ দ্বারী হে, কৃষ্ণনিন্দা করা উচিত নয়।
পরচিতান।	দশা যখন বিগুণ হয়, জান্‌লেম বন্ধু লোকে মন্দ কয়;
১ ফুকা।	রাধার চরণে যার লেখা নাম, এখন তোদের পায়ে ধরায় সেই শ্যাম।
১ মেল্‌তা।	ভাব্‌তে বল্‌গে যা তোদের রাজাকে, এমন অভিমান কতবার ভিক্ষা লয়েছে।
মহড়া।	এখন সময়গুণে এই দশা হয়েছে। ছিল দাসী যে, হল রাণী সে, রাধা রাজনন্দিনীর এখন কপাল ভেঙ্গেছে।
খাদ।	সরমে মরমে মরি কব কার কাছে।
২ ফুকা।	যে জন আঁখির আড়ে হত না, তারে দেখ্‌তে এসে এত লাঞ্ছনা;
২ মেল্‌তা।	আমি পথে বসে কাঁদি আজ, এমন কত কান্না তোদের রাজা কেঁদেছে;
অন্তরা।	কথা কইতে গেলে নয়নজলে অঙ্গ ভেসে যায়;

রাধা রাজার দাসী অপার্য্যে আসি কাঁদিতেছে মথুরায়।

২ চিতান। এমন নিষ্ঠুর ভূপতি, আমাদের শ্রীমতী কভু নয়।

২ পরচিতান। পেয়ে কাঙ্গালিনীর ভয়, অন্তঃপুরে নাহি গিয়া রয়।

৩ ফুঁকা। আমরা দয়ালরাজ্যে বাস করি, চাহিলে উলটে ভিক্ষা দিয়ে যেতে পারি।

৩ মেলতা। মনে করতে বল তোদের রাজাকে, বুঝি আপনার সে দিন এখন ভুলে গিয়াছে।

৺সৃষ্টিধর সূত্রধরের দলে গীত।

---

১ চিতান। নিবাসে আসিবে নাথ যাবে সব জ্বালা;

১ পরচিতান। বিপক্ষে হাসিবে সখি হলে চঞ্চলা।

১ ফুকা। ষড় ঋতু সৃষ্টি বিধাতার,
নিয়মে উদয় হয়, বাধ্য কার নয়,
দোষ দাও মিছে সখি তার।

১ মেলতা। কি আর সুধাব বসন্তে, এ দুঃখ অন্তে, কান্ত পাবে ধৈর্য্য ধরে রও।

মহড়া।	পর হবে না নাথ প্রবাসে, অল্প দিন দুঃখ সও;
	তুমি কুলের কামিনী, তাহে পরাধীনী, সই রে,
	কেন ঢেউ দেখে তরি ডুবাইতে কও।
খাদ।	নব বালিকা নিতান্ত তুমি নও।
২ ফুকা।	ঋতুপতি দিবে পতির সংবাদ,—
	বল সই কেমনে, ভেবেছ কি মনে, ঘট্‌ল কি বিরহপ্রমাদ।
২ মেল্‌তা।	পতিবিচ্ছেদে এমনি হয়, সখি মিছে নয়,
	তা বলে আশাত্যাগী কেন হও।

যজ্ঞেশ্বরীনাম্নী এক রমণীর প্রণীত।

৺নীলুঠাকুরের দলে গীত।

---

১ চিতান।	কর্ম্মক্রমে আশ্রমে সখা হলে যদি অধিষ্ঠান ;
২ পরচিতান।	হেরে মুখ, গেল দুঃখ, দুটো কথার কথা বলি প্রাণ।
১ ফুকা।	আমায় বন্দী করে প্রেমে, এখন ক্ষান্ত হলে হে ক্রমে ক্রমে, দিয়ে জলাঞ্জলি এ আশ্রমে।
১ মেল্‌তা।	আমি কুলবতী নারী পতি বই আর জানিনে ; এখন অধীনী বলিয়ে ফিরে নাহি চাও ;
মহড়া।	ঘরের ধন ফেলে প্রাণ—পরের ধন আগুলে বেড়াও। নাহি চেন ঘর বাসা, কি বসন্ত কি বরষা, সতীরে করে নিরাশা অসতীর আশা পুরাও।
খাদ।	রাজ্যে থেকে ভার্য্যের প্রতি কার্য্যে না কুলাও।

২ ফুকা। তোমার মন হল বার বাগে, গেল জন্মটা ঐ পোড়া রোগে,
আমার সঙ্গে দেখা দৈবার্থ যোগে।

২ মেল্‌তা। কথা কহিছ আমার সনে, মন রয়েছে সেখানে,
প্রাণ—মনে কর সখা পাখা হলে উড়ে যাও।

রাম বসুর দলে গীত।

---

১ চিতান। অনেক দিনের পরে, সখা তোমারে,
দেখ্‌তে পেলাম চক্ষেতে।

১ পরচিতান। ভাল বল দেখি তোমার সখার সংবাদ,
ভাল ত আছেন প্রাণেতে।

১ ফুকা। তার মনে ত নাই এ অধীনীরে,
নবীনার প্রাণধন, হয়ে তিনি এখন,
ভেসেছেন সুখ-সাগরে।

১ মেল্‌তা। ভাল সুখে থাকুন তিনি তাতে ক্ষতি নাই,
আমায় ফেলে গেলেন কেন শাখের করাতে।

মহড়া। বলো বলো প্রাণনাথেরে, বিচ্ছেদকে তাঁর ডেকে নে যেতে।
যদি থাকে ধার, না হয় শুধেই আস্‌ব তার;

কেন তসিল করে পোড়া মসিল বরাতে।

খাদ। আমার হল উধোর বোঝা বুধোর ঘাড়েতে

২ ফুকা। তিনি প্রাণ লয়ে হে, হলেন স্বতন্তর,
মদন তা বুঝেনা, বল্লে শুনেনা,
আমার ঠাঁই চাহে রাজকর।

২ মেলতা। দেখি 'ধাপ দেশের' পাপ বিচার,
দোহাই আর দিব কার,
সদা প্রাণ বধে, কোকিল কুহুস্বরেতে।

পরিশিষ্ট।

লুপ্তরত্নোদ্ধার।

—০০—

৺সাতুরায়, কৃষ্ণমোহন ভট্ট, রামবসু প্রভৃতি কবিগণের গীত মুদ্রিত হইবার পর, তাঁহাদেরই রচিত কতকগুলি উৎকৃষ্ট গান হস্তগত হয়, তাহা নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল।

৺সাতুরায় প্রণীত।

—০০—

৺ভোলানাথ ময়রার দলে গীত।

—০০—

১ চিতেন। হাঁগো বৃন্দে, শ্রীগোবিন্দের, পায় করে প্রাণ সমর্পণ;

১ পরচিতান। হোল এ গোকুল, আমার প্রতিকূল, অনুকূল কেবল শ্যামধন।

১ ফুকা। সেধন সাধনে, হই বুঝি নিধন, পাপ লোকে তা বোঝেনা, কৃষ্ণধন কি ধন।

১ মেলতা। আমার মিথ্যাবাদ, অপবাদ, দেয় কালশ্ম পরিবাদ সই, আমি কিরূপে গৃহমাঝে তিষ্ঠে রই।

মহড়া। এখন শ্যাম রাখি কি কুল রাখি বল সই।

যদি ত্যজিগো কুল, তবে হাসে গোকুল,
যদি রাখিগো কুল, কৃষ্ণে বঞ্চিত হই।

চিতেন। বসন্তকালে ব্রজে আসিয়া, হেরিয়া দুঃখসমুদয়,
পুনরায় মথুরায়, রাজসভায় উপনীত হয়ে উদ্ধব কয়।
শুন ওহে বনমালী, বৃন্দাবনের বার্ত্তা বলি,
পত্রাবলি করে এনেছি।
ভাণ্ডিরবন তমালবন, মধুবন আর নিধুবন,
নিকুঞ্জবন ভ্রমণ করেছি॥

মেলতা। ক'রতে গোচারণ যে বনে, সেবন, বন হয়েছে
এক্ষণে, তোমা বিহনে, বনের শোভা গিয়াছে।

মহড়া। দেখে এলাম শ্যাম, তোমার বৃন্দাবনধাম,
কেবল নাম আছে।
তথা বসন্ত ঋতু নাই, কোকিল নাই, ভ্রমর নাই,
জলে কমল নাই,
কেবল রাইকমল, ধূলায় পড়ে রয়েছে॥

খাদ। বনের কথা, মনের কথা, কই তোমার কাছে।

দোলোন। ফুলে মূলে জলে স্থলে, সকলেতে সমান জলে,
নয়নজলে ভাসে অনিবার।
হাহাকার সদাকার, গোপিকার প্রেমবিকার,—
বিচ্ছেদবিকার, না হয় প্রতিকার।

মেল্‌তা। তোমা বিহনে গোপিকার, হয়েছে সব শীর্ণাকার,
দুঃখের অলঙ্কার, সবাই গলে প'রেছে।

অন্তরা। সুখ শূন্য, সবাই শোকাকুলী, তোমা বিচ্ছেদে
বনমালী, হে, যেমন শ্রীরাম বিহীনে, অযোধ্যা
ভবন, হয় শ্রীহীনে, ব্রজগোপীগণ তদপ্রায়
সকলি।

পরচিতেন। সানন্দ উপানন্দ, শ্রীনন্দ দহিছে মনের বিষাদে,
গোবিন্দ, গোবিন্দ, বলে গোবিন্দ কোথা
দেখা দে।
যশোদা রোহিণী আদি, রোদন করে নিরবধি,
বলে বিধি কি করিলে হায়।
মূর্চ্ছা যায়, চেতন পায়, পুনরায় বলে, আয়,—
আয়, আয় কোলে আয়, আয়রে গোপাল আয়।

মেল্‌তা। তুমি গোপাল, হেথা ভূপাল, তোমা বিহনে দহে
গোপাল, ব্রজরাখাল সব, গোপাল ব'লে
কাঁদিছে।

চিতেন। রঙ্গিণী যে জনা, সঙ্গিনী প্রধানা,
বাক্যছলে কৃষ্ণে কয়।
ছিলে ব্রজের রাখাল, হ'লে ভব্য ভূপাল,
সভ্য এখন কংশালয়।

আমার এই দশা এখন, আমি সেই বৃন্দে,
বিক্রীত শ্রীমতীর পদারবিন্দে ;

মেল্‌তা। পারত' চিন্তে, কেন সচিন্তে,
তোমার চিন্তা কি, চিন্তামণির চিন্তা নাই।

মহড়া। কও কথা বদন তুলে, হও সদয় এই ভিক্ষা চাই।
রাধার অধৈর্য্যে, এলাম অপার্য্যে,
তোমার কংশরাজ্যের অংশ লতে আসি নাই।

খাদ। অধোবদনে, মদনমোহন রও যদি, কুব্জার
দোহাই।

দোলন। তোমার সহাস্য বদনে নাই রহস্য,
কিজন্য হ'লে এত ঔদাস্য ;

মেল্‌তা। চারু চন্দ্রাস্য, নহে প্রকাশ্য,
যেন সর্ব্বস্ব লতে এলাম, ভাব্‌ছ তাই।

অন্তরা। অন্যমনে কেন রইলে, কথা কইলে,
ক্ষতি কি তোমার, (শ্যাম হে)—
যেতে হবেনা পুনঃ বৃন্দাবন,
লতে হবেনা রাধার ভার।

পরচিতেন। রাজত্ব হয়েছে, প্রভুত্ব বেড়েছে,
তত্ত্ব ক'র্‌তে হয় একবার।
অতি শত্রু এসে যদি শরণ লয়,
সম্ভাষণ ক'র্‌তে হয়,
তাতে মহতের বাড়ে আরো মহত্ত্ব,

লঘু তরালে হয়না লঘুত্ব,
তোমার কি ধর্ম্ম, তোমার কি কর্ম্ম,
জান্‌তে সেই মর্ম্ম, পাঠায়েছেন ব্রজের রাই।

চিতেন। উদ্ধবের আগমন দেখে বৃন্দাবনেতে,
বৃন্দে ধায়, গিয়ে খেদ জানায়, পথমধ্যেতে।
কও হে উদ্ধব কও কিমর্থে আগমন,
আসা সুলক্ষণ, কিহে বৈলক্ষণ,
কোন্ ছলে, গোকুলে আসি কর্‌লে পদার্পণ।
দেখে মথুরানিবাসী ভয় হয়, একজন এসে,
ছদ্মবেশে, প্রেম ভেঙে বাদ্ সেধেছে।

মহড়া। বল উদ্ধব তোমার মনে আবার কি আছে।
একবার এসে অক্রূর মুনি, কোরে কৃষ্ণকাঙ্গালিনী,
ব্রজের ধন, নীলকণ্ঠমণি, হ'রে লয়ে গিয়েছে।

খাদ। সাধু হও যদ্যপি, তথাপি সন্দ হ'তেছে।

দোলন। যেমন সেই অক্রূর দেখ্‌তে সুধার্ম্মিক,
তোমায় ততোধিক, দেখ্‌ছি শতধিক,
সুধারা, বৈষ্ণবের ধারা, সজ্জানী সাত্ত্বিক;
কিন্তু কুগ্রামনিবাসী যারা হয়,
ধর্ম্মরহিত, তাদের চরিত,
ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখেছে।

পাল্‌টা গীত।

চিতেন। কৃষ্ণের কথায়, আজু হেথায়, আগমন তোমার,
গোপিকার, বিরহবিকার, ক'রতে প্রতিকার।
কৃষ্ণপ্রেমানল, মনানলময়,
সে কি নির্ব্বাণ হয়, দেখ গোকুলময়,
হতেছে খাণ্ডবের মতন অগ্নিবৃষ্টিময়,
দিলে প্রবোধবারি, কি হইবে তায়।
দাবানলে, যে বন জ্বলে,
জল দিলে তা' নেবেনা।

মহড়া। ফের' উদ্ধব, শূন্য ব্রজে প্রবেশ কোরোনা।
কৃষ্ণ বিনে গোষ্ঠ শূন্য, কানন শূন্য, নগর শূন্য,
কমলিনীর কুঞ্জ শূন্য, সকল শূন্য দেখনা॥

খাদ। করি কৃতাঞ্জলি বলি হে, কথা ঠেলোনা।

দোলন। দেখলেত উদ্ধব, ব্রজের দুঃখ সব,
আমরা গোপী সব, জীবন থাকতে শব,
সখার দশা, সমান দশা, ক'রেছেন কেশব;
ঘুচবে সকল জ্বালা, এলে সেই কালা,
নইলে বেঁচে, কি সুখ আছে,
মোলেই ঘোচে যন্ত্রণা॥

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

চিতেন। দ্বারী কহে শ্রীকৃষ্ণের সভায়, শুন ওহে যদুরায়।
দ্বারের সংবাদ কিছু নিবেদি তোমায়।
দুঃখিনীর আকার, রমণী কোথাকার,
কাতর হইয়ে কহে দেহ কৃষ্ণ দরশন।

মহড়া। কে হে সে জন, নারী দ্বারে করিছে রোদন।
কোথা হ'তে এসেছে, তার কিবা প্রয়োজন।
আমরি মরি, কি রূপের মাধুরী,
সুধাইলে সুধুই বলে বসতি শ্রীবৃন্দাবন।

চিতেন। শ্রীকৃষ্ণের ভাব উন্মাদ, হেরিয়ে সে সংবাদ,
উগ্রসেন উদ্ধবেরে কয়;
ওহে কৃষ্ণসখা, দেখ দেখ হে,
কৃষ্ণের কি ভাব উদয়।
যেন কিধন হয়েছেন হারা;
কি মনের দুঃখে চক্ষে বারি, বক্ষে বহিছে ধারা।
হয়ে কার মায়ায় মোহিত, ধূলায় লুণ্ঠিত,
হরি ত্যজে রত্নাসন, কালবরণ ভূতলে।

মহড়া। বল উদ্ধব হে, কি লিখন কাঙালিনী দেখালে।
সজল আঁখি, মলিন বদন দেখি, কি দুঃখের দুঃখী,
কৃষ্ণ অকস্মাৎ মূর্চ্ছাগত রাই বোলে।

খাদ। বৃন্দাবনবাসিনী, আর্জ কি প্রমাদ ঘটালে।

দোলোন। কৃষ্ণের হস্তে হস্তলিপি কার,
দিলে কেমন ক্ষণে, পত্র দৃষ্টি মাত্র চিত চমৎকার;
হয়ে ছিন্নমূল বৃক্ষ প্রায়, পড়লেন এই রাজসভায়,
হরি, যেন শক্তিশেল বিন্ধিল হৃদ্‌কমলে।

অন্তরা। দুঃখী তাপী কত দেখতে পাই,
এই মধুর রাজ্যধামে, আসে যায় হে;
এমন কাঙালিনী, শ্যামমোনোমোহিনী,
কখনত দেখি নাই।

পরচিতেন। কাঙালিনী বুঝি নয় সে,
নারী বুঝতে নারি কি লীলে.
সে কোন্ মোনোমোহিনী. দিয়ে মোহিনী,
কৃষ্ণের মন মোহিলে।
মায়া করে এসে মথুরায়, কাঙালিনীর বেশে,
কাঙালের ধন কৃষ্ণ পাছে লয়ে যায়;
নারী মায়াবী জানে ছল, নয়নে অশ্রুজল বহে,
আগে আপনি কেঁদে. শেষে শ্যামকে কাঁদালে।

ভোলা ময়রার দল।

চিতেন। চিন্তা নাই, চিন্তামণির বিরহ
ঘুচিল' এতদিনের পর।

পরচিতেন। অন্তর জুড়াও গো কিশোরী, হেরে অন্তরে বাঁকা
বংশীধর॥
যে শ্যামবিরহেতে ছিলে কাতরা নিরন্তর,
সেই চিকণ কাল', হৃদে উদয় হ'ল,
এখন সুশীতল কর গো অন্তর।

মেলতা। যদি অন্তরে অকস্মাৎ, উদয় হ'ল রাধানাথ,
আছে এর চেয়ে বল, কি আর সুমঙ্গল।

মহড়া। বুঝি নিব্‌লো রাধে, তোমার
অন্তরের কৃষ্ণবিরহ অনল।
হেরে অন্তরে কালাচাঁদ, অন্তরের পুরাও সাদ,
অন্তর ক'রোনা আর নীলকমল॥

খাদ। এসময় পরশিতে ব'ল না, হয় পাছে অমঙ্গল।
বিধি এই করুন্,
ঘুচুক শ্যামবিচ্ছেদ, রাই তোমার;
ওগো চন্দ্রমুখী, কৃষ্ণসুখে সুখী,
তোমায় সদা দেখি, সাদ সবাকার॥

মেলতা। রাধে তোমার দুঃখ আর, নাহি সহে গোপিকার,
করিলেন মাধব আজি, বিরহানল বুঝি, সুশীতল।

নীলুঠাকুরের দল।

—: :—

চিতেন। দিবসে শ্রীকৃষ্ণরূপ ভাবিয়ে মনে,
নিশিতে নিদ্রিতে হয়ে ছিলাম শয়নে।
আমি দেখলাম গো বৃন্দে সখি,
মধুর সুহাস্য বদন, রমণীরঞ্জন,
কাল বরণ, বাঁকা আঁখি।
যুগল করে ধ'রে করে, বলে প্যারী কেমন আছ
বল বল।

মহড়া। কাল স্বপনে মাধব আমার কুঞ্জে এসেছিল।
রজনীতে, ছিলাম শ্যাম সহিতে,
ললিতে গো, প্রভাতে শ্যাম কোথায় গেল॥

খাদ। কি ছলে শ্যাম ছলিতে এলো।
বলে উঠ রাই চন্দ্রমুখী,
তোমার হেম অঙ্গে প্রিয়ে, শ্যাম অঙ্গ দিয়ে,
এক অঙ্গ হইয়ে থাকি।
ক'রে আমার নিদ্রাভঙ্গ, দিয়ে ভঙ্গ,
সে ত্রিভঙ্গ অদৃশ্য হ'লো॥

অন্তরা। , কুসুম শয্যা ক'রে, শ্রীমন্দিরে, যেন করেছি শয়ন,
ইতিমধ্যে শ্যাম সুন্দর আসি দিল দরশন।

পরচিতেন। মস্তকে মোহনচূড়া বামেতে হেলে,
বনমালা গুঞ্জমালা দুলিছে গলে,
সুধার অধরে মৃদু হাসি,
করে মুরলী লইয়ে, ত্রিভঙ্গ হইয়ে,
দাঁড়ালেন সম্মুখে আসি।
ক্ষণেক কুঞ্জের বাহিরে যায়, ক্ষণেক দাঁড়ায়,
বলে রাই আছত ভাল ॥

চিতেন। শ্রীরাধায় আশ্বাসিয়ে, রঙ্গদেবী খেয়ে—
মথুরায় করিছে গমন।
কোকিলে ব'সে তমালে, স্বরহীন সজলনয়ন ॥
দেখে খেদে কয়, ওহে কোকিল পাখী,
কেন এ মধুর মাধবে, রয়েছ নীরবে,
ওই মুদে দুটী আঁখি ॥
আমার গমনসময়ে, বিষাদ হইয়ে,
অমঙ্গল করা তোমার উচিত নয়।

মহড়া। মধুপুরে কৃষ্ণ আনতে যাই,
কোকিল কৃষ্ণ ব'লে ডাকরে এই সময়।

নাহি অবলার অন্য বল, কৃষ্ণনাম পথের সম্বল;
যেন এই যাত্রায় মনস্কামনা সিদ্ধ হয়॥

চিতেন। বসন্তে শ্রীকান্তে সম্বোধিয়ে—
বৃন্দে কয় ব্রজের বিবরণ।
কৃষ্ণ হে, কৃষ্ণতাপে দগ্ধ,
তোমার সেই মধুর বৃন্দাবন॥
শুক শারী ডাকেনা হে কৃষ্ণ ব'লে।
মধুকরের মধু মধুরব, সে রব নাই হে—
কোকিল নীরবে ব'সে আছে তমালে
হ'ল সুখহীন বৃন্দাবন, শুন মধুসূদন,
এ মধুর ফলে ফুলে শুকালো।

মহড়া। কৃষ্ণ দেখ হে, একবার দেখে যাও,
বসন্তের প্রাণান্ত হলো॥
ব্রজের দুঃখানল, রাধার শোকানল,
প্রবল হয়ে বিচ্ছেদদাবানল,—
তোমার ঋতুরাজ সসৈন্যে পুড়ে মোলো।

খাদ। কেন শ্যাম, তায় গোকুলে পাঠালে বল'॥

দোলোন। ব্রজধামে, ঋতুরাজের আগমনে,
নব নব, তরু লতা সব,
সুখে মুঞ্জরিয়ে ছিল কুঞ্জকাননে।

তাহে মলয়সমীরণ, জ্বালায়ে হুতাশন,
বৃন্দাবন, সেই অনলে দহিল।

নীলু ঠাকুরের দল।

চিতেন। রাধার নবমদশা হেরে, ব্যাকুল অন্তরে,
সত্বরে আমি কংসধাম,
শ্রীগোবিন্দে কহে বৃন্দে, পদারবিন্দে করিয়ে প্রণাম।
ব্রজের শ্যামবিচ্ছেদে, প্যারী প্রলাপ দেখে,
রাধানাম হে তোমার রাই বলে হৃদ্পদ্মের
নীলপদ্ম আজ নিলে কে।
কেন এমন হ'ল প্যারী, নারী বুঝ্‌তে নারি,
শ্যাম হে—ও তাই সমাচার দিতে এলাম মথুরায়।

মহড়া। তোমার কমলিনী, কাল মেঘ দেখে
কৃষ্ণ ব'লে ধত্তে যায়।
আমরা তায় বলি করে ধরি
রাই ধোরোনা গো, ও নয় শ্রীহরি,
তবে কই কৃষ্ণ বলি প্যারী মূর্চ্ছা যায়।

অন্তরা। এ কি ভ্রান্তি হল শ্রীরাধার—কও শ্যামরায়,
দোলোন। দেখে বিদ্যুল্লতা কাল মেঘের অঙ্গে, রাধানাথ হে

তোমার রাই, বলে ঐ যে সই
পীতবসন শ্যামের অঙ্গে।
যখন গরজে জলধর, রাই বলে ধর গো ধর,
সই গো আমার বংশীধর মোহন মুরলী বাজায়।

৺নীলু ঠাকুরের দলে গীত।

---

১ চিতান। কাতর অন্তরে কৃষ্ণপদে ধরে
কুবুজা 'করে নিবেদন।
১ পরচিতান। শুন শ্যাম ওহে গুণধাম,
তুমি ব্রজগোপীর প্রাণ মন।
১ ফুকা। দেখ দেখ কৃষ্ণ হ'য়ো সাবধান, কাঁদে প্রাণ,
হারাই হারাই কৃষ্ণ হারাই হয় হেন জ্ঞান ;
১ মেল্‌তা। কে এক এসেছে অবলা, সে নাকি অতি প্রবলা,
হরি না জানি আজি কি দ্বন্দ্ব ঘটায় ;
মহড়া। কৃষ্ণ হে যেওনা আজ রাজসভায়।
এল ব্রজের কে গোপিকে, ধর্‌তে তোমাকে,
ধর্‌লে রাখ্‌তে পার্‌বে না কেউ মথুরায়।
খাদ। শুনেছি তাদের তুমি বাঁধা শ্যামরায়।
২ ফুকা। কত পুণ্যফলে পেয়েছি তোমায়,
দয়াময় দেখ যেন দাসী ব'লে ত্যজ না আমায়।

২ মেল্তা। কৃষ্ণ কব কি অধিক আর,
জানিনা তুমি কখন্ কার,
পাছে গোপিকার কথায় ত্যজে যাও আমায়।

৺নীলুঠাকুরের দলে গীত।

---

১ চিতান। ব্রজেতে মধুর ভাব, মথুরায় ভক্তি ভাব,
দুই ভাবের যে ভাবে হয় মন,
১ পরচিতান। বুঝে ভাব কৃষ্ণ রাখ ভাব,
তুমি ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন।
১ ফুকা। যদি তোমায় দেখে ব্রজাঙ্গনা, ছাড়্বেনা,
কৃষ্ণ ব'লে ডাক্‌লে পরে রইতে পার্‌বে না।
১ মেল্তা। যদি না যাও হে কালাচাঁদ গোপীসব প্রাণে
বাঁচ্‌বে না,
আবার আমারেও ব'ধে যাওয়া উচিত নয়।
মহড়া। কৃষ্ণ যেমন তোমার স্বেচ্ছা হয়,
তুমি না গেলে নেবায় কে, যাওত রাখে কে;
যা কর কৃষ্ণ তুমি ইচ্ছাময়।

৺নীলুঠাকুরের দলে গীত।

—০০—

১ চিতান। বসন্ত আগমনে বৃন্দাবনে কৃষ্ণের আগমন হ'ল না।

১ পরচিতান। গিয়ে কংসধামে, শ্যামে সম্ভ্রমে,
বৃন্দে কয় করি করুণা,—

১ ফুকা। প্রণাম করি হে কৃষ্ণ প্রণাম করি—
আমি মথুরাবাসী নই, শ্রীরাধার দাসী হই,
বৃন্দাবনবাসী নারী ;

১ মেল্‌তা। বৃন্দাদূতীনাম ধরি, বিধুবদন তোল বংশীধারী,
কিছু নিবেদন করি চরণকমলে—

মহড়া। শ্যাম হে বসন্তেরে রাজ্য দিয়ে কি,
নারীবধ করলে গোকুলে ?
আছে ব্রজেতে বিচ্ছেদ রাজা,
এসে তায় বসন্ত রাজা,
মিলে দুই রাজায় রাই রাজার প্রাণ বধিল।

খাদ। বলিতে তোমারে দহি দুঃখের অনলে।

২ ফুকা। ধনুর্যজ্ঞেতে এলে মধুপুরে—
যজ্ঞ বিনাশি যজ্ঞেশ্বর, হলে হে রাজ্যেশ্বর,
বধিলে কংস অসুরে।

২ মেল্‌তা। ব্রজের শ্রীহরি শ্রীধর, রাধার প্রাণ মন হরি,
শেষে রাধারে ভাসাইলে অকূলে।

———

৺নীলুঠাকুরের দলে গীত।

১ চিতান। বৃন্দে সভামধ্যে কহিছেন,—
কৃষ্ণে করিয়া প্রণাম।

১ পরচিতান। এলাম বৃন্দাবনধাম হতে,
রাধার সঙ্গিনী আমি—শ্যাম।

১ ফুকা। দেখিলাম তব রাজ্যের শিক্ষা,
আমি আজি তাই কর্‌ব হে পরীক্ষা।

১ মেলতা। তুমি রাজ্য কর ভাল, শুন হে ভূপাল,
সুখ্যাতি শুনি তোমার সর্ব্বঠাঁই,

মহড়া। কেমন বিচার কর কৃষ্ণ দেখ্‌ব তাই,
আমায় জান্তে পাঠালেন ব্রজের রাজা রাই।

খাদ। শুনেছি তব রাজ্যে অবিচার নাই।

২ ফুকা ধন প্রাণ মন সঁপে হেথা যে যায়,
পুনরায় ফিরে পায় কিহে নাহি পায়।

২ মেলতা। দেখ্‌ব রাখালের রাজবিচার, ন্যায্য কি অবিচার,
কর্‌লে সুবিচার সুযশ করিব কানাই।

৺নীলুঠাকুরের দলে গীত।

১ চিতান। যে ছলে শ্যামরায়, এলে হে মথুরায়,
হয়ে এক যজ্ঞে নিমন্ত্রিত।

১ পরচিতান। করিলে সে যজ্ঞত সমাধান,

হল তা জগতে বিদিত।

১ ফুকা। আবার এক যজ্ঞ হবে ব্রজধাম

শীঘ্র আসি তাও তুমি পূর্ণ কর শ্যাম।

১ মেল্‌তা। তারা অবলা গোপবালা,

অনেক দুঃখে করেছে সব যজ্ঞের আয়োজন;

মহড়া। আজ কৃষ্ণ চল হে নিকুঞ্জবন;

প্রাণাহুতি যজ্ঞ করিবেন রাই, লহ তাঁরি নিমন্ত্রণ।

৬নীল ঠাকুরের দলে গীত।

---

১ চিতান। শ্রীমধুমণ্ডলে আসি বৃন্দে—

খেদে গোবিন্দের পদারবিন্দে কয়;

১ পরচিতান। আমায় দেখে অধোমুখে কেন রহিলে বল দয়াময়।

১ ফুকা। থাক থাক হে স্বচ্ছন্দে,

তোমার কুব্জা সুখে থাক্, রাধা মরে যাক্,

হবেনা তোমার তাতে নিন্দে।

১ মেল্‌তা। তোমায় লতে আসি নাই হে জান্তে এসেছি

চিন্তামণির তাতে চিন্তা নাই।

মহড়া। শ্যাম, কথা কও শ্রীপদে এই ভিক্ষা চাই;

প্যারী রয়েছেন অধর্য্যে, তাই আমা অপার্য্যে,

তোমার ঐশ্বর্য্যের অংশ লতে আসি নাই।

খাদ। শুন হে ত্রিভঙ্গ কানাই ;

২ ফুকা। সে যে স্বর্ণলতা রাজকন্যে কৃষ্ণবিরহজ্বালায়,
মর্ম্মবেদনায়, ভ্রমে অরণ্যে শরণ্যে ;

২ মেল্‌তা। প্রবোধ না মনে মানে ভ্রান্তে শ্রীমতী,
উপায় কি করি বল শুনে যাই।

৺নীলঠাকুরের দলে গীত।

---

১ চিতান। শুন গো সখি, আজ আশ্চর্য্য রাজসভার বিবরণ

১ পরচিতান। রুষ্ট হয়ে ব্রজের নারী এক
কৃষ্ণে কহিছে গর্ব্বিত বচন।

১ ফুকা। সে যে মুখরা প্রখরা নব যুবতী,
হান্‌চে বাক্যবাণ, কুপিত দুনয়ান,
তাহে শ্যাম কাতর অতি।

১ মেল্‌তা। তোরা ঘর থেকে বেরুস্‌নে, কেউ কিছুই জানিস্‌নে,
এ মধুমণ্ডলে কি হ'তেছে।

মহড়া। বৃন্দে নামে কে এক রমণী রাজসভাতে এসেছে ;
আমি দেখিলাম স্বচক্ষে, আমাদের রাজাকে,
রাই রাজার প্রজা ব'লে বেঁধেছে।

৺গোরক্ষনাথ প্রণীত।

—:০:—

এন্টনী সাহেবের দলে গীত।

১ চিতান। গিয়াছেন মধুপুরে শ্রীকৃষ্ণ, ত্যজিয়া বৃন্দারণ্য।

পরচিতান। কারে বল সই শুনতে রাধার যন্ত্রণা,
ও যে শ্যামচরণচিহ্ন।

১ক্ ফা। সখি ঐ যার পদচিহ্ন, সেই মাধব যখন দুঃখ
বুঝ্‌লে না,
অরণ্যে রোদন, করিলে এখন,
ঘুচ্‌বেনা মনের বেদনা।

মেলতা। রাধার সুখেরত কপাল নয়,
তা হলে কি এমন দশা হয়?
কাঁদে কৃষ্ণহীন হয়ে, প'ড়ে ভূতলে।

মহড়া। ভাগ্যে যা আছে তাই হবে সই,
কি হবে ব্যাকুলা হলে;
এখন ভ্রান্তি পরিহরি, বাঁচাও সই কিশোরী,
হরিমন্ত্র শুনাও প্যারীর শ্রবণমূলে।

খাদ।	কেন ব্রজধাম ত্যজে যাবেন শ্যাম,
	রাধার দুঃখের কপাল না হ'লে।
২ তুকা।	মনে জ্ঞান হয়, জন্মান্তরে, আমরা কৃষ্ণ হ'য়ে,
	সখি নিছিলাম কার ;
	বুঝি সেই পাপে এই মনস্তাপে,
	দহিল প্রাণ গোপিকার।
৩ মেলতা।	নহিলে যার নামে বিপদ্ যায়,
	প্রাণ সঁপে সেই শ্যামের পায় ;
	রাধার প্রাণ যায়, গোকুল ভাসে দুঃখসলিলে।

৺রাম বসুর প্রণীত।

—:০:—

ইহাঁর নিজের দলে গীত।

---

১ চিতান। সেই তুমি সেই আমি—সেই প্রণয়—
নূতন নয় পরিচয়।

১ পরচিতান। হলে প্রাণ, রসের অনুষ্ঠান,
তবে বিরস বদন কেন হয়?

১ ফুকা। তোমায় লোকে কয়, রসময় মিথ্যা নয়,
সে রস পরের কাছে হয়;
ঘরে এলে মুখ যেন সে মুখ নয়।

১ মেলতা। তোমার আমার প্রতি ভ্রান্তি, শিরে সংক্রান্তি,
যেমন শান্তিশতকেতে পাঠ এগুলো;

মহড়া। ভাব দেখে কি অনুভব, ভাব বুঝি ফুরাল।
দিনের দিন রসহীন হয়েছি আমি;
আছ সেই তুমি, তোমার প্রেম লুকাল।

খাদ। এই দুঃখে প্রাণনাথ প্রাণ দহিল।

২ ফুকা। ছিল নব রস, ছিলে বশ, কত যশ,

করতে তুমি প্রাণধন,
দেখা হ'লে এখন তুলে চাওনা ও বদন।
২ মেল্‌তা। তখন হাসি হাসি তুষিতে প্রেয়সীপ্রাণ,
সে সব শশিমুখের হাসি কোথায় গেল।

৺মোহন সরকারের দলে গীত।

---

১ চিতান। পূর্ণ ষোল কলা, ষোড়শী বালা,
যৌবন ধরা নাহি যায়।
১ পরচিতান। কৃষ্ণপক্ষে যেমন দিনের দিন
হচ্ছে কলানিধির ক্ষয়।
১ ফুঁকা। আমার এ ধনের সম্ভোগী যে জন,
করিল না রক্ষে, দেখিল বিপক্ষে,
রক্ষা করি যক্ষের ধন।
১ মেল্‌তা। পোড়া মদনের যন্ত্রণা, প্রাণে আর সহেনা,
কান্ত পুরালনা মন-আশ;
মহড়া। সখী ব'ল্‌ব কি এ দুঃখিনীর এই জালা বারমাস,
গেল চিরদিন কাঁদিতে, বসন্তে কি শীতে,
আমার হ'য়েছে যেন সীতার বনবাস।
খাদ। জানিলেম ভাগ্যে সই পূর্ণ হ'ল না অভিলাষ

২ ফুকা। আমি সাধে কি সাধি না সই তায়,
দেখ্‌লে সই আমায়, শক্র ফিরে চায়,
সে যেন দুখের মাথা খায়।

২ মেল্‌তা। রেখে বিরহবাসরে, যুবতী নারীরে,
প্রাণনাথ সুখেতে কর্‌লে বিনাশ।

তাঁহার নিজের দলে গীত।

---

১ চিতান। প্রেমবৃক্ষে দিয়ে আশানীর কর্‌তেছ সৃজন।

১ পরচিতান। দেখ লো—যেন হয় না শেষে বৃথা আকিঞ্চন।

১ ফুকা। বেড়া দাও সই প্রবৃত্তিকণ্টক,
প্রেম-অঙ্কুরে আঘাত করে এমনি পোড়া লোক।

১ মেল্‌তা। যদি থাকে ফলের বাসনা,
বেশি জল দিয়ে জ্বালিওনা,
সময়ে এক বিন্দু দিলে সুখসিন্ধু উথলে।

মহড়া। প্রেমতরুতে সখি চারটি ফল ফলে,
শুন ফলের নাম—সুখ, সৌখ্য, মোক্ষ, কাম,
সুজনের সু, কলঙ্ক কঠিনের কপালে।

খাদ। গোড়া কেটে,মূরে কেউ আগায় জল ঢেলে।

২ ফুকা। চিনে মূল যে দিতে পারে জল,
ঘটে তার ভাগ্যেতে,প্রেমতরুতে হাতেহাতে ফল।

২ মেল্‌তা। তরু মনের রাগে মুড়িয়ে যায়,
বিচ্ছেদছাগে মুড়িয়ে খায়,
দেখ দেখ যত্নে রেখ' ফ'ল্‌বেনা মুল শুকালে।

৺রাম বসুর নিজদলে গীত।

—:০:—

১ চিতান। ব'লিস্‌নে সখি প্রেমে ম'জ্‌তে আর,
ও সুখে নাহি প্রয়োজন।
১ পরচিতান। শঠের প্রণয় হতে বিচ্ছেদ ভাল সই,
জুড়াল প্রেমে কই জীবন।
১ফুকা। প্রাণে জ্বলিলাম চিরদিনই সখি যেথা ক'রে পিরীতি,
ঘট্‌লোনা তার সুখ, চির দিন ভুগ্‌লাম দুখ,
হল লাভ কেবল অখ্যাতি।
১ মেল্‌তা। তাতেই পিরীতের সাধ ক'রে বিসর্জ্জন,
বৈরাগ্যধর্ম্মে মন ম'জেছে।
মহড়া। প্রাণ বেঁচেছে গো সই, পিরীত গেছে—পাপ গেছে,
হ'য়ে পরের পদানত, চক্ষের জলে নিত্য যেত,
যাহোক্ বেনে এতদিনে গায় বাতাস লেগেছে।
খাদ। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল যামদে জর ছেড়েছে।
২ ফুকা। এখন নই গো সই কাহার আমি অধীনী,
স্বয়ং স্বাধীনী,

ধাবিনা পরের ধার, আপনি সই আপনার,

আত্মমানে মানিনী।

২ মেল্‌তা। পরের অধীনে কেবল লাভ গঞ্জনা,

সে জ্বালার দায়ে ত প্রাণ এড়িয়েছে।

---

১ চিতান। পরের ভালবাসা প্রেমের আশা সকলি আকাশ।

১ পরচিতান। কোন সুখ দেখিনা শঠের প্রেমে

দুঃখ বার মাস।

১ ফুকা। কেবল হাসায় আর কাঁদায়, সদা প্রাণেতে জ্বলায়,

আজ নেতোলে সিংহাসনে, কাল পথেতে বসায়।

১ মেল্‌তা। পথে কেঁদে কেঁদে বেড়াই হয়ে আপনার ধনে

আপনি চোর,

সে সব প্রবৃত্তি এখন নিবৃত্তি হ'য়েছে।

মহড়া। তোমার প্রেম হতে প্রাণ বিচ্ছেদ আমায়

ভাল বেসেছে।

প্রেম হল আর ফুরাল, চখে দেখ্‌তে দেখ্‌তে

গেল, জন্মের মত বিচ্ছেদ আমার অন্তরে পশেছে।

খাদ। কলহ নির্ব্বাহ হ'য়ে সন্দেহ মিটেছে।

২ ফুকা। তোমার প্রেমে সঁপে প্রাণ, কেবল হ'ল অপমান,

সুখ হবে কি বল দেখি, সাধ্‌তে গেল প্রাণ।

২ মেল্‌তা। এ সব সুখের চেয়ে আমার স্বস্তি ভাল হে,
সে সব সাধাসাধির দায়ে প্রাণ বেঁচেছে

নিজের দলে গীত।

---

১ চিতান। বালিকা ছিলাম, ছিলাম ভাল ছিলাম,
সই—ছিল না সুখ অভিলাষ।

১ পরচিতান। পতি চিন্‌তাম না, ও রস জান্‌তাম না
হৃদপদ্ম ছিল অপ্রকাশ।

১ ফুকা। এখন সেই শতদল, মুদিত কমল,
কাল পেয়ে ফুটিল,
পদ্মের মধু পদ্মে রেখে ভৃঙ্গ উড়ে গেল।

১ মেল্‌তা। একে মদনের পঞ্চ শর, প্রাণনাথের বিচ্ছেদশর,
দুই শরে সারা হল যুবতী,

মহড়া। আমার কুলের নাশক হল রতিপতি,
আমার প্রাণনাশক হল প্রাণপতি,
আমি অবলা বই ত নই, কি করি বল সই,
হয়েছি বিচ্ছেদে নূতন ব্রতী—

খাদ। উভয় সঙ্কটে প'ড়ে গো সই, হ'ল একি দুর্গতি ?

২য় ফুকা। ও তার নামটি মদন, গঠন কেমন,
দেখ্‌তে পাইনা চখে,
ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ যেমন বাণ মারে কোথা
থেকে।

২ মেল্‌তা। একে অর্দ্ধরথী নারী, তার সঙ্গে কি পারি,
তাতে নাই আমার যৌবনরথের সারথি।

অন্তরা। পোড়া মদন ত তাও সই বুঝে না।
দেখে অবলা নারী তাতে যুবতী।
আপন পতি হ'য়ে যদি বুঝ্‌লেনা বেদনা ;
রতিপতি বুঝ্‌বে কেন পরনারীর যাতনা ?

২ চিতান। জ্বালালে পতি হ'য়ে যদি নারীর প্রাণ,
দোষ কি দিব মদনে।

২ পরচিতান। ঘুচে সব জ্বালা, জুড়ায় অবলা,
ত্যজ্‌লে এ পাপ জীবনে।

৩ ফুকা। পোড়া যৌবন গেল, জীবন গেলে প্রাণ জুড়ায়
গো সখি।
নইলে জ্বালা জুড়াবার আর উপায় না দেখি।

৩ মেল্‌তা। আমার কুল রক্ষে, মান রক্ষে, সবভাব দুপক্ষে,
পাছে বিপক্ষে বলে আবার অসতী।

৺নীলুঠাকুরের দলে গীত।

---

১ চিতান। প্রেমে সুখী হব ব'লে সখি গো,
সঁপিলাম পরে প্রাণ মন।

১ পরচিতান। ভাগ্যগুণে সে সাধে বিষাদ ঘট্‌লো আমার সই
এখন।

১ ফুকা। প্রেমের রীতি নীতি পদ্ধতি ব্যভার,
জান্‌তাম না আগে সই,
শিখিলাম ঠেকিয়া এই বার।

১ মেল্তা। আমি অবলা সরলা, এত কি জানি বলনা।
আমায় ভোল্‌লে সে—মন দিলেই মন তুষিবে।

মহড়া। সঁপ্‌লাম এই ভেবে তায় আগে মন;
কে জানে সে মন না দিবে।
দিয়া আপনার ধন সেধে পরে,
পরের ধন পেলেম না পরে,
স্বপ্নে জানিনা সে এই শত্রু হাসাবে।

খাদ। আগে তুল্‌লে সিংহাসনে কথাতে,
কে জানে শেষে কাঁদাবে।

২ ফুকা। ভাব্‌লাম প্রাণ দিয়ে পাব পরের প্রাণ।
জুড়াব জুজনায়—হবে সই সুখের অনুষ্ঠান।

২ মেল্‌তা। মন সরল নাকি নারীর অতিশয়, কপট বোঝে না;
তাতেই মজে সে পুরুষের শঠভাবে।

৺নীলুঠাকুরের দলে গীত।

—•:•—

১ চিতান। সকল ভণ্ড কাণ্ড ভোলা তোর,
তুই পাষণ্ড নচ্ছার।

১ পরচিতান। ভজিস্ ঢেঁকি, বলিস কিনা গৌর-অবতার।

১ ফুকা। কি সে ববিস দ্বেষ, নাই ঘটে বুদ্ধিলেষ,
বুঝিস্ না সূক্ষ্ম, ও মূর্খ, দিস কোন ঠাকুরের ঠেস্।

মেল্‌তা। তুই কাঠের ঠাকুর টাটে তুলে মিছে করিস্
পচা ভুল।

মহড়া। সেই হবি কি তোর হরু ঠাকুর।
যিনি বামকরেতে গিরি ধ'রে রক্ষা করেন ব্রজপুর,
যাঁর অভয়চরণ শিরে ধ'রে জীব তরাচ্ছেন গয়াসুর।
যে রজক ছেদন ক'রে করে ধ্বংস করলে কংসাসুর

সমাপ্ত।